নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-এর আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১।	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	১২ টি	১২ টি	-	--	০২ টি	০৬টি	৩৩.৩৩% ১৩০.০০%	-	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ১২টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মোয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
০৬টি নতুন জাহাজ ক্রয় (প্রতিটি প্রায় ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার ও ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার)	১৫১৯৪৯.৫৬	জুলাই,২০১৫থেকে জুন, ২০১৯
চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও টেকনাফ (সাবরাং-জালিয়ার দ্বীপ) অংশে জেটিসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি উন্নয়নের নিমিত্ত বিস্তারিত ডিজাইন ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।	৪৭১.২৬	ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন ২০১৯
Construction of CPA Hospital Complex in place of Existing Hospital (2nd Revised)	৫০৫১.৭২	ডিসেম্বর ২০১২ হতে জুন ২০১৯
ডিজিটাল গেজ সংগ্রহ ও স্থাপন এবং গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল (জিএসএম) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ(১ম সংশোধিত)।	১৫৮২.০০	এপ্রিল,২০১৭ থেকে জুন, ২০১৯
বিআইডব্লিউটিসি'র ডক-৩ এ মেরিন ওয়ার্কশপ স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	৮২০.৯৯	জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৯
"Feasibility Study for Modernization of Port facilities for Khulna, Narsingdi, Barguna and development of Galachipa, Mongla, Meghna,Sunamganj,Sirajgonj-Jagannathganj-Ghorashal, Kanchpur, Moju Chowdhuryhat Daudkandi-Bausia River Port (1st Revised)".	৪৮৮.০০	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯
"মোংলা বন্দরের জন্য টাগবোট সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্প।	৪২৬৮.৯৫	জানুয়ারি,২০১৮ হতে জুন, ২০১৯
"মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন" প্রকল্প।	২৩২০.০৫	জুলাই, ২০১৭- জুন, ২০১৯
"মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত পশুর চ্যানেল ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প"।	১২২৭৪.১৪	জুলাই,২০১৬ থেকে জুন, ২০১৯

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
মোংলা বন্দরের জেটিতে ১ টি গিয়ারলেস জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ।	৪৩৮৮.৬১	জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯
SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Banapole and Burimari Land port (1st Revised)	১৫০৭৫.২৬	জুলাই,২০১৩ থেকে জুন, ২০১৯
"তামাবিল স্থল বন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।	৭২৮৫.২০	জুলাই,২০১৪ থেকে জুন, ২০১৯

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ প্রকল্পসমূহের কতিপয় অংগের মূল্যবৃদ্ধি ও সংশোধনের নিমিত্ত ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্দিষ্ট মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করতে না পারায় মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এর সাথে Lum-Sum based চুক্তি করা হয়েছে। চুক্তিটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মোট চুক্তিমূল্য ৪৮৫.৬৭ লক্ষ টাকার বিভাজন (break-up) রাখা হয়নি। অর্থাৎ আর্থিক প্রস্তাবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সম্মানি এবং অন্যান্য ব্যয় বা Reimbursable ব্যয় আলাদাভাবে দেখা হয়নি। যার ফলে চুক্তিমূল্যের সমুদয় অর্থই পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে হয়েছে। চুক্তিতে পরামর্শকের সম্মানি ও Reimbursable অর্থ আলাদাভাবে দেখানো হলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতাসহ সরকারি অর্থের সাশ্রয় ঘটতে পারতো।	ভবিষ্যতে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে চুক্তিতে পরামর্শকের সম্মানি ও Reimbursable অর্থ আলাদাভাবে দেখানো হলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতাসহ সরকারি অর্থের সাশ্রয় ঘটতে পারে;
প্রকল্পের আওতায় রাজস্ব খাতে প্রচার ও বিজ্ঞাপন অঙ্গে ২.১৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। যদিও রাজস্ব খাতের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি তথাপি অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অন্যান্য অঙ্গের সাথে এ ব্যয়ের আন্ত:খাত সমন্বয় না করায় এটি পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থি হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন না নেয়ায় এটি প্রকল্প বাস্তবায়নে অদক্ষতার পরিচয় বহন করে।	অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার পর তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন না নেয়া মোটেই সমীচীন হয়নি। ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে আরো সতর্ক ও তৎপর হতে হবে
প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়নে সময় বেশী লেগেছে । PPR-বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ৩ সপ্তাহের মধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন কাজ সম্পন্নের জন্য নির্ধারিত থাকলেও এ ক্ষেত্রে সময় লেগেছে ১৫৭ দিন । আর কোন সমস্যা প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত হয়নি। প্রকল্প পরিচালকের কর্ম-পরিকল্পনা, দক্ষতা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার তদারকিতে প্রকল্পটি অনুমোদিত সংশোধিত মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ব্যয় সাশ্রয়পূর্বক ৪৩৭৬.০০ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।	ভবিষ্যতে পিপিআরে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্ত সকলকে আরো দায়িত্ববান হতে হবে;

মংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত পশুর চ্যানেল ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত জুন, ২০১৯)

০১. **প্রকল্পের নাম** : মংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত পশুর চ্যানেল ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প।

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ।

০৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৬৬৫০.০০ ১৬৬৫০.০০ --	-- --	১২২৭৪.১৪ ১২২৭৪.১৪	জুলাই,২০১৬ থেকে জুন, ২০১৮	জুলাই,২০১৬থেকে জুন, ২০১৯	জুলাই,২০১৬থেকে জুন, ২০১৯	জুলাই,২০১৬ থেকে জুন, ২০১৯	৫০%	--

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	বাগেরহাট	মোংলা

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

"বাংলাদেশ ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড" শীর্ষক প্রকল্পের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আমদানীকৃত কয়লা নৌ-পথে পরিবহনের লক্ষ্যে মোংলা বন্দরের জেটি নম্বর ৯ থেকে উজানে ১৩ কিলোমিটার পর্যন্ত পশুর নদীর পর্যাপ্ত নাব্যতা অর্জন করা।

০৮. **প্রকল্পের পটভূমি :**

৮.১. গত ২০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে "ইধহমষধফবংয ওহফরধ ঋৎরবহফংযরঢ় চড়বিৎ ঈড়সঢ়ধহু (চাঃ) খরসরঃবফ" শীর্ষক একটি কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । চুক্তির শর্ত অনুসারে বাংলাদেশ সরকারকে রামপাল জেটি হতে পশুর নদীর প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ড্রেজিং এবং পরবর্তীকালে সময়মত যাবতীয় মেইটেন্যান্স ড্রেজিংও করার কথা| এ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল কাচাঁমাল কয়লা যা বিদেশ হতে আমদানি করা হবে । এ ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কয়লা পরিবহনের জন্য ৭.৫মিটার ড্রাফটের জাহাজ পশুর নদী দিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত চলাচল করবে । বর্তমানে সাগর মোহনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত পশুর নদীতে ৭.৫ মিটার ড্রাফট সম্পন্ন জাহাজ চলাচলের প্রয়োজনীয় গভীরতা থাকলেও বন্দর হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত জাহাজ চলাচলের মত

উপযোগী গভীরতা নেই ।মংলা বন্দর হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ৭.৫ মিটার ড্রাফট সম্পন্ন জাহাজ চলাচলের জন্য ১৪ কি.মি. চ্যানেলে ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা প্রয়োজন । এ পরিপ্রেক্ষিতে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** প্রকল্পটি গত ১০ মে, ২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

(ক) পশুর চ্যানেলের মংলা বন্দর হতে উজানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ৩৮.৮১ লক্ষ ঘন মিটার ড্রেজিং;
(খ) প্রি, পোষ্ট, ইন্টারিম হাইড্রোগ্রাফিক এবং শোর সার্ভে;
(গ) ডাইকের আর্থওয়ার্ক ৩.২৮ লক্ষ ঘন মিটার ;
(ঘ) হাইড্রোলিক এক্সপার্ট দ্বারা ড্রেজিং কাজের হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল প্রভাব মনিটরিং;
(ঙ) ব্যক্তিগত ভূমির ক্ষতিপূরণ এবং
(চ) ১ টি স্পীডবোড ও ৩ টি মোটরসাইকেল সংগ্রহ ।

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ক) রাজস্ব ব্যয়					
১.	হাইড্রোলিক বিশেষজ্ঞ দ্বারা হাইড্রোলজিক্যাল ওমরফোলজিক্যাল প্রভাব মনিটরিং	থোক	২২০.০০	থোক	২২০.০০	থোক
২.	স্টেশনারি, মুদ্রণও প্রকাশনা,সম্মানী,জ্বালানী	থোক	৫০.০০	থোক	৩২.৭২	থোক
৩.	ভূমির ক্ষতিপূরণ	থোক	৭০.৫৫	থোক	০.০০	--
	খ) মূলধন ব্যয়					
৪.	পিকআপ ১টি	সংখ্যা	৪৫.০০	১টি	৪৫.০০	১টি (১০০%)
৫.	মোটর সাইকেল ৩টি	সংখ্যা	৭.০০	৩টি	৫.৫৫	৩টি (১০০%)
৬.	স্পিড বোট ১টি	সংখ্যা	১৬৫.২০	১টি	১৪২.৯০	১টি (১০০%)
৭.	কম্পিউটার ২ সেট	সেট	৩.০০	২ সেট	২.৯৪	২ সেট (১০০%)
৮.	ফটোকপিয়ার ২ সেট	সেট	৩.০০	২ সেট	২.৮৭	২ সেট (১০০%)
৯.	অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	৪.০০	থোক	৩.৮৫	থোক
১০.	ট্রেলিং সাকশন হপার ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং	ঘ:মি:	১৫৪৩২.২৫	১১.৮৭ ল: ঘ:মি:	১১৮১৮.৩১	**১৩.৮৬ ল:ঘ:মি: (১১৬%)
১১.	কাটার সাকশন ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং	ঘ:মি:		২৬.৯৪ ল: ঘ:মি:		২৪.৩৯ ল:ঘ:মি:(৯১.৫৫%)
১২.	সার্ভে	থোক		থোক		থোক
১৩	মাটিরকাজের জন্য ডাইক নির্মাণ	ঘ:মি:		৩.২৮ ল:		০.৩৭ ল:ঘ:মি:(১১.২৮%)

				ঘ:মি:		
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২৫০.০০		০.০০	
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৪০০.০০		০.০০	
	সর্বমোট		**১৬৬৫০.০০**		**১২২৭৪.১৪**	

** ড্রেজিং এ্যালাইনমেন্ট ও বেড লেভেল পরিবর্তন হওয়ার কারণে ডিপিপিতে উল্লিখিত ড্রেজিং-এর তুলনায় বাস্তবে ড্রেজিং-এর পরিমাণ পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেলেও আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি।

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **প্রকল্প পরিদর্শন :** ০৮/১২/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সহকারী প্রকোশলী উপস্থিত ছিলেন।

১৫. **পর্যবেক্ষণ :**

১৫.১ পশুর নদীর নাব্যতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৩ কি: মি: পর্যন্ত মোট ৩৮.৮১ লক্ষ ঘঃমিঃ ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্নকরণের নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হচ্ছে- হাইড্রোলিক বিশেষজ্ঞ দ্বারা হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল প্রভাব মনিটরিং করা। এ খাতে অনুমোদিত ডিপিপিতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২২০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২২০.০০ লক্ষ টাকা । এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত ড্রেজিং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে এবং ড্রেজিং-এর পরিমাণ নির্ণয়ের ভিত্তিতে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়।

১৫.২ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ভূমির ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭০.৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ খাতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি বলে জানা যায়।

১৫.৩ প্রকল্পের আওতায় ৩টি মোটর সাইকেল, ২ সেট কম্পিউটার, ২ সেট ফটোকপিয়ার এবং অফিস আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ৪৪.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি পিকআপ সরবরাহ করা হয়েছে। পিক-আপটি পরিবহন পুলে স্থানান্তর করা হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১টি স্পিডবোট সরবরাহের লক্ষ্যে ১৬৫.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৪২.৯০ লক্ষ টাকা। স্পিডবোটটি নারায়ণগঞ্জের ডক-ইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস

লিঃ-এর নিকট হতে সরবরাহ করা হয়েছে। পরিদর্শনে স্পিডবোটটির স্পেসিফিকেশন যাচাই করা হয়। এতে দেখা যায় যে, স্পীডবোটটি অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে।

১৫.৪ প্রকল্পের আওতায় ৩৮.৮১ লক্ষ ঘঃমিঃ ড্রেজিং, হাইড্রোগ্রাফিকস সার্ভে এবং ডাইক নির্মাণের লক্ষ্যে বিগত ১৫/০৬/২০১৬ তারিখে প্রাক-যোগ্যতার জন্য আবেদনপত্র আহবান করা হয় এবং ৩১/০৮/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। মোট ১২টি প্রতিষ্ঠান আবেদনপত্র দাখিল করে । মূল্যায়ন শেষে নিম্নবর্ণিত ০৫টি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা হয় :

(ক) Dredging Corporation of India;
(খ) China Harbour Engineering Co. Ltd, China;
(গ) HPGPE-MBEL JV (China & Bangladesh);
(ঘ) JAN De Nul NV, Belgium;
(ঙ) Changjiang Wahan Waterway Engineering Co. Chaina .

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিগত ০৪/১২/২০১৬ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় এবং ২৫/১২/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত দরপত্র গ্রহণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ০৪টি দরপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে Dredging Coporation of India সর্বনিম্ন ১১৮.০০ কোটি টাকা দর প্রদান করায় মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক উক্ত দর গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের আলোকে CCGP কর্তৃক অনুমোদনের পর গত ১৬/০৭/২০১৭ তারিখে Dredging Corporation of India এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় এবং ১৫/০৯/২০১৭ তারিখ হতে ড্রেজিং শুরু হয়ে এবং ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয় । মোংলা বন্দর চ্যানেলের মূলত: ১০টি পয়েন্টে ড্রেজিং কাজ সম্পাদন হয়। ড্রেজিং পয়েন্টগুলো হলো : মাইদারা সেকশন-১ ও মাইদারা সেকশন-২, পাওয়ার প্লান্ট সেকশন-১ ও ২, দিগরাজ হতে মাইদারা, মোংলা পোর্ট হতে লাফার্জ সিমেন্ট কারখানা, কনফ্লুয়েন্স চ্যানেল এবং ডেঞ্জার খাল সেকশন-১ ও ডেঞ্জার খাল সেকশন-২ । পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত পোষ্ট সার্ভে রিপোর্ট পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ১৩.৮৬ লক্ষ ঘন মিটার হোপার ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং এবং ২৪.৩৯ ল:ঘ:মি: কাটার সেকশন দ্বারা ড্রেজিং করা হয়েছে। ড্রেজিংকৃত বিভিন্ন স্থানের চ্যানেল সার্ভে বোট এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ড্রেজিং-এর ফলে চ্যানেলের গভীরতা পূর্বের তুলনায় ২-৩ মিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। ড্রেজিংকৃত মাটি রামপাল পাওয়ার স্টেশন এবং কয়েকটি কারখানার ভূমি উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। নির্মিতব্য রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লাবাহী জাহাজ নির্বিঘ্নে চলাচলের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি হাতে নেয়া হলেও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সমুদয় কাজ সমাপ্ত হতে এখনও অনেক দেরী। এ বিষয়ে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্প পরিচালক এর সাথে মতবিনিময় করে জানা যায় যে, কয়লাবাহিত জাহাজ আগামী আগষ্ট, ২০২০ মাসে আসতে পারে। সে হিসেবে ড্রেজিংকৃত চ্যানেলটি সিলটেশনের মাধ্যমে কিছুটা ভরাট হবার সম্ভাবনা রয়েছে । এ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সংরক্ষণ ড্রেজিং এর প্রয়োজন হতে পারে।

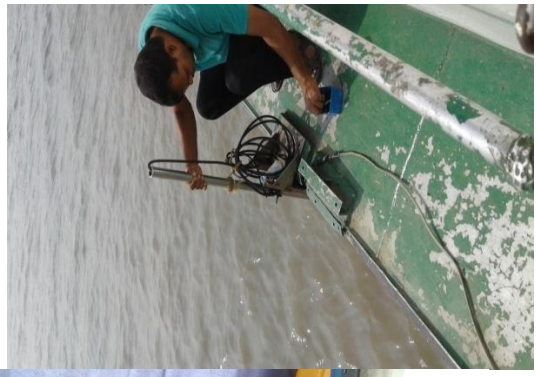



ছবি : ড্রেজিংকৃত বিভিন্ন পয়েন্টের পানির গভীরতা মাপা হচ্ছে।





ছবি : সার্ভে বোটের মাধ্যমে ড্রেজিংকৃত স্থান যাচাইকরণ ছবি : রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপ-প্রকল্প পরিচালকের সাথে মতবিনিময়



ছবি : ড্রেজিং-এর মাটি দ্বারা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একাংশের ভূমি উন্নয়ন।

১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ক্রয় পরিকল্পনা Goods-এর ০৪টি প্যাকেজে, works এর ০১টি প্যাকেজ এবং OTM (ICT) service-এর ক্ষেত্রে ১টি প্যাকেজ sss পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান ছিল। নমুনায়ন হিসেবে ২টি works ও service-প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রমের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে যার তথ্যাদি নিম্নরুপঃ

ক্রয়কার্য (Goods) এর নাম	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
হাইড্রোলিক বিশেষজ্ঞ দ্বারা হাইড্রোলজিক্যাল ওমরফোলজিক্যাল প্রভাব মনিটরিং	২২০.০০	৩০/০৬/২০১৬	১৮/১২/২০১৬	১৬/০১/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯
ট্রেলিং সাকশন হপার ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং	১১৯০০.০০	১৫/০৬/২০১৬	১৬/০৭/২০১৭	১৪/১২/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯
কাটার সাকশন ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং					
সার্ভে					
মাটিরকাজের জন্য ডাইক নির্মাণ					

১৭. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের (Works)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA) চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা যাচাইয়ের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত ছকে নমুনায়ন হিসেবে ২টি প্যাকেজের তথ্য সংগ্রহ করা হয় :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activity)	প্রযোজ্য বিধি মোতাবেক করণীয়	প্রকৃত অবস্থা
১	বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা অনুমোদন হয়েছে কিনা?	বিধি ১৬ (৫),১৬ (৭) অনুযায়ী Hope কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।	Hope কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	বিধি ৯০ (২ক) অনুযায়ী কমপক্ষে ১টি বাংলা, ১ টি	কালের কন্ঠ, দ্যা ডেইলি অবজারভার।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activity)	প্রযোজ্য বিধি মোতাবেক করণীয়	প্রকৃত অবস্থা
		ইংরেজী পত্রিকায়	
৩	সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	বিধি ৯০ (২ঝ)অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য ১.০ কোটির উর্ধ্বে বিধায় CPTU Website-এ প্রকাশযোগ্য।	২৬/০৬/২০১৬
৪	কতটি দরপত্র বিক্রয় হয়েছিল?	-	১২ টি
৫	কত জন দরপত্রে অংশগ্রহণ করেছিল?	-	১২ জন
৬	দরপত্র দাখিলের জন্য কতদিন সময় দেয়া হয়েছে?	বিধি ৬১ (৪) অনুযায়ী কমপক্ষে ২৮ দিন	৭৮ দিন
৭	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির (টিওসি) সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৭ অনুযায়ী ৩ জন	৩ জন
৮	টিওসিতে টিইসি'র সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৭ অনুযায়ী ১ জন	১ জন
৯	টিইসি'র সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৮ (১) অনুযায়ী কমক্ষে ৫, সর্বাধিক ৭ জন	৭ জন
১০	টিইসি-তে বহিঃস্থ দপ্তরের সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৮ (১) অনুযায়ী ২ জন	২ জন
১১	বৈধ (Responsive) দরপত্রের সংখ্যা কতটি?	-	৫ টি
১২	বাতিল বিবেচিত (Non-responsive) দরপত্রের সংখ্যা কতটি?	-	৭ টি দরদাতা দরপত্রের চাহিদা অনুযায়ী দরপত্র শর্ত পূরণ না করা।
১৩	দরপত্র গ্রহণের কত দিনের মধ্যে মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে?	বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ৩ সপ্তাহ	১৫৭ দিন
১৪	মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরাসরি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল কিনা?	-	CCGP
১৫	পিপিআর এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী যথাসময়ে দরপত্র অনুমোদন হয়েছিল কিনা?	বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ২ সপ্তাহের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়
১৬	ক) দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ কতদিন ছিল? খ) দরপত্রের মূল বৈধতার মেয়াদ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে কিনা?	দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী	১৮০ দিন হ্যাঁ
১৭	ক) বৈধতার মেয়াদ বর্ধিত করা হয়েছিলো কিনা? খ) চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ	-	হ্যাঁ ১৬/০৭/২০১৭
১৮	মূল বৈধতার মেয়াদ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে না থাকলে তার কারণ কি ছিলো?	-	
১৯	ক) চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পদনের তারিখঃ খ) প্রকৃত সম্পাদনের তারিখঃ গ) কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হলে তার কারণ কি? ঘ) বিলম্বের জন্যে জরিমানা (L.D) আরোপ করা হয়েছিলো কিনা? হলে তার বিবরণঃ	-	১৫/১২/২০১৮ ৩০/০৬/২০১০ প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে হ্যাঁ, ৪৮.০০ লক্ষ টাকা

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যায় যে, PPR-বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ৩ সপ্তাহের মধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন কাজ সম্পন্নের জন্য নির্ধারিত থাকলেও এ ক্ষেত্রে সময় বেশী লেগেছে । অন্যান্য শর্তাবলী সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	এস.কে শওকত আলী	প্রধান প্রকৌশলী (সি এন্ড এইচ)	খন্ডকালীন	**০৪/০৮/২০১৬** হতে ৩০/০৬/২০১৯

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব :

সম্প্রতি বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্পটির প্রভাব এখনও নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৭.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ চ্যানেলে আসতে পারবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে ৪.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ চ্যানেলে প্রবেশ করতে পারতো। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৭.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আসতে পারবে।

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
"বাংলাদেশ ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড" শীর্ষক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আমদানিকৃত কয়লা নৌ-পথে পরিবহণের লক্ষ্যে মংলা বন্দরের জেটি নম্বর ৯ থেকে উজানে ১৩ কিলোমিটার পর্যন্ত পশুর নদীর পর্যাপ্ত নাব্যতা অর্জন করা।	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আমদানিকৃত কয়লা নৌ-পথে পরিবহণের লক্ষ্যে মংলা বন্দরের জেটি নম্বর ৯ থেকে উজানে ১৩ কিলোমিটার পর্যন্ত পশুর নদীর পর্যাপ্ত নাব্যতা অর্জন করা হয়েছে।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মোংলা বন্দর চ্যানেলের নাব্যতা পূর্বের তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেদিক থেকে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২২.১ প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়নে সময় বেশী লেগেছে। PPR-বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ৩ সপ্তাহের মধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন কাজ সম্পন্নের জন্য নির্ধারিত থাকলেও এ ক্ষেত্রে সময় লেগেছে ১৫৭ দিন। আর কোন সমস্যা প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত হয়নি। প্রকল্প পরিচালকের কর্ম-পরিকল্পনা, দক্ষতা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার তদারকিতে প্রকল্পটি অনুমোদিত সংশোধিত মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ব্যয় সাশ্রয়পূর্বক ৪৩৭৬.০০ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

২৩. **সুপারিশসমূহঃ**

২৩.১ ভবিষ্যতে পিপিআরে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্ত সকলকে আরো দায়িত্ববান হতে হবে;

২৩. ২ প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিং-এর মাধ্যমে খননকৃত চ্যানেলটি পরবর্তীতে সংরক্ষণ ড্রেজিং-এর প্রয়োজন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে মোংলা বন্দর কর্তৃকপক্ষ ও বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোং লি:-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MOU) অনুযায়ী এর ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে; এবং

২৩.৩ মোংলা বন্দর ভবিষ্যত উন্নয়ন সম্ভাবনার একটি নতুন দ্বার । তাই গুরুত্বের কথা ভেবে এ বন্দরের চ্যানেলটিতে বড় ধরণের জাহাজ আসার লক্ষ্যে সারা বছর নাব্যতা বজায় রাখার নিমিত্ত পিপিপি'র মাধ্যমে output Based Performance Contract করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া যেতে পারে।

চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও টেকনাফ (সাবরাং-জালিয়ার দ্বীপ) অংশে জেটিসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি উন্নয়নের নিমিত্ত বিস্তারিত ডিজাইন ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত জুন, ২০১৯)

০১. **প্রকল্পের নাম** : চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও টেকনাফ (সাবরাং-জালিয়ার দ্বীপ) অংশে জেটিসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি উন্নয়নের নিমিত্ত বিস্তারিত ডিজাইন ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বিআইডব্লিউটিএ।

০৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৭৬.০৬ ৪৭৬.০৬ --	৪৭৬.০৬ ৪৭৬.০৬	৪৭১.২৬ ৪৭১.২৬	ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ হতে জানুয়ারি, ২০১৯	ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন ২০১৯	--	ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন ২০১৯	--	৫ মাস ৪১.৬৭%

০৫. প্রকল্প এলাকা :

জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম	মিরসরাই	--	--
	সন্দ্বীপ	--	--
কক্সবাজার	টেকনাফ	--	--
	কক্সবাজার সদর	--	--

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** জিওবি।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও টেকনাফের সাবরাং-জালিয়ার দ্বীপে জেটিসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন।

০৮. **প্রকল্পের পটভূমি** :

৮.১ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) দেশের উপকূলবর্তী এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় চট্টগ্রাম বিভাগের মিরসরাই ও নিকটবর্তী সোনাগাজী উপজেলার বিস্তৃত এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের নিমিত্ত বেজা বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও মহেশখালী উপজেলার সাবরাং-জালিয়ার দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপে ট্যুরিজম জোন স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এ প্রেক্ষিতে বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান-এর চাহিদা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের মিরসরাই, কক্সবাজার-টেকনাফের সাবরাং-জালিয়ার দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপে জেটিসহ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নকশা প্রণয়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদনঃ** মূল সমীক্ষা প্রকল্পটি সরকারের জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মোট ৪৭৬.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ হতে জানুয়ারি, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ০৫ মাস অর্থাৎ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সুপারিশক্রমে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয়।

১০. **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :**

(লক্ষ টাকা)

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
১.	ভ্রমণ ভাতা	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক
২.	অন্যান্য ভাতা	থোক	৫.০০	থোক	০.৩৬	থোক
৩.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	জনমাস	৪৫৬.০৬	১১৯ জনমাস	৪৫৫.৯০	১১৯ জনমাস ১০০%
৪.	গাড়ি ভাড়া	সংখ্যা	১০.০০	১টি	১০.০০	১টি
	মোট :	--	**৪৭৬.০৬**	**১০০%**	**৪৭১.২৬**	**১০০%**

১১. **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালো
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২. **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ০৮/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প কার্যালয়ে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়।

১৩. **পর্যবেক্ষণ :**

১৩.১ পরিদর্শনে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা কার্যক্রমটি পরিচালনার লক্ষ্যে Institute of Water and flood Management (IWFM)-কে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু IWFM সমীক্ষা সম্পাদনে

অপারগতা প্রকাশ করলে পরবর্তীতে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা (ডিপিইসি)-এর সুপারিশক্রমে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)কে এ কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সমীক্ষার মূল কার্যক্রম হচ্ছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর আওতাধীন এলাকায় ৫টি নান্দনিক ও মনোরম জেটি নির্মাণের লক্ষ্যে এর সম্ভাব্যতা যাচাই করা এবং প্রস্তাবিত জেটির বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন করা। বুয়েট গত মে, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে এ কাজটি সম্পন্ন করে।

১৩.২ সমীক্ষা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সমীক্ষাটি সম্পাদনে বুয়েট নিম্ন বর্ণিত কারিগরি বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে। যেমন: Coastal hydrodynamic modeling and Morpho-dynamic analysis, River Morphology, Geomorphology and Sediment Transport Process, Sediment Concentration at upstream and downstream, Bathymetry, Tide and Storm Surge analysis, wave analysis, water level at upstream and downstream, Cyclone wind speed and pressure, Satellite image etc. এছাড়া, প্রকল্প এলাকার বেজলাইন সার্ভে, ট্রাফিক ডাটা সার্ভে, স্থানীয় জনগণের সরাসরি সাক্ষাৎকার ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) করা হয়েছে।

১৩.৩ প্রকল্প এলাকার সোনাদিয়া দ্বীপে ২০ প্রজাতির পাখি বাস করে মর্মে উল্লেখ করা হলেও কোন সূত্র হতে এ তথ্য পাওয়া গেছে তার উল্লেখ নেই। আবার জেটি স্থাপন করলে প্রকল্প এলাকার সোনাদিয়া দ্বীপে শব্দ দূষণ বাড়বে বলে উল্লেখ করা হলেও শব্দ দূষণের বিষয়ে সহনীয় মাত্রা ঐ এলাকার ইকো-সিস্টেমের জন্য কত ডেসিব্‌ল তা উল্লেখ করা হয়নি বা জেটি স্থাপন করলে শব্দ কত ডেসিব্‌ল পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে তাও উল্লেখ করা হয়নি। সমীক্ষা প্রতিবেদনটি দায়সারা প্রকৃতির হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৩.৪ সমীক্ষা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ভবিষ্যত প্রকল্পের জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়। এগুলো হচ্ছে :

(ক) জেটি নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে ৫টি প্রকল্প এলাকায় EIA সম্পাদন করতে হবে;

(খ) নিম্নবর্ণিত ৪টি প্রকল্প এলাকায় বর্তমানে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও ভবিষ্যতে সংরক্ষণ ড্রেজিং-এর প্রয়োজন হবে।

প্রকল্প এলাকা	ক্যাপিটাল ড্রেজিং	সংরক্ষণ ড্রেজিং
জালিয়ার দ্বীপ	৯৫০০ ঘ:মি:	-
সাবরাং	৩৬৯০০ ঘ:মি:	-
সন্দ্বীপ	৯০০০ ঘ:মি:	-
মিরসরাই	৩১১১৮০ ঘ:মি:	-

(গ) মিরসরাই এলাকায় শোর প্রোটেকশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে এ কাজের ব্যয় বেজা কর্তৃক চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাহ করা যেতে পারে;

(ঘ) প্রস্তাবিত জেটি নির্মাণের পূর্বে এর Soil Test করতে হবে;

(ঙ) Traffic Data analysis hydrological/wave and Strom surge analysis করে প্রকল্প এলাকায় ভবিষ্যত জেটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিম্নরূপ ধরা হয়েছে :

Parameter	Jaliar Dwip	Subrang	Sandwip	Mirsarai
Jetty Type	Passenger	Passenger	Passenger and small Cargo	Multi purpose
Jetty Head	৭১	১০০	১০০	১১৮

Length metre				
Jetty Head width metre	১৪	১৮	২৯	৪০.৩
Jetty Stem Length metre	৮৬.৩৫sqm	১৮৫০ sqm	৩৪৫০sqm	১০০০sqm
Jetty Stem width metre	৫	৯.৬ (২.৮ m for pedestrian+ ৬.৮m for motorised vehicle	৯.৫ (২ m for pedestrian+ ৭.৫m for non/motorised vehicle	১৩.৫ (৬ m for pedestrian+ ৭.৫m for non/motorised vehicle

১৩.৫ সমীক্ষাটি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় ৫টি জেটি নির্মাণ করা হলে এর জন্য ব্যয় হবে (সম্ভাব্য) ১৮৪৪৭৬.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত জেটিগুলো অর্থনৈতিক জোনে নির্মিত হবে এবং ভবিষ্যত Cash flow নির্ভর করছে বেজা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মূল প্রকল্পের ওপর। কাজেই এর অর্থনৈতিক ও আর্থিক Net Present Value (NPV) নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

১৩.৬ সমীক্ষা প্রকল্পের Inception Report এবং Final Draft Report এর ওপর জাতীয় পর্যায়ে ২টি কর্মশালা বিআইডব্লিউটিএ অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির পরামর্শক্রমে সমীক্ষাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানা যায়। তবে ১টি কর্মশালা স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হলে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী তথা স্টেক হোল্ডারগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এতে সমীক্ষায় বিভিন্ন ডাটা সংগ্রহপূর্বক সমীক্ষাটি আরো সমৃদ্ধ হতো। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পে এ ধরণের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সমীক্ষা প্রতিবেদনটি ইতোমধ্যে বিআইডব্লিউটিএ অফিসে জমা দেয়া হয়েছে এবং এ প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, যার ডিপিপি প্রণয়নাধীন।

১৪. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে-পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ। এ বিষয়টি Single Source Selection (SSS) পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে, যার তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রয়কার্য (Service)-এর নাম	ডিপিপি মূল্য	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পরামর্শক সেবা ক্রয়:	৪৫৬.০৬	৪৫৫.৯০	২৫/০২/২০১৮	২২/০৫/২০১৮	২৬/০৬/২০১৯	২৬/০৬/২০১৯

১৫. **চুক্তিসমূহ যাচাই ও অডিট সম্পাদন সংক্রান্ত :** প্রকল্পের ডিপিপিতে বর্ণিত সেবা কাজটি একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি (SSS)-এর মাধ্যমে সরকারি মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বর্ণিত সেবা কাজটি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। পিপিআর ২০০৮ বিধিমালার ১০৪(২)(ঈ) অনুযায়ী সরকারি মালিকানাধীন বা বিশেষায়িত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ ধরণের কাজ সম্পন্ন করা যায় মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। তাই উপর্যুক্ত সেবা কাজটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সমাপ্ত প্রকল্পটির ওপর Internal Audit সম্পাদন করা হয়েছে। কোন Finding/Objection পাওয়া যায়নি।

১৬. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালক-এর নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
জনাব এ. এইচ. মো: ফরহাদ উজ্জামান	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী বিআইডব্লিউটিএ	১৫/০৪/২০১৮ হতে ২৬/০৬/২০১৯	খন্ডকালীন	না	--

১৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্যে	অর্জন
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও টেকনাফের সাবরাং-জালিয়ার দ্বীপে জেটিসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন করা।	প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও জেটি নির্মাণের বিস্তারিত নক্সা পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে ।

১৮. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও টেকনাফের সাবরাং-জালিয়ার দ্বীপে জেটিসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন করা । বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উক্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক এর প্রতিবেদন ও জেটি নির্মাণের বিস্তারিত নক্সা বিআইডব্লিউটিএ কার্যালয়ে গত জুন, ২০১৯ এ জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে "চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সন্দ্বীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া ও টেকনাফ (সাবরাং-জালিয়ার দ্বীপ) অংশে জেটিসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে দিক থেকে সমীক্ষা প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে বলা যায়। বর্তমানে GOB অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি বাংলা ভাষায় প্রণীত হচ্ছে তাই সমীক্ষাটি ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায়ও রূপান্তর করা প্রয়োজন।

১৯. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১৯.১ সমীক্ষা প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল সময়কাল অপেক্ষা ৪১.৬৭% টাইম ওভার রান হয়েছে। তবে Cost Over Run না হওয়ায় প্রকল্পটির ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি।

২০. **সুপারিশসমূহ :**

২০.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প হাতে নেয়া হলে সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করা সমীচীন হবে;

২০.২ এ ধরণের সমীক্ষা প্রকল্পের Time over Run যাতে না হয় সে বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে আরো তৎপর হওয়া প্রয়োজন;

২০.৩ সমাপ্ত প্রকল্পটির ওপর একটি External Audit সম্পাদন করতে হবে;

২০.৪ ভবিষ্যতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পে জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/স্টেক হোল্ডার/সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা সরাসরি অংশগ্রহণপূর্বক তাদের মতামত পেশ করতে পারেন; এবং

২০.৫ বর্তমানে GOB অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি বাংলা ভাষায় প্রণীত হচ্ছে তাই ভবিষ্যতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও প্রণয়ন করা সমীচীন হবে।

২০.৬ সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকার সোনাদিয়া দ্বীপে ২০ প্রজাতির পাখি বসবাস করে এবং জেটি স্থাপন করলে শব্দ দূষণ বাড়বে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরণের মতামত আরো তথ্যবহুল হওয়া প্রয়োজন।

ডিজিটাল গেজ সংগ্রহ ও স্থাপন এবং গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল (জিএসএম) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ(১ম সংশোধিত) শীর্ষক **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯)

০১. প্রকল্পের নাম : ডিজিটাল গেজ সংগ্রহ ও স্থাপন এবং গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল (জিএসএম) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ(১ম সংশোধিত)।
[Procurement & Installation of Digital Gauges and data collection through Global System for Mobile (GSM) Network(1st Revised)]

০২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ।

০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০৭৫.৪৫	১৫৯৩.৭৪	১৫৮২.০০	এপ্রিল,২০১৭ থেকে জুন, ২০১৯	এপ্রিল,২০১৭ থেকে জুন, ২০১৯	--	এপ্রিল,২০১৭ থেকে জুন, ২০১৯	--	--

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ		জেলা		উপজেলা/থানা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	
মূল	সংশোধিত	মূল	সংশোধিত	মূল	সংশোধিত
১	২	৩	৪	৫	৬
ঢাকা		ঢাকা		বিআইডব্লিউটিএ ভবন (মতিঝিল, ঢাকা), শ্যামপুর. আশুলিয়া	
		নারায়ণগঞ্জ		নারায়ণগঞ্জ	
		মুন্সিগঞ্জ		মুন্সিগঞ্জ, সিরাজদিখান	
		নরসিংদী		নরসিংদী, পলাশ	
		নেত্রকোনা		খালিয়াজুরী	

		টাংগাইল		ভুঁয়াপুর	
		মানিকগঞ্জ		শিবালয়	
		গোপালগঞ্জ		গোপালগঞ্জ, মুকসুদপুর	
		মাদারীপুর		মাদারীপুর, শিবচর	
		শরিয়তপুর		গোসেরহাট	
		রাজবাড়ি		গোয়ালন্দ	
বরিশাল		বরিশাল		বরিশাল, মুলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ	
		ভোলা		ভোলা, তজুমুদ্দিন, মনপুরা, দৌলতখান	
		পটুয়াখালী		পটুয়াখালী, কলাপাড়া, গলাচিপা, দাশমুনিয়া, রাঙাবালি	
		পিরোজপুর		কাউখালী	
খুলনা		খুলনা		খুলনা	
		বাগেরহাট		মংলা, চিতলমারি, শরনখোলা	
		নড়াইল		লোহাগড়া	
চট্টগ্রাম		কক্সবাজার		কক্সবাজার, টেকনাফ, কুতুবদিয়া	
		চট্টগ্রাম		চট্টগ্রাম, স্বন্দীপ	
		নোয়াখালী		হাতিয়া	
		লক্ষীপুর		চর আলেকজান্ডার, রামগতি	
		চাঁদপুর		চাঁদপুর, মতলব (উত্তর)	
সিলেট		সুনামগঞ্জ		ছাতক	
		হবিগঞ্জ		আজমেরীগঞ্জ	
রাজশাহী		সিরাজগঞ্জ		সিরাজগঞ্জ	

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

(ক) গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল নেটওয়ার্ক (GSM) এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গেজ উপাত্ত সংগ্রহ;

(খ) নির্বিঘ্নে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ সম্পাদন এবং ডিজিটাল হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্ট/ম্যাপ প্রণয়ন;

(গ) হাইড্রোগ্রাফিক জরিপসহ তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি গেজ স্টেশনে Tidal Datum প্রতিষ্ঠা/ পুনঃনির্ধারণ;

(ঘ) নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতের লক্ষ্যে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পাদনপূর্বক প্রয়োজনীয় খনন কাজ সম্পাদন এবং নৌ-যান চলাচল সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন; এবং

(ঙ) নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতের লক্ষ্যে জোয়ার-ভাটা উপাত্ত বিশ্লেষণ, অধিকতর নিখুঁত ও নির্ভুল জোয়ার-ভাটার আগাম পূর্বাভাস সংবলিত পুস্তিকা (Tide Table Book) প্রকাশ।

৮. **প্রকল্পের পটভূমি**

৮.১. দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা অক্ষুন্ন রেখে নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিতকরণসহ নৌ-পথের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বিআইডব্লিউটিএ'র ওপর ন্যস্ত। বিআইডব্লিউটিএ দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ও উপকূলীয় এলাকায় নিয়মিত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পাদন এবং জরিপ চার্ট প্রকাশ করে থাকে। মূলতঃ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্টের ওপর ভিত্তি করেই নৌ-পথে নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করা হয়। এক কথায় নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষা এবং নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া নদীর তীরবর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প যেমনঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, ব্রীজ কাঠামো, সাইক্লোন শেল্টার, কোস্টাল পোল্ডার ইত্যাদি নির্মাণে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হাইড্রাগ্রাফিক জরিপ চার্ট প্রণয়নের জন্য জোয়ার-ভাটার উপাত্ত (Tidal data) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৮.২ বিআইডব্লিউটিএ মোট ৫৩টি গেজের মাধ্যমে সমগ্র দেশের অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পথের পানিসমতল (Water level data) এবং জোয়ার ভাটার উপাত্ত (Tidal data) সংগ্রহ করে থাকে। তন্মধ্যে ২৭টি স্টাফ গেজ (Staff Gauge) এবং ২৬টি স্বয়ংক্রিয় গেজ (Auto Gauge) রয়েছে। স্টাফ গেজসমূহ হতে বর্তমানে সম্পূর্ণ Manual পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। পক্ষান্তরে স্বয়ংক্রিয় গেজসমূহ থেকে গ্রাফিক্যাল (Graphical) পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রথমে গেজ উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ এবং পরে কম্পিউটারে Manually Entry করে সংরক্ষণ ও আদান প্রদান করা হয়। উল্লিখিত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অত্র সংস্থা হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পাদন ও চার্ট প্রণয়ন এবং জোয়ার-ভাটার আগাম পূর্বাভাস সংবলিত পুস্তিকা (Tide Table Book) প্রকাশ করে থাকে। জোয়ার-ভাটার আগাম পূর্বাভাস সংবলিত পুস্তিকা থেকে তথ্য ও উপাত্ত এবং জোয়ার-ভাটার সর্বোচ্চ সুযোগ নিয়ে জলযানসমূহ দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ এবং উপকূলীয় এলাকায় চলাচল করে থাকে। এছাড়া মালবাহী কার্গো জাহাজগুলো পুস্তিকা থেকে জোয়ার-ভাটার উপাত্ত জেনে সর্বাধিক মালামাল নিয়ে নিরাপদে চলাচল করে থাকে।

৮.৩ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সাধারণতঃ জোয়ার-ভাটা সংঘটিত না হলেও দেশের দক্ষিণাঞ্চল তথা সিংহভাগ এলাকায় প্রতিদিন দুইবার জোয়ার এবং দুইবার ভাটা সংঘটিত হয়। তবে অত্যধিক বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা এবং উজান থেকে প্রচুর পানি প্রবাহের ফলে নদ-নদীর পানিসমতল (Water level) দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এছাড়া মাঝে মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমনঃ ভূমিকম্প, সুনামি, জলোচ্ছাস ইত্যাদির কারণেও নদ-নদীর পানিসমতল (Water level) এর পরিবর্তন ঘটে। দিন-রাত ২৪ ঘন্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করা না হলে নদ-নদীর পানিসমতল (Water level) এর এরূপ আকস্মিক পরিবর্তন জানা খুবই কষ্টসাধ্য। ফলে নিরবচ্ছিন্ন জোয়ার-ভাটার উপাত্ত (Tidal data) এর অভাবে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পাদন ও চার্ট প্রণয়ন বিঘ্নিত হয় এবং নিরাপদ নৌ-যান চলাচলে নেতিবাচক প্রভাব পরে। বর্ণিতাবস্থায়, বিদ্যমান সকল গেজ স্টেশনকে ডিজিটাল গেজে রূপান্তর এবং বিআইডব্লিউটিএ'র প্রধান কার্যালয়ে একটি কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে ।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** প্রকল্পটি গত ৩১/০৫/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

- ডিজিটাল গেজ মেশিন ৫৩টি (স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণসহ) সরবরাহ;
- কন্ট্রোল স্টেশন নির্মাণ;
- গেজ কাঠামো (Structure) নির্মাণ ৫৩টি
- ডিজিটাল গেজ মেশিন ও কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন ৫৪টি;
- গেজ অবকাঠামো (Structure)।

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি:

লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক)	রাজস্ব ব্যয়:					
	সরবরাহ ও সেবা					
১.	ভ্রমন ব্যয়	থোক	৪০.০০		৩৫.৩১	
২.	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	৮.০০		৭.৬৫	
৩.	ষ্টেশনারী, সীল ও ষ্ট্যাম্প	থোক	২.০০		১.৫৮	
৪.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৩.০০		২.০২	
৫.	সম্মানী ভাতা/ফি/ পারিশ্রমিক	থোক	৩.০০		১.৬৮	
৬.	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	১.০০		১.০০	
৭.	হায়ারিং চার্জ (মাইক্রোবাস ২৫০০-২৭০০) ১৮ মাস	মাস	১০.৫৯		১০.৫৭	
৮.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৫.৫০		৫.৩৭	
	উপ-মোট (রাজস্ব) :		**৭৩.০৯**		**৬৫.১৮**	
(খ)	মূলধন ব্যয়ঃ					
৯.	সম্পদ সংগ্রহ					

	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম (আনুসঙ্গিক সেবাসহ)					
	ক) ডিজিটাল গেজ মেশিন ৫৩টি (স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণসহ) সংগ্রহ	সেট				
	খ) কন্ট্রোল স্টেশন					
	(i) ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং মোবাইল এ্যাপসসহ সার্ভার স্টেশন ০১টি	**সেট**				
	(ii) নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ডিভাইস ও সফ্টওয়ার	সেট	১৪৫০.০০		১৪৪৯.৪৯৪	
	(iii) অন লাইন ইউপিএস (১০ কেভিএ)	সেট				
	(iv) স্পিলিট টাইপ এসি (ধারন ক্ষমতা ২টন) ০৩টি	টি				
	(v) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র (থোক)	সেট				
	গ) গেজ কাঠামো (Structure) নির্মাণ ৫৩টি	সেট				
	ঘ) ডিজিটাল গেজ মেশিন ও কনেট্রাল স্টেশন স্থাপন ৫৪টি	সেট				
১০.	ঙ) গেজ অবকাঠামো (Structure) নির্মাণ Modification		**২৮.০৫**		২৭.৯৮২	
১১.	BM স্থাপন ৫৩টি	সংখ্যা	৩১.৮০		২৮.১৪৩	
১২.	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ					
ক.	ডেস্কটপ কম্পিউটার ২টি, ল্যাপটপ ৫টি, প্রিন্টার ২টি	সংখ্যা	১০.৮০		১০.৮০	
১৩.	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী	--	--	--	--	--
১৪.	প্রাইস কন্টিজেন্সী	--	--	--	--	--
	উপ-মোট : (মূলধন)		১৫২০.৬৫		১৫১৬.৮২	
	মোট : (ক+খ)		**১৫৯৩.৭৪**		**১৫৮২.০০**	
	সর্বমোট:		**১৫৯৩.৭৪**		**১৫৮২.০০**	

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;

- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. প্রকল্প পরিদর্শন : প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ০১/০৩/২০১৯, ০২/০৩/২০১৯ এবং ০৫/০৩/২০১৯ তারিখে খুলনা জেলার ফুলতলা ও বাগেরহাটে স্থাপিত গেজ স্টেশনের কার্যক্রম আইএমইডি'র উপ পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া যায় পরবর্তীতে এগুলোর মেরামত করা হয়। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর গত ১৪/১২/২০১৯ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুড়ি, ২৯/০২/২০২০ তারিখে বরিশাল সদর, ০১/০৩৮/২০২০ তারিখে ভোলা জেলার লালমোহন এবং ০৭/০৩/২০২০ তারিখে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে স্থাপিত গেজসমূহ পরিদর্শন করা হয়।

১৫. **পর্যবেক্ষণ :**

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর ৫৩টি স্থানে ডিজিটাল গেজ মেশিন বসানো হয়েছে। নমুনায়ন হিসেবে ৭টি গেজ স্টেশন ও প্রধান কন্ট্রোল স্টেশন, বিআইডব্লিউটিএ অফিস পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত গেজ স্টেশনগুলো চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গেজসমূহের মাধ্যমে মোবাইল ও সার্ভার সিস্টেমের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে ডাটা পাওয়া যাচ্ছে। তবে উপকূলীয় এলাকার কয়েকটি গেজের অবকাঠামোর এমএস পিলারের পানির অংশ মরিচা দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে যা রং দ্বারা প্রলেপ করা অতি জরুরী। এছাড়া, সন্দ্বীপের গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটির পাশে স্থাপিত গেজ স্টেশনের সম্মুখে চর জেগে উঠেছে। এ স্থানে যখন ভাটা হয় তখন গেজ স্টেশনের আশ-পাশের অংশ শুকিয়ে যায়। এর ফলে গেজটি ঐ সময় রিডিং দিতে পারে না। পরিদর্শিত গেজ স্টেশনগুলোর অবকাঠামোর গুণগত মান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

১৫.২ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ছিল ৫৩টি স্থানে ডিজিটাল গেজ মেশিন স্থাপন। এ অংগে বরাদ্দ ছিল ১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৪৪৯.৪৯৪ লক্ষ টাকা । ব্যয়িত অর্থ দ্বারা গেজ অবকাঠামো নির্মাণ, গেজ মেশিন স্থাপন, স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, প্রধান কন্ট্রোল স্টেশনের Radar Sensor, Data Logger with remote GSM data transmission technology, Power supply unit (Solar Panel, Accumulator, Solar charge controller), Rechargeable Battery, GSM Modem + Antenna with necessary accessories. Software ইত্যাদি ক্রয় করা হয়।



ছবি : কন্ট্রোল গেজ স্টেশন ।



ছবি : গেজ স্টেশন খালিয়াজুড়ি, নেত্রকোনা।



ছবি : গেজ স্টেশন বরিশাল সদর।



ছবি : গেজ স্টেশন দৌলতখান, ভোলা।

১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য :** প্রকল্পের ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য ক্রয়ের দুটি প্যাকেজ রয়েছে। এর মধ্যে ১টি প্যাকেজকে দুটি লটে ভাগ করা হয়েছে। দুটি লটই OTM পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান ছিল এবং ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক OTM পদ্ধতিতে (e-GP) তে ক্রয় করা হয়েছে। নিম্নে প্রধান প্যাকেজের ১টিন লটের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি তুলে ধরা হলো :

ক্রয়কার্য (Works) এর নাম	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
লট-০১ : Supply, Installation and commissioning of Digital Gauge	১৪,৪৯,৮৯,৪০২/- (চৌদ্দ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ উননব্বই হাজার	০৭/০২/২০১৮	২৯/০৫/২০১৮	২৭/০৬/২০১৯	২৩/০৫/২০১৯

Machine with Data collection through Global System for Mobile (GSM) Network and Accessories	চারশত দুই টাকা মাত্র)				

১৭. চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্যাদি : প্রকল্পের (Goods)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA) চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা যাচাইয়ের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত ছকে উপরোক্ত লটের তথ্য সংগ্রহ করা হয় :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activity)	প্রযোজ্য বিধি মোতাবেক করণীয়	প্রকৃত অবস্থা
১	বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা অনুমোদন হয়েছে কিনা?	বিধি ১৬ (৫),১৬ (৭) অনুযায়ী হতে হবে।	Hope কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	বিধি ৯০ (২ক) অনুযায়ী কমপক্ষে ১টি বাংলা, ১ টি ইংরেজী পত্রিকায়	নিউ এইজ সমকাল পত্রিকায় ০৭/০২/২০১৮ইং তারিখ প্রকাশিত হয়েছে।
৩	সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	বিধি ৯০ (২ঝ)অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য ১.০ কোটির উর্ধ্বে বিধায় CPTU Website-এ প্রকাশযোগ্য।	০৪/০২/২০১৮
৪	কতটি দরপত্র বিক্রয় হয়েছিল?	-	৯টি
৫	কত জন দরপত্রে অংশগ্রহণ করেছিল?	-	৬টি
৬	দরপত্র দাখিলের জন্য কতদিন সময় দেয়া হয়েছে?	বিধি ৬১ (৪) অনুযায়ী কমপক্ষে ২১ দিন	৩৬ দিন
৭	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির (টিওসি) সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৭ অনুযায়ী ৩ জন	২ জন
৮	টিওসিতে টিইসি'র সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৭ অনুযায়ী ১ জন	২জন
৯	টিইসি'র সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৮ (১) অনুযায়ী কমক্ষে ৫, সর্বাধিক ৭ জন	৩ জন
১০	টিইসি-তে বহিঃস্থ দপ্তরের সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৮ (১) অনুযায়ী ২ জন	শূন্য (০)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activity)	প্রযোজ্য বিধি মোতাবেক করণীয়	প্রকৃত অবস্থা
১১	বৈধ (Responsive) দরপত্রের সংখ্যা কতটি?	-	৩টি
১২	বাতিল বিবেচিত (Non-responsive) দরপত্রের সংখ্যা কতটি?	-	৩টি
১৩	দরপত্র গ্রহণের কত দিনের মধ্যে মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে?	বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ৩ সপ্তাহ	৪৬ দিন
১৪	মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরাসরি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল কিনা?	-	হ্যাঁ
১৫	পিপিআর এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী যথাসময়ে দরপত্র অনুমোদন হয়েছিল কিনা?	বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ২ সপ্তাহের মধ্যে	হ্যাঁ
১৬	ক) দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ কতদিন ছিল? খ) দরপত্রের মূল বৈধতার মেয়াদ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে কিনা?	দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী -	১১৮ হ্যাঁ
১৭	ক) বৈধতার মেয়াদ বর্ধিত করা হয়েছিলো কিনা? খ) চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ	- -	না ২৯/০৫/১৮
১৮	মূল বৈধতার মেয়াদ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে না থাকলে তার কারণ কি ছিলো?	-	প্রযোজ্যনয়
১৯	ক) চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পদনের তারিখঃ খ) প্রকৃত সম্পাদনের তারিখঃ গ) কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হলে তার কারণ কি? ঘ) বিলম্বের জন্যে জরিমানা (L.D) আরোপ করা হয়েছিলো কিনা? হলে তার বিবরণঃ	- - - - -	২৩/০৫/১৯ ২৭/০৬/১৯ প্রযোজ্য নয় প্রাকৃতিক না

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	মো: আলফাজ উদ্দীন	যুগ্ম-পরিচালক (টাইড)	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত	এপ্রিল ২০১৭ইং হতে জুন ২০১৯ইং পর্যন্ত।

১৯. **প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব :** প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় নিম্নরূপ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে :

- ✦ গেজ রিডিং এনালগ পদ্ধতি থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রুপান্তরিত হয়েছে।
- ✦ অফিসে বসে নির্ধারিত অ্যাপ্স এর মাধ্যমে যে কোন সময় যে কোন গেজ স্টেশনের গেজ রিডিং নেয়া সম্ভব হচ্ছে।
- ✦ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে তাৎক্ষনিক গেজ রিডিং দেখা বা নেয়া যাচ্ছে।
- ✦ গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল (GSM) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গেজ উপাত্ত সংগ্রহ , নির্বিঘ্নে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ সম্পাদন এবং ডিজিটাল হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্ট/ম্যাপ প্রণয়ন, হাইড্রোগ্রাফিক জরিপসহ তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি গেজ স্টেশনে Tidal Datum প্রতিষ্ঠা/পুন:নির্ধারণ, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতের লক্ষ্যে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পাদনপূর্বক প্রয়োজনীয় খনন কাজ সম্পাদন এবং নৌ-যান চলাচল সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতের লক্ষ্যে জোয়ার-ভাটা উপাত্ত বিশ্লেষণ, অধিকতর নিখুঁত ও নির্ভুল জোয়ার-ভাটার আগাম পূর্বাভাস সংবলিত পুস্তিকা (Tide Table Book) প্রকাশ করা সম্ভব হবে।
- ✦ অনলাইনের মাধ্যমে ডাটা বিক্রির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে যা অতি সত্তর বাস্তবায়িত হবে।

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
(ক) গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল নেটওয়ার্ক (GSM) এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গেজ উপাত্ত সংগ্রহ;	(ক) গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল নেটওয়ার্ক (GSM) এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গেজ উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।
(খ) নির্বিঘ্নে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ সম্পাদন এবং ডিজিটাল হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্ট/ম্যাপ প্রণয়ন;	(খ) নির্বিঘ্নে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ সম্পাদন এবং ডিজিটাল হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্ট/ম্যাপ প্রণয়ন করা যাচ্ছে।
(গ) হাইড্রোগ্রাফিক জরিপসহ তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষে প্রতিটি গেজ স্টেশনে Tidal Datum প্রতিষ্ঠা/ পুনঃনির্ধারণ;	(গ) হাইড্রোগ্রাফিক জরিপসহ তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষে প্রতিটি গেজ স্টেশনে Tidal Datum প্রতিষ্ঠা/ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
(ঘ) নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতের লক্ষে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পাদনপূর্বক প্রয়োজনীয় খনন কাজ সম্পাদন এবং নৌ-যান চলাচল সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন;	(ঘ) নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতের লক্ষে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পাদনপূর্বক প্রয়োজনীয় খনন কাজ সম্পাদন এবং নৌ-যান চলাচল সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা যাচ্ছে।
(ঙ) নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতের লক্ষে জোয়ার-ভাটা উপাত্ত বিশ্লেষণ, অধিকতর নিখুঁত ও নির্ভুল জোয়ার-ভাটার আগাম পূর্বাভাস সংবলিত পুস্তিকা (Tide Table Book) প্রকাশ।	(ঙ) নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতের লক্ষে জোয়ার-ভাটা উপাত্ত বিশ্লেষণ, অধিকতর নিখুঁত ও নির্ভুল জোয়ার-ভাটার আগাম পূর্বাভাস সংবলিত পুস্তিকা (Tide Table Book) আগামী বছর থেকে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:**

প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত কার্যক্রম ছিল তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে। গেজ রিডিং এনালগ পদ্ধতি থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রুপান্তরিত হয়েছে। অফিসে বসে নির্ধারিত অ্যাপস-এর মাধ্যমে যে কোন সময় যে কোন গেজ স্টেশনের গেজ রিডিং নেয়া সম্ভব হচ্ছে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে তাৎক্ষণিক গেজ রিডিং দেখা বা নেয়া যাবে। সেদিক থেকে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :** প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। এটি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রকল্প যা অনুমোদিত মূল সময় ও ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় সাশ্রয়পূর্বক ৪৮১.৭১ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

২৩. **সুপারিশসমূহঃ**

২৩.১ উপকূলীয় এলাকায় স্থাপিত গেজের অবকাঠামোর এমএসপিলারের পানির অংশ মরিচা রোধে রং দ্বারা প্রলেপ করা অতি প্রয়োজন;

২৩.২ চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের গুপ্তছড়ায় স্থাপিত গেজ স্টেশনের সম্মুখে জেগে ওঠা চরের মাটি অপসারণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং

২৩.৩ সাধারণ উপকারভোগীরা যাতে সহজে জোয়ার-ভাটা, নদীর নাব্যতা ইত্যাদি তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এ জন্য দেশের প্রত্যেকটি নৌ-বন্দরে গেজ উপাত্তের তথ্য প্রকাশের সুবিধা রাখা প্রয়োজন।

"মোংলা বন্দরের জন্য টাগবোট সংগ্রহ" শীর্ষক **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯)

০১. **প্রকল্পের নাম** : "মোংলা বন্দরের জন্য টাগবোট সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্প।

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ।

০৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৯২৯.০০ ৪৯২৯.০০ --	-- --	৪২৬৮.৯৫ ৪২৬৮.৯৫ --	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮	--	০৬ মাস	জানুয়ারি,২০১৮ হতে জুন, ২০১৯	--	০৬ মাস (৫০%)

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	**জেলা**	**উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন**/পৌরসভা
খুলনা	বাগেরহাট	মোংলা

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** সমুদ্রগামী জাহাজ হ্যান্ডলিং-এ পুশিং, পুলিং, টোইং, মুরিং-আনমুরিং কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য ১টি Off the Shelf টাগবোট জরুরিভিত্তিতে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

০৮. **প্রকল্পের পটভূমি :**

৮.১. মোংলা বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর। মোংলা বন্দরে বিদ্যমান মোট ৪টি বার্দিং টাগ-এর মধ্যে 'এমটি মেঘদূত' ১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত যার গভীরতা ৫.১৮ মিটার, বর্তমানে অচল থাকায় উহা নন-প্রপেল্ড অবস্থায় বন্দরের অন্যান্য জলযানের জন্য জ্বালানী সরবরাহের লক্ষ্যে ফুয়েল স্টোরেজ নৌযান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৭৩ সালে খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত 'এমভি সারথী-১' এর গভীরতা ২.১০ মিটার, বর্তমানে অচল আছে, যা নিলামের জন্য প্রক্রিয়াধীন। অপর একটি টাগ 'এমভি শিবসা' ১৯৮৩ সালে জার্মানীতে নির্মিত হয়, যার গভীরতা ৩.৯০ মিটার, দীর্ঘ ৭ বছর বিকল থাকার পর রি-ইঞ্জিনিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ১৯৭৩ সালে জাপানে নির্মিত 'এমভি সারথী-২' যার গভীরতা ৩.৮১ মিটার, বর্তমানে উহা সচল থাকলেও আয়ুস্কাল হ্রাস পাবার কারণে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

৮.২ সুদীর্ঘ ৩২ হতে ৭৩ বছরের অধিক সময়ে ব্যবহারের কারণে টাগগুলি প্রায়শ: ইঞ্জিন ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদিতে গোলযোগের সৃষ্টি হচ্ছে। যথেষ্ট/যথোপযুক্ত স্পেয়ার পার্টসের অভাবে মেরামত সমস্যা দেখা দেয় এবং প্রায়শ: অচল অবস্থায় থাকে।

৮.৩ ইনল্যান্ড শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৯৬ ও এর সংশোধনী অধ্যাদেশ, ২০০৫ এর ধারা ৩০ মোতাবেক প্রতিটি অভ্যন্তরীণ নৌযানের অনুকূলে জারিকৃত রেজিস্ট্রেশন সনদের মেয়াদ ৩০ বছর নির্ধারিত। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মবক)-এর বর্ণিত ৪টি টাগবোটের বয়স ইতোমধ্যে ৩০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ফলে বর্ণিত জলযানসমূহ প্রতিস্থাপন করা একান্ত জরুরি। রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পর এবং পদ্মা সেতু নির্মিত হলে মোংলা বন্দরের ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। বন্দরে বাণিজ্যিক জাহাজ আগমন-নির্গমনের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্রগামী জাহাজ হ্যান্ডলিং-এ পুশিং, পুলিং, টোইং, মুরিং-আনমুরিং কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় Off the Shelf টাগবোট জরুরীভিত্তিতে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে, ৪৯২৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "মোংলা বন্দরের জন্য টাগবোট সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** প্রকল্পটি ৪৯২৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে গত ০৬/০৩/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে ০১ (এক)টি টাগবোট সংগ্রহ করা।

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক)	**রাজস্ব :**					
১.	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৫.০০	থোক	১.৮৫	থোক
২.	মুদ্রণ	থোক	১.৫০	থোক	০.১০	থোক
৩.	স্টেশনারি	থোক	১.৫০	থোক	০.৪৭	থোক
৪.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	১.০০	থোক	৩.১৪	থোক
৫.	ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি ফি	থোক	৫০.০০	থোক	০.০০	থোক
৬.	টিওসি, টিইসি, টিআইসি এবং পিএসসি কমিটির সম্মানী ভাতা	থোক	২.০০	থোক	১.৫৯	থোক
৭.	সিএন্ডএফ এবং অন্যান্য চার্জ	থোক	১৫.০০	থোক	২৫.৯৮	থোক
	উপ-মোট (রাজস্ব) :		**৭৬.০০**		**৩৩.১৩**	**--**
(খ)	**মূলধন :**					
৮.	টাগবোট	০১টি	৪৮০০.০০	০১টি	৪২৩০.৮৬	০১টি (১০০%)
৯.	অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র	থোক	৫.০০		৪.৯৬	থোক
	উপ-মোট (মূলধন) :		**৪৮০৫.০০**		**৪২৩৫.৮২**	
	মোট (রাজস্ব+মুলধন)		**৪৮৮১.০০**		**৪২৬৮.৯৫**	
(গ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সী		৪৮.০০		**০.০০**	
	সর্বমোট (ক+খ+গ):		**৪৯২৯.০০**		**৪২৬৮.৯৫**	**১০০%**

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।
-

১৪. **প্রকল্প পরিদর্শন :** ২৩/১২/২০২০ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

১৫. **পর্যবেক্ষণ :**

১৫.১ প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে মোংলা বন্দরের জন্য একটি Off the Self টাগবোট সংগ্রহ করা। এ জলযানটি মালয়েশিয়াতে অবস্থিত Kaibuok Shipyard (M) SDN কোম্পানীতে নির্মিত হয়েছে। গত ১৪/০৪/২০১৯ তারিখে উক্ত জলযানটি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ডিপিপি মোতাবেক জলযানটির General Specification নিম্নরূপ:

দৈর্ঘ্য ২৮ মিটার, প্রস্থ ৯ মিটার, গভীরতা ৪ মিটার, লোডেড ড্রাফট ৪.৪৮ মিটার, গতি ১০ নটস। প্রতি ঘন্টায় তেল অপসারণের ক্ষমতা ২৫০ মে:টন। জাহাজটির ১৫০০ অশ্ব ক্ষমতাবিশিষ্ট ২টি ডিজেল ইঞ্জিনের সংস্থান রয়েছে। এছাড়া, জলযানটিতে বিভিন্ন Navigational Equipment যেমন- Eco Sounder, GPS, Compass, Radar, Radio-এর সংস্থান রয়েছে। পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায় যে, ক্রয়কৃত নৌযানটির ডিপিপিতে বর্ণিত Specificationসমূহ যথাযথ রয়েছে। নৌযানটির Navigational এবং Fire Fightings-এর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। টাগবোটটির প্রধান ইঞ্জিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Cummins কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। ক্রয়কৃত নৌযানটির PSI সম্পাদনপূর্বক Acceptance কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। নৌযানটির মাস্টার ও চালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, নৌযানটি অপারেশন শুরু করার পর ২০/১২/২০২০ পর্যন্ত সময়ে কোন গোলযোগ দেখা দেয়নি। এছাড়া, নৌযানটির ১ বৎসর ওয়ারেন্টি পিরিয়ড রয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে নৌযানটি পরিচালনার জন্য মোংলা বন্দরের ১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এসব জনবল দ্বারা নৌযানটি পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত টাগবোটটি দ্বারা এ পর্যন্ত ৪৩৪টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হয়েছে। এছাড়া, টাগবোটটির মাধ্যমে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ২১৮.৯৯ লক্ষ টাকা আয় করেছে।



ছবি : প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত টাগবোট

১৫.২ প্রকল্পের আওতায় অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সংগ্রহ বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল । এ অঙ্গে ব্যয় হয়েছে ৪.৯৬ লক্ষ টাকা । ব্যয়িত অর্থ দ্বারা ২টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপি মেশিন ও আসবাবপত্র কেনা হয়েছে ।

১৫.৩ প্রকল্পের আওতায় রাজস্ব খাতে প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ বরাদ্দ ছিল ১.০০ লক্ষ টাকা, এ অঙ্গে অতিরিক্ত ২.১৪ লক্ষ টাকা অর্থ্যাৎ ৩.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে ১টি টাগবোট ক্রয়ের জন্য ১ বার দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, ৩ বার সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি, টাগবোট নামকরণের জন্য ২ বার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় এ খাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে রাজস্ব খাতের ব্যয় বৃদ্ধি না পেলেও অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য অঙ্গের ব্যয়ের সাথে আন্ত:খাত সমন্বয় করা যেত। কিন্তু এ বিষয়ে তা করা হয়নি।

১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা Goods-এর ০২টি প্যাকেজের সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে ০১টি প্যাকেজে ০১টি টাগবোট OTM (ICT) পদ্ধতিতে এবং অন্য প্যাকেজটিতে আসবাবপত্র RFQ পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। নিম্নে প্রধান প্যাকেজ টাগবোট ক্রয়ের তথ্যাদি তুলে ধরা হলো :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রয়কার্য (Goods) এর নাম	ডিপিপি মূল্য	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সই/এলসি খোলার তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১টি টাগবোট সংগ্রহ	৪৮০০.০০	৪২৩০.৮৬	১৩/০৪/২০১৮	০৮/১১/২০১৮	২২/০৪/২০১৯	১৪/০৫/২০১৯

১৭. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদি :** প্রকল্পের আওতায় ০১টি টাগবোট (Goods)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA), চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য উক্ত প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শনকালে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, উক্ত প্যাকেজের নৌযানটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	কমান্ডার দূরুল হুদা	হারবার মাস্টার	খন্ডকালীন	০৯/০৯/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০১৯

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব : প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত টাগবোট দ্বারা জাহাজ হ্যান্ডলিং করে বন্দরের অর্থ উপার্জিত হচ্ছে। মোংলা বন্দরের জাহাজ হ্যান্ডলিং-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বন্দরের কার্যক্রমের সাথে জড়িত শিপিং এজেন্ট, সিএন্ডএফ এজেন্ট-এর সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
সমুদ্রগামী জাহাজটির হ্যান্ডলিং-এ পুশিং, পুলিং, টোইং, মুরিং-আনমুরিং কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য জরুরিভিত্তিতে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ১টি Off the Shelf টাগবোট সংগ্রহ করা।	অধীনে ১টি টাগবোট সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত টাগবোট দ্বারা সমুদ্রগামী জাহাটির হ্যান্ডলিং-এ পুশিং, পুলিং, টোইং, মুরিং-আনমুরিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ :** মোংলা বন্দরে প্রতিমাসে গড়ে ১০০ বিদেশী জাহাজ আসছে মর্মে বন্দরের ট্রাফিক বিভাগ পরিদর্শনে জানিয়েছে। এ সমস্ত জাহাজ হ্যান্ডলিং কাজে টাগবোটটি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। সে দিক থেকে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২২.১ প্রকল্পের আওতায় রাজস্ব খাতে প্রচার ও বিজ্ঞাপন অঙ্গে ২.১৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। যদিও রাজস্ব খাতের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি তথাপি অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অন্যান্য অঙ্গের সাথে এ ব্যয়ের আন্ত:খাত সমন্বয় না করায় এটি পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থি হয়েছে (অনুচ্ছেদ: ১৫.২)। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন না নেয়ায় এটি প্রকল্প বাস্তবায়নে অদক্ষতার পরিচয় বহন করে।

২৩. **সুপারিশসমূহ :**

২৩.১ অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার পর তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন না নেয়া মোটেই সমীচীন হয়নি। ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে আরো সতর্ক ও তৎপর হতে হবে (অনুচ্ছেদ: ২২.১)।

২৩.২ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত টাগবোটটির warranty period উত্তীর্ণ হওয়ার পর এর মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

২৩.২ প্রকল্পটির ওপর একটি External Audit সম্পাদন করতে হবে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন শীর্ষক **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯)

০১. **প্রকল্পের নাম** : মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রকল্প।

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ।

০৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৩৬০.০০ ২৩৬০.০০ --	-- --	২৩২০.০৫ ২৩২০.০৫ --	জুলাই, ২০১৭- ডিসেম্বর, ২০১৮	--	জুলাই, ২০১৭- জুন, ২০১৯	জুলাই, ২০১৭- জুন, ২০১৯	--	০৬ মাস (৩৩%)

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
খুলনা	খুলনা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

বিদ্যমান উন্মুক্ত স্ট্যাক ইয়ার্ড, নতুন উন্মুক্ত স্ট্যাক ইয়ার্ড, সংযোগ সড়ক, পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা এবং সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ এর মাধ্যমে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

০৮. **প্রকল্পের পটভূমি :**

৮.১. খুলনার ভৈরব নদীর পশ্চিম তীরে খালিশপুর নামক স্থানে রুজভেল্ট জেটি অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তায় মিত্রবাহিনীর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোর কর্তৃক নির্মিত এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর নামানুসারে এ জেটির নামকরণ করা হয়। ষাটের দশকের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুদানে তৎকালীন চালনা এ্যাংকোরেজের মাধ্যমে আমদানীকৃত সাধারণ পণ্য পরিবহণের জন্য রুজভেল্ট জেটি কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। আশির দশকের পূর্ব পর্যন্ত এ জেটির কার্যক্রম কাঙ্খিত পর্যায়ে ছিল। আশির দশকের পর ভৈরব নদীর তীব্র স্রোতে এবং নদী ভাঙ্গানের ফলে জেটি এবং ট্রানজিট শেড ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং উক্ত জেটির কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত জেটি বিকল হওয়ার পর খাদ্যশস্য, সার, সিমেন্টসহ অন্যান্য কার্গো সড়ক ও রেলপথে দ্রুত স্থানান্তরের জন্য অস্থায়ীভাবে রুজভেল্ট জেটিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নদীর স্রোত ও দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে রুজভেল্ট জেটির স্ট্যাক ইয়ার্ড, সংযোগ সড়ক, পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা এবং সীমানা প্রাচীর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় পুন:নির্মাণ করা একান্ত জরুরী হয়ে দাড়িয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে মোংলা বন্দরের জাহাজ আগমন বৃদ্ধি পাওয়ায় রুজভেল্ট জেটিতে মালামাল পরিবহন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোংলা বন্দরের কার্যক্রমের সাথে রুজভেল্ট জেটির কার্যক্রম নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং মোংলা বন্দরের সুবিধাদি বৃদ্ধির পাশাপাশি রুজভেল্ট জেটির অবকাঠামো উন্নয়ন একান্ত জরুরী। তাছাড়া, অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নতির জন্য মোংলা বন্দরের

উন্নয়ন অপরিহার্য। সে সাথে মোংলা বন্দর দিয়ে আমদানী-রপ্তানী পণ্য পশ্চাৎ ভূমিতে (দেশের উত্তরাঞ্চলে) সুষ্ঠু পরিবহন ও গুদামজাতকরণের নিমিত্ত রুজভেল্ট জেটির উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** প্রকল্পটি গত ১৬/১০/২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

- ওপেন স্ট্যাকের পুন:নির্মাণ;
- নতুন স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ;
- আরসিসি রাস্তা পুন:নির্মাণ;
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;
- পয়:নিষ্কাশন কাজ।

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	রাজস্ব :					
১.	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৫.০০		৩.৩৭	থোক
২.	মুদ্রণ	থোক	১.০০		০.৩২	থোক
৩.	স্টেশনারি	থোক	২.০০		১.৮৬	থোক
৪.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০		০.৯৩	থোক
৫.	টিওসি, টিইসি ও অন্যান্য কমিটির সম্মানী	থোক	৩.০০		২.৫৪	থোক
	উপ-মোট (রাজস্ব) :		**১৩.০০**	**--**	**৯.০২**	**--**
	মূলধন :					
৬.	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২.০০	০১টি (১০০%)	১.৮০	০১টি (১০০%)
৭.	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	সংখ্যা	১.০০	০১টি (১০০%)	০.৯৯	০১টি (১০০%)
৮.	অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র	থোক	২.০০	থোক	১.৯৭	থোক
৯.	বিদ্যমান স্ট্যাক ইয়ার্ড পুন:নির্মাণ	ব:মি:	১৪৩৮.৪৫	১৮২৭৪.৮০ব:মি:	১৪৩৬.৪২	১৮২৭০.২৫ব:মি: (৯৯.৯৭%)
১০.	নতুন আরসিসি ওপেন স্ট্যাক নির্মাণ	ব:মি:	৫২৭.৩৮	৬১৮২.৯৫ ব:মি:	৫২৭.০৪	৬১৭৯.৯৩ব:মি: (৯৯.৯৫%)
১১.	আরসিসি বাইপাস রোড পুন:নির্মাণ	ব:মি:	২২৬.২৫	২৮৭০.২৬ ব:মি:	২২৫.৭৩	২৮৬৯.৯০ব:মি: (৯৯.৯৬%)
১২.	আরসিসি পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ	ব:মি:	৪০.৯৭	৭৭৩.৪১ব:মি:	৪০.৯২	৭৭৩.০৮ ব:মি: (১০০%)
১৩	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	ব:মি:	৭৬.৫০	১৬৮৬.০০ব:মি:	৭৬.১৬	১৬৮৩.৬২ব:মি: (৯৯.৮২ %)
১৪	সিডি ভ্যাট		৪.০০	--	০	--
	উপ-মোট (মূলধন) :	**-**	**২৩১৮.৫৫**	**--**	**২৩১১.০৩**	**--**
	মোট (রাজস্ব+মুলধন)		**২৩৩১.৫৫**	**-**	**২৩২০.০৫**	**-**
(ক)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	-	২৩.৪৫	**--**	**০**	**--**
(খ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	-	৫.০০	**--**	**০**	**--**
	সর্বমোট :	**-**	**২৩৬০.০০**		**২৩২০.০৫**	

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **প্রকল্প পরিদর্শন:** ২১/১২/২০১৯ তারিখে আইএমইডি'র প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পটির কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

১৫. **পর্যবেক্ষণ :**

১৫.১ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে বিদ্যমান ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ডের পুন:নির্মাণ কাজ। ডিপিপিতে ১৮২৭৪.৮০ ব:মি: আয়তন বিশিষ্ট স্ট্যাক ইয়ার্ডটির পুন:নির্মাণ কাজে বরাদ্দ ছিল ১৪৩৮.৫০ লক্ষ টাকা। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৪৩৬.৪২ লক্ষ টাকা। মোট ১৮২৭০ ব:মি: স্ট্যাক ইয়ার্ড-এর পুন:নির্মাণ কাজ করা হয়। বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৭%। নির্মিত স্ট্যাক ইয়ার্ডটির পরিমাণ যাচাইয়ের নিমিত্ত এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপা হয়। এতে দেখা যায় যে, স্ট্যাক ইয়ার্ডটির আয়তন সঠিক রয়েছে। স্ট্যাক ইয়ার্ডটি প্রথমে ইটের খোয়া ও বালু দিয়ে সলিং বিছানো হয়। এর উপর পাথরের খোয়া ও বালু দিয়ে ম্যাকাডাম করা হয়েছে। ম্যাকাডামের উপর ৯ ইঞ্চি বিশিষ্ট আরসিসি ঢালাই করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে স্ট্যাক ইয়ার্ডটির ভূমি অসমতল এবং গর্ত থাকায় মালামাল জেটি হতে ট্রাকে লোড/আনলোড করা খুবই কষ্ট হতো মর্মে স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে জানা যায়। স্ট্যাক ইয়ার্ডটি নির্মাণের ফলে ট্রাক সহজে জেটির কাছে অবস্থান নিতে সক্ষম হওয়ায় মালামাল সহজে ট্রাকে লোড/আনলোড করা যাচ্ছে। এতে সময়ও কম লাগছে।





ছবি : ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড পুন:নির্মাণ

১৫.২ প্রকল্পের অন্যতম মূল কার্যক্রম ছিল ৬১৮২.৯৫ ব:মি: আয়তন বিশিষ্ট নতুন ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ। এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৫২৭.৩৮ লক্ষ টাকা। মোট ৬১৭৯ ব:মি: নতুন ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৫২৭.০৪ লক্ষ টাকা। নতুন স্ট্যাক ইয়ার্ডটি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।





ছবি : নির্মিত নতুন ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড-এর আয়তন মাপা হচ্ছে।

১৫.৩ প্রকল্পের অন্যতম অঙ্গ ছিল রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান রাস্তা পুন:নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর এবং পয়:নিষ্কাশন কাজ। সরেজমিনে দেখা যায় যে, রাস্তাটি আরসিসি করে নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এতে মালবাহী ভারী ট্রাক সহজে জেটিতে চলাচল করতে পারবে। এছাড়া, অন্যান্য নির্মাণ কাজ যেমন- সীমানা প্রাচীর ও মাস্টার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

১৫.৪ বিদ্যমান রুজভেল্ট জেটির ইয়ার্ডে পর্যাপ্ত ধূলাবালি পরিলক্ষিত হয়েছে। ইয়ার্ডের স্তূপীকৃত মালামালে যাতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য কাঁদামাটি দিয়ে স্তূপীকৃত মালামালে চারপাশে বাঁধ তৈরী করা হয়েছে। এ সমস্ত মাটি শুকিয়ে যাওয়ার পর প্রচুর ধূলাবালির সৃষ্টি হচ্ছে, যা পরিবেশ তও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ।





ছবি : রুজভেল্ট জেটির শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময়

১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ক্রয় পরিকল্পনা Goods-এর ০২টি প্যাকেজে এবং works-এর ১টি প্যাকেজ OTM (NCT) পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান ছিল। works-এর প্যাকেজটি ৫টি লটে OTM (NCT) পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে যার তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

ক্রয়কার্য (Goods) এর নাম	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
বিদ্যমান উন্মুক্ত স্ট্যাক ইয়ার্ড পুন:নির্মাণ	১৪৩৬.৪২	২৪ ডিসেম্বর, ২০১৭	০৩ এপ্রিল, ২০১৮	০২ এপ্রিল, ২০১৯	৩১ মে, ২০১৯
নতুন উন্মুক্ত স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ	৫২৭.০৪		০৩ এপ্রিল, ২০১৮	০২ এপ্রিল, ২০১৯	১৮ এপ্রিল, ২০১৯
আরসিসি বাইপাস রোড নির্মাণ	২২৫.৭৩		২৯ মার্চ, ২০১৮	০২ এপ্রিল, ২০১৯	২৯ ডিসেম্বর, ২০১৮
আরসিসি পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ	৪০.৯২		১৯ মার্চ, ২০১৮	১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৭৬.১৬		১৯ মার্চ, ২০১৮	১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	২৭ মে, ২০১৯

১৭। **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের (Works)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA) চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা যাচাইয়ের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত ছকে নমুনায়ন হিসেবে ১টি প্যাকেজের তথ্য সংগ্রহ করা হয় :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activity)	প্রযোজ্য বিধি মোতাবেক করণীয়	প্রকৃত অবস্থা
১	বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা অনুমোদন হয়েছে কিনা?	বিধি ১৬ (৫),১৬ (৭) অনুযায়ী Hope কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।	Hope কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	বিধি ৯০ (২ক) অনুযায়ী কমপক্ষে ১টি বাংলা, ১ টি ইংরেজী পত্রিকায়	দৈনিক সংবাদ, ঢাকা ট্রিবিউন ২১/১২/২০১৭
৩	সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	বিধি ৯০ (২ঝ)অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য ১.০ কোটির উর্ধ্বে বিধায় CPTU Website-এ প্রকাশযোগ্য।	হয়েছে।
৪	কতটি দরপত্র বিক্রয় হয়েছিল?	-	২১ টি
৫	কত জন দরপত্রে অংশগ্রহণ করেছিল?	-	০২ জন
৬	দরপত্র দাখিলের জন্য কতদিন সময় দেয়া হয়েছে?	বিধি ৬১ (৪) অনুযায়ী কমপক্ষে ২৮ দিন	৩৩ দিন ২৪/১২/২০১৮
৭	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির (টিওসি) সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৭ অনুযায়ী ৩ জন	৩ জন
৮	টিওসিতে টিইসি'র সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৭ অনুযায়ী ১ জন	১ জন
৯	টিইসি'র সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৮ (১) অনুযায়ী কমক্ষে ৫, সর্বাধিক ৭ জন	৭ জন
১০	টিইসি-তে বহিঃস্থ দপ্তরের সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৮ (১) অনুযায়ী ২ জন	২ জন
১১	বৈধ (Responsive) দরপত্রের সংখ্যা কতটি?	-	২ টি
১২	বাতিল বিবেচিত (Non-responsive) দরপত্রের সংখ্যা কতটি?	-	প্রযোজ্য নয়
১৩	দরপত্র গ্রহণের কত দিনের মধ্যে মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে?	বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ৩ সপ্তাহ	২৫ দিন
১৪	মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরাসরি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল কিনা?	-	হয়েছে।
১৫	পিপিআর এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী যথাসময়ে দরপত্র অনুমোদন হয়েছিল কিনা?	বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ২ সপ্তাহের মধ্যে	২ সপ্তাহ
১৬	ক) দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ কতদিন ছিল? খ) দরপত্রের মূল বৈধতার মেয়াদ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে কিনা?	দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী	১২০ দিন হ্যাঁ,
১৭	ক) বৈধতার মেয়াদ বর্ধিত করা হয়েছিলো কিনা? খ) চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ	-	না ০৩/০৪/২০১৮
১৮	মূল বৈধতার মেয়াদ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে না থাকলে তার কারণ কি ছিলো?	-	প্রযোজ্য নয়
১৯	ক) চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পদনের তারিখঃ খ) প্রকৃত সম্পাদনের তারিখঃ	-	০৩/০৪/২০১৯ ৩১/০৫/২০১৯ মালামাল সরানোর

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activity)	প্রযোজ্য বিধি মোতাবেক করণীয়	প্রকৃত অবস্থা
	গ) কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হলে তার কারণ কি? ঘ) বিলম্বের জন্যে জরিমানা (L.D) আরোপ করা হয়েছিলো কিনা? হলে তার বিবরণঃ		জটিলতা থাকায় না

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজটির (works) ক্রয়ে PPR-২০০৮ এর শর্তাবলী সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	জনাব মো: বজলুর রহমান	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	**২০/১২/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৯**

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব :

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জেটিতে মালামাল লোড/আনলোড ধারণ করার সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রতি বছর জেটিতে গড়ে ৩ লক্ষ টন মালামাল হ্যান্ডলিং করা হয়। গত অর্থ বছরে ৪ লক্ষ টন মালামাল হ্যান্ডলিং করা হয়েছে। কার্গো হ্যান্ডলিং সুবিধাদি বৃদ্ধি পাওয়ায় খুলনাসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে খাদ্যশষ্য ও সার পরিবহন সহজ হবে;
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা । গত অর্থ বছরে রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থ বছরের নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত রাজস্ব আয় ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ল্যান্ডিং চার্জ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
  (তথ্য সূত্র : ট্রাফিক বিভাগ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ)।

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
প্রকল্পটির অধীনে বিদ্যমান উন্মুক্ত স্ট্যাক ইয়ার্ড, নতুন উন্মুক্ত স্ট্যাক ইয়ার্ড, সংযোগ সড়ক, পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা এবং সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি পুন:নির্মাণ এর মাধ্যমে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	অধীনে উন্মুক্ত স্ট্যাক ইয়ার্ড, নতুন উন্মুক্ত স্ট্যাক ইয়ার্ড, সংযোগ সড়ক, পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা এবং সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি পুন:নির্মাণ এর মাধ্যমে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির সক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পটির মাধ্যমে রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেদিক থেকে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২২.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে কোন সমস্যা উদ্ভুত হয়নি। প্রকল্প পরিচালকের কর্ম-পরিকল্পনা, দক্ষতা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার তদারকিতে প্রকল্পটি অনুমোদিত বর্ধিত মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে । প্রকল্পের আওতায় ব্যয় সাশ্রয়পূর্বক ৩৩.৭৩ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

২২.২ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর-এর তথ্যে কতিপয় অসংগতি পাওয়া যায় । প্রকল্পের ডিপিপিতে কোন পরামর্শক সেবা অংগ না থাকলেও পিসিআর-এ পরামর্শক সেবার অংগ উল্লেখ রয়েছে।

২৩. **সুপারিশসমূহঃ**

২৩.১ বিদ্যমান রুজভেল্ট জেটির ৭টি পয়েন্টে মালামাল লোড/আনলোড করা হয় এবং এর চাহিদা ক্রমশ: বাড়ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বর্তমানে উক্ত জেটি সংলগ্ন নদী তীর রক্ষাপ্রদ কাজ চলছে। এ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর উত্তরাংশে স্ট্যাক ইয়ার্ডের জায়গা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে;

২৩.২ ভবিষ্যতে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ জেটিতে ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ডের পাশাপাশি ওয়্যার হাউজ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিলে সুদূর প্রসারী ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়;

২৩.৩ নির্মিত কাজের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য রাজস্ব খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা যেতে পারে; এবং

২৩.৪ জেটিতে শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি যেমন - টয়লেট, বিশ্রামাগার ও বিশুদ্ধ খাবার পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Banapole and Burimari Land port (1st Revised) শীর্ষক **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯)

০১. প্রকল্পের নাম : SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Banapole and Burimari Land port (1st Revised)

০২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

০৩. বাস্তবয়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৬৮০৩.৭০ ২৪০৮.০৪ ১৪৩৯৫.৬৬	১৫৬৯০.৩৫ ২৩৮৪.১৮ ১৩৩০৬.১৯	১৫০৭৫.২৬ ২২৬৯.৫৩ ১২৮০৫.৭৩	জুলাই,২০১৩থেকে জুন, ২০১৬	জুলাই,২০১৩ থেকে জুন, ২০১৯	--	জুলাই,২০১৩থেকে জুন, ২০১৯	--	৭১.৪২%

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	যশোর	শার্শা
রংপুর	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** প্রকল্পটি জিওবি এবং এডিবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** (ক) বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থল বন্দরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং
(খ) স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

০৮. **<u>প্রকল্পের পটভূমি :</u>**

৮.১. ভৌগলিক অবস্থার কারণে ট্রান্সপোর্ট ও ট্রান্সশিপমেন্ট কেন্দ্র হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। এছাড়া. নেপাল, ভুটান এবং চীনের কুনমিং সীমান্তের কাছাকাছি থাকায় স্থলপথে আমদানী-রপ্তানীর সুযোগ বিদ্যমান। ২০১০ সালে থিম্পু সম্মেলনে সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং ট্রানজিট বিষয়টি প্রাধান্য পায়। সম্মেলনে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক বানিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি তথা বানিজ্য প্রসারের নিমিত্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহায়তায় বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থল বন্দরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাংলাদেশ স্থল বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

৮০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** প্রকল্পটি গত ২৩/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

- ✦ বেনাপোল বন্দরের টার্মিনালের রিপেভিং কাজ;
- ✦ ট্রান্সশিপমেন্ট শেড নির্মাণ;

- ওয়্যার হাউজ নির্মাণ;
- ড্রেনেজ সিস্টেম মেরামত;
- রাস্তার উন্নয়ন।

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক)	**রাজস্ব ব্যয় :**					
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	থোক	--	--	--	--
২.	সরাসরি নিয়োগকৃত উপসহকারীর বেতন	থোক	--	--	--	--
৩.	সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মচারীদের বেতন	থোক	--	--	--	--
৪.	ভাতা	থোক	--	--	--	--
৫.	সেবা ও সরবরাহ	থোক	--	--	--	--
৬.	ডাকমাশুল	থোক	০.৫০	--	--	--
৭.	টেলিফোন	থোক	১.২৩	--	--	--
৮.	সিএনজি/গ্যাস/ফুয়েল	থোক	--	--	--	--
৯.	পেট্রোল লুব্রিকেন্ট	থোক	--	--	--	--
	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	৫.০০	থোক	০.১৭	থোক
১০.	স্টেশনারি, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	৯.০০	থোক	৫.৭৪	থোক
১১.	বিজ্ঞাপন	থোক	৫.০০	থোক	২.৯২	থোক
১২.	আউটসোর্সিং কর্মচারী (৪ জন)	থোক	--	--	--	থোক
১৩.	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট স্টাডি	জনমাস	১৩৩৯.৫৬	৫৫	১২১৫.৪৯	৫৫
১৪.	টিইসি সদস্যদের সম্মানী ভাতা	থোক	৮.০০	থোক	২.৫১	থোক
১৫.	ইন্টারেস্ট ডিউরিং কনষ্ট্রাকশন	থোক	১১৮.০০	--	--	--
১৬.	গাড়ী ভাড়া	মাসিক	২২.৫	--	০.৩২	--
১৭.	**মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ :**					
ক.	গাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	--	--	--	--	--
খ.	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	৩.০০	থোক	০.১৮৭	থোক
গ.	অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	--	--	--	--	--
	উপ-মোট : (রাজস্ব)		**১৫১১.৮৭**			
(খ)	**মূলধন ব্যয় :**					
১৮.	**কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ**					
ক.	ডেস্কটপ ৪টি, ল্যাপটপ ৫টি ও প্রিন্টার	সংখ্যা	৮.০০	১৩	৫.৭৫	১৩
১৯.	**অফিস ইক্যুইপমেন্ট**					
ক.	ফটোকপিয়ার ৪টি, ফ্যাক্সমেশিন ২টি ও প্রজেক্টর ১টি	সংখ্যা	১০.১০	৭	৩.৮৭	৭
২০.	**পূর্ত কাজ :**					
ক.	রিপেভিং	ব:মি:	৮০৭২.৪৪	১২৭৪০৯	৮০৭২.৪৪	১৩১০০০
খ.	ট্রান্সশিপমেন্ট শেড মেরামত	ব:মি:	১৩৮০.০১	৬৪০৫	১২৭৪.৬৮	৬৩৩০
গ.	ওয়্যার হাউজ উন্নয়ন	ব:মি:	১২৬৬.১৫	৪১১৭	১২২৯.৬৪	৪২৩০
ঘ.	ড্রেনেজ সিস্টেম	রা:মি:	১৯২৯.২৬	৮৬২৩	১৭৬১.৫১	৮৫২৩
ঙ.	বেনাপোল স্থল বন্দরের অভ্যন্তরীণ রাস্তা উন্নয়ন	ব:মি:	১৫১২.৫	১২৯৭৫	১৫০০.০০	১৩৭০৪
	উপ-মোট : (মূলধন)					
	মোট : (ক+খ)					
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	--	--	--	--	--

	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	--	--	--	--	--
	সর্বমোট :		**১৫৬৯০.৩৩**		**১৫০৭৫.২৬**	

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **প্রকল্প পরিদর্শন :** ০৪/০১/২০২০ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বেনাপোল স্থল বন্দরের সহকারী পরিচালক এবং প্রকল্পের সহকারী প্রকোশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

১৫. **পর্যবেক্ষণ :**

১৫.১ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমগুলো বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থল বন্দরে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮০% কাজ বেনাপোল স্থল বন্দরে সম্পাদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ১২৭৪০৯ ব:মি: টার্মিনালের রিপেভিং বাবদ বরাদ্দ ছিল ৮০৭২.৪৪ লক্ষ টাকা। এ খাতের সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা মোট ১৩১০০০ ব:মি: টার্মিনালের কংক্রিটের মাধ্যমে পেভিং করা হয়েছে। এর মধ্যে বুড়িমারী স্থল বন্দরের জন্য ৩৫০০ ব:মি: এবং অবশিষ্ট ১২৭৫০০ ব:মি: বেনাপোল স্থল বন্দরের জন্য। সাধারণ শ্রমিক এবং ট্রাক ড্রাইভারদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, পেভিং হওয়ার পূর্বে বেনাপোল স্থল বন্দরের টার্মিনালের অভ্যন্তরে বর্ষা মৌসুমে মালবাহী ট্রাক কাদায় আটকে যেত এবং শীতকালে টার্মিনালের ভূমিতে ধূলাবালি থাকায় কাজ করা খুবই কষ্ট হতো। বর্তমানে টার্মিনালের ভূমি পেভিং করায় মালবাহী ট্রাক সহজে টার্মিনালে চলাচল করতে পারে এবং মালামাল লোড/আনলোড করতে পারে। এ কাজটি করার ফলে স্থল বন্দরের শ্রমিকদের জন্য টার্মিনালে কাজ করা সহজ, সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী হয়েছে।





ছবি: বেনাপোল স্থল বন্দরের অভ্যন্তরে টার্মিনালের রিপেভিং কাজ

১৫.২ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থল বন্দরের ৪১১৭ ব:মি: আয়তন বিশিষ্ট ওয়্যার হাউজ নির্মাণের লক্ষ্যে ১২৬৬.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। মোট ১২২৯.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১১৫ব:মি: আয়তন বিশিস্ট দুটি ওয়্যার হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়্যার হাউজের মেঝে আরসিসি ঢালাই, দেয়াল ইটের গাঁথুনী এবং ছাদ স্টিল স্ট্রাকচারের ওপর টিনের ছাউনি বিশিষ্ট। ওয়্যার হাউজের অভ্যন্তর হতে মালামাল যাতে ট্রাকে লোড/আনলোড করা যায় সে জন্য ওয়্যার হাউজ দুটিতে এক বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে ওয়্যার হাউজ দুটি পুরোদমে ব্যবহৃত হচ্ছে।





ছবি: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ওয়্যার হাউজ ।



ছবি: ওয়্যার হাউজের অভ্যন্তরে স্তূপীকৃত মালামাল ।

১৫.৩ প্রকল্পের আওতায় ৬৪০৫ ব:মি: আয়তন বিশিষ্ট ট্রান্সশিপমেন্ট শেড নির্মাণ বাবদ ১৩৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। কাঁচা মালামালবাহী ট্রাক যাতে দ্রুত বাংলাদেশ-ভারতে আসা-যাওয়া করতে পারে এবং মালামাল বৃষ্টি পানি দ্বারা ভিজে পঁচে না যায় সে লক্ষ্যে এ ট্রাক শেড নির্মাণ করা হয়েছে। মোট ৪০০০ ব:মি: আয়তন বিশিষ্ট ৪টি ট্রান্সশিপমেন্ট শেড নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় প্রতিটি শেডে ট্রাক অবস্থান করছে।



ছবি : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ট্রান্সশিপমেন্ট শেড

১৫.৪ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থল বন্দরের ৮৬২৩ রা:মি: ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ১৭৬১.৫১ লক্ষ টাকা। তবে ড্রেনের কিছু কিছু স্থানে ময়লা আবর্জনা পরে থাকতে দেখা গেছে। এ ছাড়া, বাল্ক টার্মিনালের মাস্টার ড্রেনের মুখ ময়লা দ্বারা বন্ধ হয়ে আছে।

১৫.৫ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে চার লেন বিশিষ্ট ১২৯৭৫ ব:মি: আয়তনের আরসিসি রাস্তা নির্মাণ। এ রাস্তাটি বেনাপোল স্থল বন্দর হতে ভারতের অভ্যন্তরে ভারত সীমান্তে অবস্থিত মূল বন্দরে যাতায়াতের লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে। মূলত: রাস্তার ভগ্ন অবস্থার কারণে বন্দ এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে ধূলাবালি এবং বর্ষা মৌসুমে কাদা থাকার কারণে যানবাহনের স্বাভাবিক চলাচলে কষ্টসহ দীর্ঘক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হতো। বর্তমানে আরসিসি রাস্তাটি নির্মাণের ফলে মালামালবাহী ট্রাক সহজে ভারতে যাওয়া-আসা করতে পারে। এতে করে যান চলাচলের সুবিধাসহ যানজটের অবসান হয়েছে। তবে রেল লাইনের পাশে নির্মিত রাস্তাটির একাংশে ময়লা আবর্জনা ও কাদামাটি এখনও পড়ে থাকতে দেখা যায়। যদি ময়লা আবর্জনা ও কাদামাটি অপসারণ না করা হয় তবে রাস্তাটির স্থায়ীত্ব দিন দিন কমে যাবে।





প্রকল্পেরআওতায় নির্মিত চারলেন বিশিষ্ট আরসিসি রাস্তা

১৫.৬ প্রকল্পের আওতায় স্থল বন্দরের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক স্টাডি ট্যুরের ব্যবস্থা ছিল। মন্ত্রণালয়, সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'র কর্মকর্তাসহ মোট ২৩ জন ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের বিভিন্ন বন্দর পর্যবেক্ষণের জন্য স্টাডি ট্যুরে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, স্থল বন্দরের ৮০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বেনাপোল স্থল বন্দরের সকল কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে অটোমেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্থল বন্দরের ট্রাফিক বিভাগ হতে জানা যায় যে, বেনাপোল স্থল বন্দরের আমদানী রপ্তানী ক্রমশ: বাড়ছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০.০০ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে।

১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ক্রয় পরিকল্পনা Goods-এর ০১টি প্যাকেজে, works-এর ০২টি প্যাকেজ এবং OTM (ICT) service-এর ক্ষেত্রে ১টি প্যাকেজ QCBS পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান ছিল। works-এর প্রধান প্রধান প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রমের তথ্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্রয়কার্য **(works)** এর নাম	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
প্যাকেজ-১ : বুড়িমারী স্থল বন্দরের	১৩০৪.০০	০১/০৫/২০১৫	৩১/০৭/২০১৭	৩১/১২/২০১৭	৩১/১২/২০১

উন্নয়ন	লক্ষ টাকা				৭
প্যাকেজ-২ : বেনাপোল স্থল বন্দরের উন্নয়ন	১২৭৭৭.০০লক্ষ টাকা	২৯/০৯/২০১৫	২৯/০৬/২০১৬	১৫/০৬/২০১৯	১৫/০৬/২০১৯

১৭. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের (Works)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA) চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা যাচাইয়ের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত ছকে নমুনায়ন হিসেবে ১টি প্যাকেজের তথ্য সংগ্রহ করা হয় :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activity)	প্রযোজ্য বিধি মোতাবেক করণীয়	প্রকৃত অবস্থা
১	বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা অনুমোদন হয়েছে কিনা?	বিধি ১৬ (৫),১৬ (৭) অনুযায়ী Hope কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।	Hope কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	বিধি ৯০ (২ক) অনুযায়ী কমপক্ষে ১টি বাংলা, ১ টি ইংরেজী পত্রিকায়	দ্যা ডেইলি স্টার, দৈনিক ইত্তেফাক ২২/০৯/২০১৫
৩	সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়েছে কিনা?	বিধি ৯০ (২ঝ)অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য ১.০ কোটির উর্ধ্বে বিধায় CPTU Website-এ প্রকাশযোগ্য।	০১/১০/২০১৫
৪	কতটি দরপত্র বিক্রয় হয়েছিল?	-	২২ টি
৫	কত জন দরপত্রে অংশগ্রহণ করেছিল?	-	০৮জন
৬	দরপত্র দাখিলের জন্য কতদিন সময় দেয়া হয়েছে?	বিধি ৬১ (৪) অনুযায়ী কমপক্ষে ২৮ দিন	৫৯ দিন ১৯/১১/২০১৫
৭	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির (টিওসি) সদস্য সংখ্যা কতজন?	বিধি ৭ অনুযায়ী ৩ জন	৩ জন
৮	টিওসিতে টিইসি'র সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৭ অনুযায়ী ১ জন	১ জন
৯	টিইসি'র সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৮ (১) অনুযায়ী কমক্ষে ৫, সর্বাধিক ৭ জন	৭ জন
১০	টিইসি-তে বহিঃস্থ দপ্তরের সদস্য সংখ্যা কত জন?	বিধি ৮ (১) অনুযায়ী ২ জন	২ জন
১১	বৈধ (Responsive) দরপত্রের সংখ্যা কতটি?	-	৪ টি
১২	বাতিল বিবেচিত (Non-responsive) দরপত্রের সংখ্যা কতটি?	-	৪ টি দরদাতা দরপত্রের চাহিদা অনুযায়ী দরপত্র শর্ত পূরণ না করা।
১৩	দরপত্র গ্রহণের কত দিনের মধ্যে মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে?	বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ৩ সপ্তাহ	১২২ দিন ২৩/০৩/২০১৬
১৪	মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরাসরি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল কিনা?	-	CCGP
১৫	পিপিআর এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী যথাসময়ে দরপত্র অনুমোদন হয়েছিল কিনা?	বিধি ৩৬ (৬) অনুযায়ী ২ সপ্তাহের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়
১৬	ক) দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ কতদিন ছিল? খ) দরপত্রের মূল বৈধতার মেয়াদ চুক্তিপত্র	দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী	১২০ দিন না

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activity)	প্রযোজ্য বিধি মোতাবেক করণীয়	প্রকৃত অবস্থা
	স্বাক্ষরিত হয়েছে কিনা?		
১৭	ক) বৈধতার মেয়াদ বর্ধিত করা হয়েছিলো কিনা? খ) চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ	-	হয়েছে ২৯/০৬/২০১৬
১৮	মূল বৈধতার মেয়াদ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে না থাকলে তার কারণ কি ছিলো?	-	মূল্যায়নে দরপত্র যাচাই-বাছাইয়ে বেশী সময় প্রয়োজন হওয়ায়।
১৯	ক) চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পদনের তারিখঃ খ) প্রকৃত সম্পাদনের তারিখঃ গ) কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হলে তার কারণ কি? ঘ) বিলম্বের জন্যে জরিমানা (L.D) আরোপ করা হয়েছিলো কিনা? হলে তার বিবরণঃ	-	ক) ০৮/১০/২০১৮ খ) ১৫/০৬/২০১৯ গ) ভেরিয়েশন থাকায় এবং Scope of work বেড়ে যাওয়ায় ঘ) না

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	এম এম তরিকুল ইসলাম	উপ সচিব পরিচালক অডিট	খন্ডকালীন	**২৩/১০/২০১৩** হতে ২০/১০/২০১৫
২.	মো: হাবিবুর রহমান	যুগ্ম সচিব	খন্ডকালীন	**২১/১/২০১৫** হতে ৩০/০৬/২০১৯

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব :
প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় নিম্নরূপ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে :

- ✦ শ্রমিকদের জন্য কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়েছে;
- ✦ যানজট নিরসন হয়েছে। প্রতিদিনের মালবাহী গাড়ী প্রতিদিনই খালাস হচ্ছে। এতে সময় সাশ্রয় হচ্ছে ;
- ✦ পূর্বে এ বন্দরের ট্যারিফ আদায়ের জন্য ১৬ জন লোক কাজ করতো। বর্তমানে অটোমেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর ডিজিটাল সিস্টেমে বিল প্রণয়ন করা হচ্ছে। এতে কর ফাঁকি হ্রাস পেয়েছে;
- ✦ টার্মিনাল অভ্যন্তরে মালবাহী ট্রাক প্রবেশের পরই এর ওজন এবং টার্মিনালে কতক্ষন সময় অবস্থান করছে তা এখন মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে মনিটরিং করা যাচ্ছে ; এবং
- ✦ বন্দরের কাজকর্মে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আয় তুলনামূলকভাবে বেড়েছে।

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
(ক) বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থল বন্দরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (খ) স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	(ক) প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থল বন্দরের বিভিন্ন টার্মিনালের পেভিং, রাস্তার উন্নয়ন, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড ও পয়;নিষ্কাশন ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে। (খ) স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের স্থল বন্দর পরিচালনা বিষয়ে বৈদেশিক অভিজ্ঞতা অর্জনসহ বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে অটোমেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে কর্মকর্তাদের বন্দর পরিচালনার সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত কার্যক্রম ছিল তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে। স্থল বন্দর পরিচালনার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাদি তৈরী হয়েছে । বন্দরের কাজকর্মে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আয় তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। সেদিক থেকে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২২.১ প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত। কিন্তু প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ২ বছর ৬ মাস অতিরিক্ত সময় ব্যয় হওয়ায় ৭১% Time Over Run হয়েছে। অনুমোদিত মূল সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে উপকারভোগীরা আরও অধিক সুবিধা পেত।

২২.২ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থল বন্দরের ড্রেনেজ ব্যবস্থার মেরামত ও সংস্কার করা হলেও ড্রেনের বিভিন্ন স্থানে ময়লা আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। বাল্ক টার্মিনালের মাস্টার ড্রেনের মুখ ময়লা দ্বারা একপাশ বন্ধ থাকতে দেখা গেছে। অধিকন্তু টার্মিনালের বিভিন্ন স্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্নের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

২২.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৪ লেন বিশিষ্ট রাস্তাটির রেল লাইনের পাশে একাংশে ময়লা আবর্জনা ও কাদামাটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। যদি ময়লা আবর্জনা ও কাদামাটি অপসারণ না করা হয় তবে রাস্তাটির স্থায়ীত্ব দিন দিন কমে যাবে।

২৩. **সুপারিশসমূহঃ**

২৩.১ ভবিষ্যতে ডিপিপিতে সঠিক সময় নির্ধারণপূর্বক প্রকল্পের কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে আরো দায়িত্ববান হতে হবে;

২৩. ২ বেনাপোল স্থল বন্দরের মাস্টার ড্রেন এবং আরসিসি রাস্তার ময়লা আবর্জনা অপসারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা আরও আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন;

২৩.৩ আরসিসি রাস্তা ঘেঁষে যে, সীমানা প্রাচীরটি রয়েছে তা অতি পুরনো । এর মেরামত/সংস্কার/আধুনিক করা যেতে পারে ;

২৩.৪ আমদানী-রপ্তানীকারকদের ট্যারিফ এর সফট ওয়্যার অটোমেশনটি যদি ব্যাংক ও কাস্টমস এর সাথে লিংক করা যায় তবে উপকারভোগীরা আরো উপকৃত হবে;

২৩.৫ বেনাপোল স্থল বন্দরের অভ্যন্তরে শ্রমিকদের জন্য রাজস্ব বাজেট হতে আরো কয়েকটি টয়লেট নির্মাণ করা যেতে পারে ; এবং

২৩.৬ বেনাপোল বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ স্থল বন্দর। স্থল পথে আমদানী-রপ্তানীর সিংহ ভাগ এ বন্দরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বন্দরে আমদানী-রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশ: বাড়ছে। তাই গুরুত্ব বিবেচনায় স্থল বন্দরটিকে আরও আধুনিক করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া যেতে পারে।

তামাবিল স্থল বন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত জুন, ২০১৯)

০১. **প্রকল্পের নাম** : তামাবিল স্থল বন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।

০৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৬৯২৬.২৪ ৬৯২৬.২৪ --	৭২৮৫.৯৮ ৮ ৭২৮৫.৯৮ ৮ --	৭২৮৫.২০ ৭২৮৫.২০ --	জুলাই,২০১৪ থেকে জুন, ২০১৭	জুলাই,২০১৪থেকে জুন, ২০১৯	জুলাই,২০১৪ থেকে জুন, ২০১৯	জুলাই,২০১৪ থেকে জুন, ২০১৯	৩৫৮.৯৬ ৫.১৮%	২ বছর ৬৬.৬৭%

০৫. **প্রকল্প এলাকা :** সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলা।

[

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো-তামাবিল স্থল বন্দরের মাধ্যমে ভারত, ভুটান ও বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানিকৃত দ্রব্য সামগ্রি নিরাপদে সংরক্ষণ ও দ্রব্য-সামগ্রী আনা নেয়ার সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করা।

০৮. **প্রকল্পের পটভূমি :**

৮.১. ভৌগোলিক অবস্থার কারণে দিন দিন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তামাবিল স্থল বন্দরটি সিলেট বিভাগের গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত, যা মূল শহর হতে ৬০ কিলোমিটার দূরে। তামাবিলের অপর পার্শ্বে ভারতের Seven Sisters-এর অন্তর্গত মেঘালয় রাজ্যের ডাউকি শহর অবস্থিত । মেঘালয় রাজ্যটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি এলাকা। এ রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও পাথর পাওয়া যায়। তামাবিল বন্দরটি ২০০১ সালে স্থল বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হলেও এখানে বন্দরের পর্যাপ্ত সুবিধাদি নেই। আমদানিকারকরা পাথর, কয়লা ও অন্যান্য সামগ্রি মেঘালয় হতে আমদানি করে তা বন্দরের আশে-পাশে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে এবং রাস্তার ওপর স্তূপীকৃত করে রাখে। এতে জনগণের চলাচলের অসুবিধাসহ পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। কাজেই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানিকৃত পণ্য সামগ্রির গুদামজাত ও হ্যান্ডলিং সুবিধাদি তৈরির লক্ষ্যে তামাবিল স্থল বন্দরের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** মূল প্রকল্পটি ৬৯২৬.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ বাস্তবায়ন মেয়াদে গত ১৬/০৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে দু-দফা প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ব্যয় ৩৫৯.৭৫ লক্ষ টাকা (৫.১৯%) বৃদ্ধি করে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭২৮৫.৯৮ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২/১১/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :** ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ, ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর, গেট এবং গেট হাউজ নির্মাণ, রিটেইনিং ওয়াল, রোড নির্মাণ , ইয়ার্ড নির্মাণ, ওয়্যার হাউজ নির্মাণ, বিল্ডিং নির্মা, ড্রেন নির্মাণ, ওয়েব্রিজ নির্মাণ (১০০ মে:টন ক্যাপাসিটি), পানি সরবরাহ ব্যবস্থা,বৈদ্যুতিকরণ (জেনারেটরসহ) এবং ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ।

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
০১	**০২**	**০৩**	**০৪**	**০৫**	**০৬**	**০৭**
(ক)	**রাজস্ব ব্যয় :**					
১.	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৬.১৭	থোক	৬.১৭	থোক
২.	অফিস ভাড়া	--	--	--	--	--
৩.	স্টেশনারি	থোক	০.৪৪	থোক	০.৪৪	থোক
৪.	গ্যাস ও ফুয়েল	থোক	৫.৭৫	থোক	৫.৭৫	থোক
৫.	বিজ্ঞাপন	থোক	১.৮৬	থোক	১.৮৬	থোক
৬.	কনসালটেন্সি	থোক	২.১১	থোক	২.১১	থোক
৭.	সম্মানি ভাতা (টিওসি,পিওসি,স্টিয়ারিং কমিটি)	থোক	১.৯২	থোক	১.৯২	থোক
৮.	অন্যান্য	থোক	৩.৮৬	থোক	৩.৮৬	থোক
	উপ-মোট (ক) :	**--**	**২২.১৩**	**--**	**২১.৪৬**	**--**
(খ)	**মূলধন ব্যয় :**					
৯.	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ	একর	১৮২৩.১৯	১২.১৮ একর	১৮২৩.১৯	১২.১৮ একর (১০০%)
১০.	ভূমি উন্নয়ন	ঘ:মি	৫৫৪.৮৫	১৩৩৪২১ ঘ:মি:	৫৫৪.৮৫	১৩৩৪২১ঘ:মি: (১০০%)
১১.	রিটেইনিং ওয়ালসহ সীমানা প্রাচীর এবং গেট ও গেট হাউজ নির্মাণ	রা:মি:	৮৭৮.০০	২৭৪৭ রা:মি:	৮৭৮.০০	২৭৮১ রা:মি: (১০১%)
১২.	রাস্তা নির্মাণ	ব:মি:	৪২৩.৫২	৮১৩৫ ব:মি:	৪২৩.৫২	৯৫৪৬ ব:মি: (১১৭%) বাস্তব কারণে পরিমাণ বৃদ্ধি।
১৩.	ইয়ার্ড র্মিাণ	ব:মি:	২০১৩.০৮	৩৭৬২৯ ব:মি:	২০১৩.০৮	৩৭৬২৯ (১০০%)
১৪.	ওয়্যারহাউজ নির্মাণ	ব:মি:	১৩৯.৪৫	৮৬৪ ব:মি:	১৩৯.৪৫	৮৬৪ ব:মি: (১০০%)
১৫.	বিল্ডিং নির্মাণ	ব:মি:	৬০৮.০০	১৫২২ ব:মি:	৬০৮.০০	১৬৫০ ব:মি: (১১৮%) বাস্তব কারণে পরিমাণ বৃদ্ধি।
১৬.	ড্রেইন নির্মাণ	রা:মি:	৩২৫.৭৫	১৮০০ রা:মি:	৩২৫.৭৫	২০৬৭ রা:মি: (১১৪%) বাস্তব কারণে পরিমাণ বৃদ্ধি।
১৭.	টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণ	সংখ্যা	৬৬.৪৮	৩ টি	৬.৪৮	৩টি (১০০%)
১৮.	ওয়েব্রিজ নির্মাণ (১০০ মে: টন ক্যাপাসিটি)	সংখ্যা	১৩৬.১৭	২টি	১৩৬.১৭	২টি (১০০%)
১৯	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	থোক	১২.১৪	থোক	১২.১৪	থোক

.						
২০.	বৈদ্যুতিকরণ (জেনারেটরসহ)	থোক	১৮০.০০	থোক	১৮০.০০	থোক
২১.	ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ	সংখ্যা	১১.৬১	৩টি	১১.৬১	৩টি (১০০%)
	যানবাহন (জিপ)	সংখ্যা	৭১.২৬	১টি	৭১.২৬	১টি (১০০%)
২২.	ওয়েইং স্কেল	সংখ্যা	৪.৩৩	২টি	৪.৩৩	২টি (১০০%)
২৩.	আসবাবপত্র	থোক	৯.৫৯	থোক	৯.৫৯	থোক
২৪.	কম্পিউটার	সংখ্যা	৩.০০	৩টি	২.৮৮	৩টি (১০০%)
২৫.	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	৩.৩৭	২টি	৩.৩৭	২টি (১০০%)
	উপ-মোট (খ) :	--	**৭২৬৩.৮৫**	--	**৭২৬৩.৭৩**	--
(গ)	**ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি**	--	--	--	--	--
	সর্বমোট : (ক+খ+গ)	--	**৭২৮৫.৯৮**	--	**৭২৮৫.২০**	**১০০%**

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের ফায়ার ফাইটিং ইক্যুইপমেন্ট ও বন্দরে আরবরি কালচারের সংস্থান থাকলেও এ দুটি অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **পর্যবেক্ষণ :**

১৪.১ গত ১৫/১০/২০২০ তারিখ আইএমইডি'র উপ-পরিচালক-১ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে তামাবিল স্থল বন্দরের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।



ছবি: তামাবিল স্থল বন্দর

১৪.২ পরিদর্শনে জানা যায় যে, তামাবিল স্থল বন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি মোতাবেক ১০.২৪ একর ভূমি অধিগ্রহণপূর্বক এর উন্নয়ন করা হয়েছে। বন্দরের নিরাপত্তার জন্য রিটেইনিং ওয়ালসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ বাবদ ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ৮৭৮.০০ লক্ষ টাকা। সীমানা প্রাচীর নির্মাণের সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে । ব্যয়িত অর্থ দ্বারা ২৮৭১ রা:মি: সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার বাস্তবতার কারণে ১২৪ রা:মি: সীমানা প্রাচীর বেশি নির্মাণ করা হয়েছে বলে পরিদর্শনে জানা যায়। পরিদর্শনে লক্ষ্য করা গেছে যে, বন্দরের

নিরাপত্তার জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হলেও বন্দরের অভ্যন্তরে সাধারণ জনগণ অবাধে প্রবেশ করে তাদের চলাচলের রাস্তা হিসেবে ইয়ার্ড ব্যবহার করছে। এতে যে উদ্দেশ্যে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে তা ব্যাহত হয়েছে এবং সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, নব-নির্মিত সীমানা প্রাচীরের পূর্ব দিকের একাংশে দেয়ালে ফাটল দেখা গেছে। নির্মাণ কাজের গুণগত মান যথাযথ না হওয়ায় এমনটি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের আওতায় বন্দরের অভ্যন্তরে গাড়ি চলাচল এবং ডরমিটরি ভবনে যাতায়াতের লক্ষ্যে ৮১৮০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।



ছবি : সীমানা প্রাচীর ও ওয়াচ টাওয়ার

১৪.৩ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে ৩৭৬২৯ ব:মি: আয়তনবিশিষ্ট ইয়ার্ড নির্মাণ। প্রকল্পের ডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ রয়েছে ২০১৩.০০ লক্ষ টাকা। এ খাতের সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মিত ইয়ার্ডটি স্ট্যাক ইয়ার্ড ২৫০২১ ব:মি:,পার্কিং ইয়ার্ড ৯৩০০ ব:মি: ও ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড ৩৩৮০ ব:মি: এ তিনটি ভাগে বিভক্ত। বর্তমানে ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ডটি ব্যবহার করা হলেও অন্য দুটি ইয়ার্ড ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে যে উদ্দেশ্যে ইয়ার্ডগুলি নির্মাণ করা হয়েছে তা ব্যাহত হয়েছে এবং সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের উপকারভোগী স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, ট্যারিফ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তারা স্ট্যাক ইয়ার্ড ব্যবহার করতে পারছেনা। বাধ্য হয়ে তারা বন্দরের আশে-পাশে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে এবং রাস্তার পার্শ্বে আমদানিকৃত পাথর স্তূপীকৃত করে রাখছেন এবং এ স্থানেই পাথর ভাঙ্গছেন। এতে জনসাধারণের চলাচলে অসুবিধাসহ আশে-পাশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।



ছবি: অব্যবহৃত ইয়ার্ড

১৪.৪ প্রকল্পের আওতায় ১৩৯.৪৫ লক্ষ টাকায় ৮৬৮ ব:মি: আয়তন বিশিষ্ট ৪০০ মে: টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে না। পরিদর্শনে লক্ষ্য করা গেছে তামাবিল স্থল বন্দরে ভারত হতে শুধু পাথর ও কয়লা আমদানি হচ্ছে। অন্যান্য পণ্য সামগ্রি আমদানি না হওয়ায় ওয়্যারহাউজটি ব্যবহার করা যাচ্ছেনা। এখানে ওয়্যারহাউজ নির্মাণের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল কি-না প্রকল্পের সম্ভাব্য সমীক্ষা প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করা হয়নি। সমীক্ষা প্রতিবেদনটি মানসম্মত নয়। নির্মিত ওয়্যারহাউজটি ব্যবহারের সম্ভাবনা ক্ষীণ। অপ্রয়োজনে সরকারি অর্থ অপচয় করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।



ছবি : অব্যববহৃত ওয়্যারহাউজ

১৪.৫ তামাবিল স্থল বন্দর উন্নয়নের জন্য ১৬৫০ ব:মি: আয়তন বিশিষ্ট ৩টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৬২ ব:মি: আয়তন বিশিষ্ট ২ তলা অফিস ভবন, ৬০০ ব:মি: আয়তন বিশিষ্ট তিন তলা ডরমিটরি ভবন ও ৩৮৮ ব:মি: আয়তন বিশিষ্ট দোতলা ব্যারাক ভবন। নির্মাণ সামগ্রির বিভিন্ন উপকরণ বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে টেস্ট করা হয়েছে। ডিপিপিতে ভবনসমূহের অভ্যন্তরে ৪৫টি ফায়ার ফাইটিং ইক্যুইপমেন্ট ও ভবনের সন্মুখে বনায়ন বাবদ মোট ৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও পরিদর্শনে ভবনে ফায়ার ফাইটিং ইক্যুইপমেন্ট ও ভনের সন্মুখে বনায়ন লক্ষ্য করা যায়নি। ডরমিটরি ভবনের চারদিকে নির্মিত সীমানা প্রাচীরের উপর যে গ্রিল ব্যবহার করা হয়েছে তা নিরাপত্তার জন্য যতেষ্ট নয় । সীমানা প্রাচীর টপকিয়ে যে কোন ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করতে পারবে ।



ছবি : নব-নির্মিত ডরমিটরি ভবন

১৪.৬ প্রকল্পের আওতায় বন্দরের সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে ৩২৫.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০৬৭ রা:মি: ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সীমানা প্রাচীরের বাহিরে নির্মিত ড্রেনের অভ্যন্তরে কোথাও কোথাও বড় বড় পাথর পড়ে রয়েছে এবং পাথরের আঘাতে অনেক স্থানে ড্রেনের গাঁথুনী ভেঙ্গে গেছে। এছাড়া, বন্দরের অভ্যন্তরে ড্রেনের ওপর ময়লা আবর্জনা স্তুপীকৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। প্রকল্প এলাকাটি অতি বৃষ্টি প্রবণ এলাকা। বৃষ্টির পানি সহজে ড্রেনের মাধ্যমে নিষ্কাশন না হলে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

১৪.৭ প্রকল্পের আওতায় ১০০ মে: টন ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়েজব্রিজ স্কেল স্থাপন করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ১৩৬.১৭ লক্ষ টাকা। পরিদর্শনকালে ওয়েজব্রিজ স্কেলটি সচল রয়েছে কি-না তা যাচাইয়ের নিমিত্ত একটি মাইক্রোবাসের ওজন পরিমাপ করে ৩২৫০ কেজি পাওয়া যায়। ওয়েজব্রিজ স্কেলটি সচল রয়েছে মর্মে পরিদর্শনে লক্ষ্য করা গেছে।

১৪.৮ প্রকল্পের আওতায় ৩টি টয়লেট কমপ্লেক্স, ১০০ কেভিএ জেনারেটরসহ বহি:বিদ্যুতায়ন, ৩টি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ এবং ১টি জিপ ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ডিপিপি অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে। নিয়মানুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার বিধান থাকলেও গাড়িটি পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি। বর্তমানে গাড়িটি বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাল্লা স্থল বন্দর উন্নয়ন” প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্রসমূহ অফিস ভবন, ডরমিটরি ভবন ও ব্যারাক ভবনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৫. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ক্রয় পরিকল্পনা Goods-এর ০৫টি প্যাকেজ RFQ ও DPM পদ্ধতি, works এর ১৩টি প্যাকেজ OTM (ICT) পদ্ধতি, service-এর ক্ষেত্রে ১টি প্যাকেজ SSS পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান ছিল। নিম্নে প্রধান প্রধান পূর্ত কাজের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করা হলো :

ক্রয়কার্য (Goods) এর নাম	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১		২	৩	৪	৫	৬
১. তামাবিল স্থল বন্দরে বাউন্ডারি ওয়াল ও ভূমি উন্নয়ন কাজ (গ্রুপ-বি)	৪৬৩.৯৮	৪৬৩.৯৭	২৫/০২/২০১৫	২৬/০৫/২০১৫	০৫/০৮/২০১৬	০৪/০৮/২০১৬
২. তামাবিল স্থল বন্দরে বাউন্ডারি ওয়াল ও ভূমি উন্নয়ন কাজ (গ্রুপ-এ)	৪৮৯.৬১	৪৮৯.৬১	২৫/০২/২০১৫	১৩/০৫/২০১৫	১৬/১২/২০১৬	১০/১২/২০১৬

৩. তামাবিল স্থল বন্দরে রাস্তা ও প্রি-ফেব্রিকেটেড নির্মাণ সামগ্রি দ্বারা ওয়্যারহাউজ নির্মাণ	৪৯৩.১৫	৪৯৩.১৪	১১/০৫/২০১৬	২৩/০৬/২০১৬	২৩/০৬/২০১৭	২১/০৭/২০১৭
৪.তামাবিল স্থল বন্দরে বাউন্ডারি ওয়াল এবং ইয়ার্ড নির্মাণ	৬৯৯.১৩	৬৯৯.১৩	১১/০৫/২০১৬	২৭/০৬/২০১৬	২৭/০৬/২০১৭	২৫/০৬/২০১৭
৫. তামাবিল স্থল বন্দরে আরসিসি ড্রেন, টয়লেট কমপ্লেক্স, ওয়াটার রিজার্ভার এবং ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ কাজ	৪১৮.৮০	৪১৮.৮০	১১/০৫/২০১৬	২৫/০৯/২০১৬	০৭/১০/২০১৭	০৫/১০/২০১৭
৬.তামাবিল স্থল বন্দরে সিসি ইয়ার্ড নির্মাণ	৭৭০.৮৭	৭৭০.৮৭	১১/০৫/২০১৬	২৫/০৯/২০১৬	২২/১০/২০১৭	১০/০৯/২০১৭
৭.তামাবিল স্থল বন্দরে অফিস এবং ব্যারাক ভবন নির্মাণ	৩২৭.৪৪	২৮৬.৬৭	২৬/০২/২০১৭	০৯/০৭/২০১৭	১২/০১/২০১৯	২০/০৮/২০১৮
৮.তামাবিল স্থল বন্দরে ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ (গ্রুপ-এ)	৪৪৮.৫৮	৪৪৮.৫৮	৩১/০৭/২০১৭	২৭/০৯/২০১৭	২৯/০৬/২০১৮	২০/০৫/২০১৮
৯.তামাবিল স্থল বন্দরে ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ (গ্রুপ-বি)	৩৮৯.৯৫	৩৮৯.৯৫	৩১/০৭/২০১৭	২৭/০৯/২০১৭	২৯/০৬/২০১৮	২০/০৫/২০১৮

১৬. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদি :** প্রকল্পের (Works)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA) চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা যাচাইয়ের নিমিত্ত নমুনায়ন হিসেবে ২টি পূর্ত কাজের প্যাকেজ ও ১টি সেবা কাজের প্যাকেজের তথ্য পর্যালোচনা (Review) করা হয়। পূর্ত কাজের প্যাকেজ ২টি e-Gp-এর মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা অনুমোদন, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইট প্রকাশ, দরপত্র উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে সেবা প্যাকেজটি ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্যাকেজটির চুক্তিমূল্য রয়েছে ১.৯০ লক্ষ টাকা কিন্তু পিসিআর-এ এর ব্যয় দেখানো হয়েছে ২.১১ লক্ষ টাকা যা চুক্তিমূল্য অপেক্ষা ২১.০০ হাজার টাকা বেশী।

১৭. **অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি :** প্রকল্পটির এক্সটারনাল অডিট হয়নি, তবে ইন্টারনাল অডিট সম্পাদন করা হয়েছে। ইন্টারনাল অডিটে কোন অডিট আপত্তি পাওয়া যায়নি। পরিদর্শনে এক্সটারনাল অডিটের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, অন্যান্য বছর প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর নিয়মিত এক্সটারনাল অডিট সম্পাদন করা হলেও এ বছর কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা অডিট করার জন্য প্রকল্প দপ্তরে আসছেন না। যার কারণে এক্সটারনাল অডিট সম্পাদন করা যায়নি।

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (অতিরিক্ত/মূল)
জনাব খন্দকার আবু মনসুর আহমেদ	বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০১/০১/২০১৫ হতে ০৪/০৮/২০১৫	অতিরিক্ত
জনাব গাজী মো: আলী আকবর	বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ যুগ্ম-সচিব	০৫/০৮/২০১৫ হতে ০৪/১০/২০১৭	অতিরিক্ত
জনাব আনিছ আহমদ, এনডিসি	বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ যুগ্ম-সচিব	১৯/১১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৯	অতিরিক্ত

১৯. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল- তামাবিল স্থল বন্দরের মাধ্যমে ভারত, ভুটান ও বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানিকৃত দ্রব্য সামগ্রি নিরাপদে সংরক্ষণ ও দ্রব্য-সামগ্রি আনা নেয়ার সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করা।	তামাবিল স্থল বন্দরের মাধ্যমে ভারত, ভুটান ও বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানিকৃত দ্রব্য সামগ্রি নিরাপদে সংরক্ষণ ও দ্রব্য-সামগ্রি আনা নেয়ার সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাস্তাঘাট, ওয়্যারহাউজ, ইয়ার্ড নির্মাণ ইত্যাদি অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হলেও কতিপয় অবকাঠামো ব্যবহার না হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়নি।

২০. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল-তামাবিল স্থল বন্দরে আমদানি-রপ্তানিকৃত দ্রব্য সামগ্রি নিরাপদে সংরক্ষণ ও দ্রব্য-সামগ্রি আনা নেয়ার সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন করা। এ ক্ষেত্রে অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হলেও এগুলো পুরোপুরি ব্যবহার হচ্ছেনা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্ট্যাক ইয়ার্ড ও ওয়্যারহাউজ বন্দর ব্যবহারকারী কর্তৃক অদ্যাবধি ব্যবহার করা যাচ্ছেনা। সেদিক থেকে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে আংশিক অর্জিত হয়েছে মর্মে বলা যায়।

২১. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২১.১ পরিদর্শনে লক্ষ্য করা গেছে যে, বন্দরের নিরাপত্তার জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হলেও বন্দরের অভ্যন্তরে সাধারণ জনগণ অবাধে প্রবেশ করে তাদের চলাচলের রাস্তা হিসেবে ইয়ার্ড ব্যবহার করছে। এতে যে উদ্দেশ্যে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে তা ব্যাহত হয়েছে এবং সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে মর্মে বলা যেতে পারে। এছাড়া, নব-নির্মিত সীমানা প্রাচীরের পূর্ব দিকের একাংশের দেয়ালে ফাটল ধরতে দেখা গেছে। নির্মাণ কাজের গুণগত মান যথাযথ না হওয়ায় এমনটি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ-১৪.২)।

২১.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ডটি ব্যবহার করা হলেও অন্য দুটি ইয়ার্ড ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে যে উদ্দেশ্য ইয়ার্ডগুলি নির্মাণ করা হয়েছে তা ব্যাহত হচ্ছে এবং সরকারি অর্থের অপচয় ঘটেছে মর্মে বলা যায়। প্রকল্পের উপকারভোগী স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, ট্যারিফ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তারা স্ট্যাক ইয়ার্ড ব্যবহার করতে পারছেনা। বাধ্য হয়ে তারা বন্দরের আশে-পাশে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে এবং রাস্তার পার্শ্বে আমদানিকৃত পাথর স্তূপীকৃত করে রাখছেন এবং এ স্থানেই পাথর ভাঙ্গাছেন। এতে রাস্তায় চলাফেরার অসুবিধাসহ আশে-পাশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। তামাবিল স্থল বন্দরে সংরক্ষণযোগ্য পণ্য সামগ্রি আমদানি ও রপ্তানী না হওয়ায় ওয়্যারহাউজটি বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছেনা। এ ক্ষেত্রেও সরকারি অর্থের অপচয় ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ-১৪.৩ ও ১৪.৪)।

২১.৩ ডিপিপিতে ভবনসমূহের অভ্যন্তরে ৪৫টি ফায়ার ফাইটিং ইক্যুইপমেন্ট ও ভবনের সন্মুখে বনায়ন বাবদ মোট ৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও পরিদর্শনে ভবনের অভ্যন্তরে ফায়ার ফাইটিং ইক্যুইপমেন্ট ও ভবনের সন্মুখে বনায়ন লক্ষ্য করা যায়নি (অনুচ্ছেদ-১৪.৫)।

২১.৪ সীমানা প্রাচীরের বাহিরে নির্মিত ড্রেনের অভ্যন্তরে কোথাও কোথাও বড় বড় পাথর পড়ে রয়েছে এবং পাথরের আঘাতে অনেক স্থানে ড্রেনের গাঁথুনী ভেঙ্গে গেছে। এছাড়া, বন্দরের অভ্যন্তরে ড্রেনের ওপর ময়লা আবর্জনা স্তুপীকৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। প্রকল্প এলাকাটি অতি বৃষ্টি প্রবণ এলাকা। বৃষ্টির পানি সহজে ড্রেনের মাধ্যমে নিষ্কাশন না হলে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (অনুচ্ছেদ-১৪.৬)।

২১.৫ নিয়মানুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার বিধান থাকলেও গাড়িটি পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি। বর্তমানে গাড়িটি বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাল্লা স্থল বন্দর উন্নয়ন" প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়। পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকল্পের সেবা ক্রয় প্যাকেজটির চুক্তিমূল্য রয়েছে ১.৯০ লক্ষ টাকা কিন্তু পিসিআর-এ এর ব্যয় দেখানো হয়েছে ২.১১ লক্ষ টাকা যা চুক্তিমূল্য অপেক্ষা ২১.০০ হাজার টাকা বেশী (অনুচ্ছেদ-১৪.৮ ও ১৬)।

২১.৬ প্রকল্প এলাকা তামাবিল স্থল বন্দরে জনবলের বিশেষ করে সহায়ক জনবলের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আউটসোর্সিং করে কিছু ৪র্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগ করা হলেও বন্দর পরিচালনার জন্য তা যথেষ্ট নয়।

২১.৭ বিদ্যুতায়নসহ কয়েকটি অঙ্গো থোক হিসেবে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অথচ এ অঙ্গো জেনারেটরের একক মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন ছিলনা।

২২. **সুপারিশসমূহঃ**

২২.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সীমানা প্রাচীরে ফাটল ধরার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক এর মেরামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে গত জুন, ২০১৯-এ। এক্ষণে এর নির্মাণ কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি কোনভাবেই কাম্য হতে পারেনা। এ বিষয়ে কারো গাফিলতি রয়েছে কি-না তা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক খতিয়ে দেখা আবশ্যক। বন্দরের অভ্যন্তরে সাধারণ জনগণ যাতে অবাধে বিচরণ না করতে পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে । কোটি টাকার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা সত্ত্বেও জনগণ বন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের চলাচলের রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক;

২২.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত তামাবিল স্থল বন্দরের ইয়ার্ডগুলি যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত জরুরি নতুবা প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যাহত হবে এবং সরকারি অর্থের অপচয় ঘটবে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনাপূর্বক ট্যারিফ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসণ করা যেতে পারে;

২২.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বন্দরের ভবনসমূহের অভ্যন্তরে ফায়ার ফাইটিং ইক্যুইপমেন্ট ও ভবনের সন্মুখে বনায়ন না করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। প্রকল্প শেষ হলেও এর কাজ অসমাপ্ত রাখা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার দক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়;

২২.৪ নির্মিত ওয়্যারহাউজটির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে;

২২.৫ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেনসমূহ পয়:নিষ্কাশন করা অতি জরুরি। ড্রেনসমূহ যাতে ময়লা আবর্জনা দ্বারা স্তূপীকৃত না হয় সে ব্যাপারে বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আমদানিকারকরা যাতে অবাধে ড্রেনের ওপর পাথর না রাখতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনে দেয়ালে কিছুদূর পর পর সতর্ক বার্তা সরবরাহ করা যেতে পারে;

২২.৬ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর নিয়মানুযায়ী জিপ গাড়িটি সরকারি পরিবহন পুলে ফেরত দেয়ার বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

২২.৭ সমাপ্ত প্রকল্পের ওপর এক্সটারনাল অডিট সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২২.৮ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিকরণ (জেনারেটরসহ) এবং আসবাবপত্র অঙ্গের ব্যয় থোক রাখা সমীচীন হয়নি, ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এ প্রবণতা পরিহার করতে হবে;

২২.৯ তামাবিল স্থল বন্দরে সহায়ক জনবল সরবরাহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে ; এবং

২২.১০ উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

০৬টি নতুন জাহাজ ক্রয় (প্রতিটি প্রায় ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার ও ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার) শীর্ষক **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯)

০১. প্রকল্পের নাম : ০৬টি নতুন জাহাজ ক্রয় (প্রতিটি প্রায় ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার ও ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার)

০২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

০৩. বাস্তবয়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল				অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ) নিজস্ব অর্থ	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ) নিজস্ব অর্থ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৮৪৩৫৮.০১ -- (১৪৪৮৩২.৫০) ৩৯৫২৫.৫১	১৬৩৭১৫.১৫ -- (১৫২৭৬৬.০০) ১০৯৪৯.১৫	১৫১৯৪৯.৫৬ -- (১৫০০৫৩.০০) ১৮৯৬.৫৬	জুলাই,২০১৫ থেকে জুন,২০১৮	জুলাই,২০১৫ থেকে জুন, ২০১৯	--	জুলাই,২০১৫থেকে জুন, ২০১৯	--	১ বছর (৩৩%)

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম বন্দর

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** প্রকল্পটি চীনা এক্সিম ব্যাংক এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- বিএসসি'র বর্তমান জাহাজ বহরে জাহাজের সংখ্যা এবং পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- বানিজ্যিক চাহিদা পূরণ এবং বিএসসিকে অধিকতর লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা;
- দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সহায়তা প্রদান;
- দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সহায়তা প্রদান;
- দেশের শিপিং সেক্টরে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন সাধন; এবং
- শিপিং সেক্টরে অধিকতর কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ ।

০৮. **<u>প্রকল্পের পটভূমি :</u>**

৮.১. আশির দশকের শুরুতে বিএসসি'র বহরে ২৬টি জাহাজ বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে বিএসসি'র বহরে ৮টি জাহাজ রয়েছে। এদের গড় বয়স ২৮ বছরের বেশী হওয়ায় এসব জাহাজের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। অত্যাধিক পুরাতন ও অতীত মডেলের এসব জাহাজ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা যথা-Port State Control (PSC)International Safe Management (ISM) ও International Maritime Organization (IMO) ইত্যাদি কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন কঠোর বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এর ফলে প্রতিনিয়ত বিএসসি'র বানিজ্যিক পরিধি ভয়াবহভাবে সংকুচিত

হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায়, আন্তর্জাতিক শিপিং ট্রেডে অস্তিত্ব রক্ষায় বিএসসি'র বহরকে আধুনিক জাহাজ দিয়ে সজ্জিতকরণ প্রয়োজন।

৮.২ বর্তমানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ টন রিফাইন্ড প্রোডাক্ট যথা-ডিজেল, কেরোসিন, জেট ফুয়েল, পেট্রোল ইত্যাদি মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কুয়েত ও অন্যান্য তেল রপ্তানীকারক দেশ থেকে সি এন্ড এফ ভিত্তিতে আমদানী করে। এজন্য উপযোগী প্রোডাক্ট ক্যারিয়ার ক্রয় করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে ৪০০-৫০০ লক্ষ মেট্রিক টন বাল্ক কার্গো প্রতি বছর আমদানী করা হয়। এর মধ্যে খাদ্যশস্য, সুগার, সিমেন্ট, ক্লিংকার, সার ইত্যাদি স্থায়ী আমদানী পণ্য হিসেবে বিবেচিত। প্রসংগত: উল্লেখ্য, সম্প্রতি সরকার বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এজন্য প্রচুর পরিমাণে কয়লা বিদেশ থেকে আমদানী করা প্রয়োজন হবে। বিএসসি জাতীয় পতাকাবাহী সরকারী সংস্থা হিসেবে বিদেশ থেকে কয়লা পরিবহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ জন্য উপযুক্ত বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ ক্রয় করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** মূল প্রকল্পটি ১৮৪৩৫৮.০১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ০৭/০৭/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারে পরিবর্তন, নতুন অঙ্গ সংযোজন ও অর্থনৈতিক কোড সংশোধন এবং মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পটি ১৬৩৭১৫.১৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ২৩/০৯/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

- ✦ বিএসসি কর্তৃক চীনে তদারকি টিম নিয়োগ;
- ✦ প্রতিটি ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন প্রোডাক্ট ওয়েল ট্যাংকার ক্রয়; এবং
- ✦ প্রতিটি ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার ক্রয় ।

১১. **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :**

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	
(ক)	**রাজস্ব ব্যয় :**					
০১	ব্যাংক চার্জ	সংখ্যা	৪৫০.০০	৬টি	২৭৮.৭৮	৬টি (১০০%)
০২	বাংলাদেশে জাহাজ সমূহের নিবন্ধন ফি	সংখ্যা	১৬৭.৭৭	৬টি	১৭.৩১	৬টি (১০০%)
০৩	বিএসসি কর্তৃক চীনে তদারকি টিম নিয়োগ	সংখ্যা	১৮০৮.০৮	৬টি	৯৮৩.৫৫	৬টি (১০০%
০৪	জাহাজ নির্মাণকালীন সময়ে ক্রেতার প্রতিনিধির পরিদর্শন সংক্রান্ত ব্যয়	সংখ্যা	২৬৫.০০	৬টি	১০১.৫১	৬টি (১০০%
০৫	জাহাজ সরবরাহের পূর্বে লজিস্টিকসহ অন্যান্য ব্যয়	সংখ্যা	৪৭১.০০	৬টি	৪১৪.০৬	৬টি (১০০%
০৬	সম্মানী	থোক	৫.০০	থোক	২.১৮	থোক
০৭	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৪০.০০	থোক	২১.২৫	থোক
০৮	জ্বালানী ব্যয়	থোক	৯.০০	থোক	৩.১৩	থোক
০৯	সীল, স্ট্যাম্প ও স্টেশনারি	থোক	৫.০০	থোক	০.১৫	থোক
১০	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	৫.০০	থোক	৩.১৫	থোক
	উপ-মোট (রাজস্ব) :	--	**৩২২৫.৮৫**		**১৮২৫.০৭**	
(খ)	**মূলধন ব্যয় :**					
১১	প্রতিটি ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি	সংখ্যা	৮৯৯২০.৮০	৩টি	৮৮৪৭২.৮০	৩টি

	নতুন প্রোডাক্ট ওয়েল ট্যাংকার					(১০০%
১২	প্রতিটি ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার	সংখ্যা	৬২৮৪৫.২০	৩টি	৬১৫৮০.২০	৩টি (১০০%
১৩	ট্যাক্স ও ভ্যাট	সংখ্যা	৭৬৩৮.৩০	৬টি	০.০০	--
১৪	যানবাহন ক্রয় (জিপ-১টি)	সংখ্যা	৮৫.০০	১টি	৭১.৪৯	১টি (১০০%
	সর্ব মোট :	**--**	**১৬৩৭১৫.১৫**	**--**	**১৫১৯৪৯.৫৬**	**--**

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **প্রকল্প পরিদর্শন :** গত ২৪/০২/২০২০ তারিখে আইএমইডি'র সেক্টর-৮ এর পরিচালক মো: মাহবুবুর রহমান ও উপ-পরিচালক মুহাম্মদ মোস্তফা হাসান কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন-এর নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি) ও প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

১৫. **পর্যবেক্ষণ :**

১৫.১ প্রকল্পের প্রধান অংগ হচ্ছে ০৬টি নতুন জাহাজ (প্রতিটি প্রায় ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার ও ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার) ক্রয় । জাহাজগুলো চীন সরকারের আর্থিক ঋণ সহায়তায় চীনে নির্মিত হচ্ছে । ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজের নামকরণ করা হয়েছে বাংলার জয়যাত্রা , বাংলার সমৃদ্ধি ও বাংলার অর্জন । অন্যদিকে ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার জাহাজের নামকরণ করা হয়েছে বাংলার অগ্রযাত্রা,বাংলার অগ্রগতি ও বাংলার অগ্রদূত । পরিদর্শনে জানা যায় যে, সবগুলো জাহাজের ডেলিভারি হয়েছে এবং সবকটি জাহাজই বর্তমানে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া, জাহাজগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়েছে। বিএসসি কর্তৃক জাহাজগুলো তদারকি তথা Buyer's Supervision Team হিসেবে জার্মানীর Germanischer LIoyds Industrial Services GmbH (DNV GL) প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ১৬ জন সার্ভেয়ারস প্রকল্প সাইটে জাহাজ নির্মাণের কাজ তদারকি করেছে। এছাড়া, জাহাজগুলোর Protocol of Delivery and Acceptance, Protocol of Sea Trials of the Vessel, Protocol of Inventory, Protocol of Stores of Consumable Nature, Protocol of Finished Draining Plans & Instruction Books, Protocol of Deadweight and Inclining Experiment, Protocol of All Certificates to be Furnished Upon Delivery of the Vessel, Declaration of Warranty, Commercial Invoice, Bill of Sale এবং Builder's Certificates-এর দলিল পত্রাদি রয়েছে মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়।

১৫.২ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত ৬টি জাহাজের মধ্যে ৪টি জাহাজ টাইম চার্টারে দেয়া হয়েছে। ১টি জাহাজ টাইম চার্টারে দেয়ার কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং ১টি জাহাজ বিএসসি'র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজের মধ্যে ১টি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ 'বাংলার জয়যাত্রা' গত ২১/০২/২০২০ হতে ২৮/০২/২০২০ পর্যন্ত সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থান করছিল। নমুনায়ন হিসেবে উক্ত জাহাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। ডিপিপি মোতাবেক জাহাজটির স্পেসিফিকেশন নিম্নরূপ :

(ক) হাল :

- Length Overall - abt .180 m;
- Breadth moulded - 32 m;
- Depth moulded - 15 m;
- Design Draft - 9 m;
- Deadweight - not less than 38800 M.Ton.

(খ) প্রপেলিং মেশিনারিজ :

- Main Engine- MAN 6S50MC-C Mark8.2.

(গ) Speed-Not Less than 14 Knots

১৫.৩ Builder's Certificate এবং International Classification Society LR কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্রে দেখা যায় যে, নির্মিত জাহাজটির দৈর্ঘ্য ১৭৯.৯৫ মিটার, প্রস্থ ৩২ মিটার ড্রাফট ১০.৫ মিটার, ডেডওয়েট ৩৮৮৯৪ মে: টন, মেইন ইঞ্জিন MAN 6S50MC-C Mark8.2 এবং স্পিড যথাযথ ও সঠিক রয়েছে। নির্মিত জাহাজটির Keel Laying করা হয়েছে ২১/১২/২০১৫ তারিখে, Launching করা হয়েছে ২৪/০৪/২০১৮ তারিখে এবং ডেলিভারি প্রদান করা হয়েছে ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে।

১৫.৪ প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিএসসিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, ৬টি জাহাজের মাধ্যমে গত অর্থ বছরে ১৮৮৮৯.৩৩ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে, যা সংস্থাটির আয় বর্ধনের পাশাপাশি শিপিং ও মেরিটাইম সেক্টরে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।



ছবি : প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহ



ছবি : জাহাজ পরিদর্শনের লক্ষ্যে সমুদ্র পথে যাত্রা



ছবি : জাহাজের পিছনের অংশ



ছবি : প্রকল্পের আওতায় সরবাহকৃত জাহাজ বাংলার জয়যাত্রা

	
ছবি : জাহাজের ইঞ্জিন রুম	ছবি : জাহাজের উপরের ডেকের একাংশ
	
ছবি : জাহাজের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময়	ছবি : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্মারক

6১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনায় Goods-এর ০২টি প্যাকেজ-এর মধ্যে ০১টি OTM পদ্ধতি এবং অন্যটি DPM পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। এছাড়া, service-এর ক্ষেত্রে ১টি প্যাকেজ QCBS পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের প্রধান প্যাকেজ Goods-এর ক্রয় কার্যক্রমের তথ্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্রয়কার্য **(works)** এর নাম	ডিপিপি অনুযায়ী চুক্তিমূল্য	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্যাকেজ-১ ৬টি নতুন জাহাজ (প্রতিটি ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন প্রোডাক্ট ওয়েল ট্যাংকার ও প্রতিটি ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার) সরবরাহ।	জিওবি- ১৫২৭৬৬.০০ লক্ষ টাকা (১৮৪.৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার)	১৫০০৫৩.০০ লক্ষ টাকা (১৮৪.৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার)	DPM G to G basis ১৯/০২/২০১৩	২৮/১১/২০১৬	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯

১৭. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের (Goods)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান

(NOA) চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়।

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	মো : সাইদ উল্লাহ	নির্বাহী পরিচালক (টেকনিক্যাল)	খন্ডকালীন	**২৩/০৩/২০১৬** হতে ১১/০৪/২০১৮
২.	মোহাম্মদ ইউসুফ	নির্বাহী পরিচালক (টেকনিক্যাল)	খন্ডকালীন	**১২/০৪/২০১৮** হতে ৩০/০৬/২০১৯

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব :
প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় নিম্নরূপ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে :

- ✦ বিএসসি'র বহরে নতুন ৬টি জাহাজ সংযুক্ত হয়েছে । বর্তমানে শিপিং কর্পোরেশন-এর কার্গো ধারণ ক্ষমতা দাড়িয়েছে ২৩৪০০০ মে:টন ;
- ✦ প্রকল্পটির মাধ্যমে বিএসসি'র আয় বর্ধন তথা লাভজনক প্রতিষ্ঠানের সুযোগ তৈরী হয়েছে ;
- ✦ প্রকল্পটির মাধ্যমে শিপিং সেক্টর এবং সমুদ্র পথে ৪০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
(ক) বিএসসি'র বর্তমান জাহাজ বহরে জাহাজের সংখ্যা এবং পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; (খ) বানিজ্যিক চাহিদা পূরণ এবং বিএসসিকে অধিকতর লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা; (গ) দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সহায়তা প্রদান; (ঘ) দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সহায়তা প্রদান; (ঙ) দেশের শিপিং সেক্টরে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন সাধন; এবং (চ) শিপিং সেক্টরে অধিকতর কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ	(ক) বিএসসি'র বহরে নতুন ৬টি জাহাজ সংযুক্ত হয়েছে এবং কার্গো ধারণ ক্ষমতা ২৩৪০০০ মে:টনে উন্নীত হয়েছে। (খ) প্রকল্পটির মাধ্যমে বিএসসি'র আয় বর্ধন তথা লাভজনক প্রতিষ্ঠানের সুযোগ তৈরী হয়েছে ; (গ) প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত ৩টি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকারের মাধ্যমে জ্বালানী তেল আমদানি করা যাবে যা দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে; (ঘ) প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ারের মাধ্যমে খাদ্য শষ্য, সুগার, সিমেন্ট, ক্লিংকার, সার আমদানি করা যাবে যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে; (ঙ) ৬টি বৃহৎ আকারের জাহাজ সরবরাহের মাধ্যমে দেশের শিপিং সেক্টরে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি পেয়েছে ; এবং (চ) প্রকল্পটির মাধ্যমে শিপিং সেক্টর এবং সমুদ্র পথে ৪০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ছিল ৩টি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার এবং ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার মোট ৬টি নতুন জাহাজ সরবরাহ করা । ৬টি জাহাজই সরবরাহ করা হয়েছে এবং সরবরাহকৃত জাহাজগুলো বিভিন্ন সমুদ্র পথে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেদিক থেকে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২২.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। প্রকল্প পরিচালকের দক্ষতা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতায় প্রকল্পটি অনুমোদিত মেয়াদকালের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৬৩৭১৫.১৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৫১৯৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির বাস্তবায়নে মোট ১১৭৬৫.৫৯ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

২৩. **সুপারিশসমূহঃ**

২৩.১ প্রকল্পটির মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী সংস্থার আয় বর্ধনের সুযোগ তৈরী হয়েছে। চীনের সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে ঋণ গ্রহণপূর্বক জাহাজসমূহ ক্রয় করা হয়। ভবিষ্যতে এ ধরণের ঋণ চুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন-এর অনুকূলে আরও নমনীয় ঋণ গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে ;

২৩. ২ বাস্তবায়িত প্রকল্পটির আওতায় কোন ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যেহেতু প্রকল্পটির কার্যক্রম মূলত টেকনিক্যাল ধর্মী তাই ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প হাতে নেয়া হলে ডিপিপিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে ;

২৩.৩ ক্রয়কৃত জাহাজগুলোকে আরও দক্ষভাবে বানিজ্যিক কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন-এর সক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে ; এবং

২৩.৪ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে ।

Construction of CPA Hospital Complex in place of Existing Hospital (2nd Revised)

শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন ২০১৯ **)**

১।	**প্রকল্পের নাম**	:	Construction of CPA Hospital Complex in place of Existing Hospital (2nd Revised)
২।	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৩।	**প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়**	:	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
৪।	**প্রকল্প এলাকা**	:	চট্টগ্রাম

৫। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	**:**	**মোট**	**টাকা**	**প্রকল্প সাহায্য**	**ব্যয় বৃদ্ধির (%)**
৫.১) মূল	:	৪২৯৮.০০	৪২৯৮.০০	-	-
৫.২) ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	:	৪৫৮১.৫২	৪৫৮১.৫২	-	৬.৫৯৬%
৫.৩) ২য় সংশোধিত অনুমোদিত	:	৫০৬২.৭২	৫০৬২.৭২	-	১৭.৭৯%
৫.৪) প্রকৃত ব্যয়	:	৫০৫১.৭২	৫০৫১.৭২	-	**১৭.৫৪%**

৬। বাস্তবায়নকাল	**:**	**আরম্ভ**	**সমাপ্তি**
৬.১) মূল অনুমোদিত	:	ডিসেম্বর ২০১২	জুন ২০১৫
৬.২) ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	:	ডিসেম্বর ২০১২	ডিসেম্বর ২০১৭
৬.৩) ২য় সংশোধিত অনুমোদিত	:	ডিসেম্বর ২০১২	জুন ২০১৯

৭। প্রকল্প অর্থায়ন : চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে নিজস্ব অর্থায়ন

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৮.১ প্রকল্পের পটভূমি:

বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি হ'ল দেশের সকল মানুষকে মৌলিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সরবরাহ করা। জনগণের প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে যে "স্বাস্থ্য প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য অধিকার হ'ল মানব বিকাশের মৌলিক অধিকার। সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে পুষ্টি স্তর এবং জনস্বাস্থ্যের বিকাশ রাষ্ট্রের এক প্রাথমিক দায়িত্ব এবং নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার।

বাংলাদেশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লুএইচও) আলমা আতা ঘোষণার স্বাক্ষরকারী, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ধারা -২ ((১), অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক আহ্বায়ক ধারা -১২, সম্মেলন উপর চাইল্ড সেকশন -৪৪ এর অধিকার, নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন -১২। উপরোক্ত বিবৃতি ও সম্মেলনের স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা বিকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লুএইচও) Alma Ata ঘোষণার স্বাক্ষরকারী, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ধারা -২ ((১), অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক আহ্বায়ক ধারা -১২, সম্মেলন চাইল্ড সেকশন -৪৪ এর অধিকার, নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন -১২। উপরোক্ত বিবৃতি ও সম্মেলনের স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা বিকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পটভূমিতে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ) প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং উন্নতি করছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (সিপিএ) অধীনে বিভিন্ন সক্ষমতা / শাখায় প্রায় ৮০০০ কর্মচারী কাজ করছেন। উন্নত পারফরম্যান্সের জন্য মানব অবস্থার উন্নতি সিপিএর অন্যতম প্রতিশ্রুতি। সুতরাং, চাকরিতে নিযুক্ত কর্মচারী এবং তাদের নির্ভরশীলদের সাথে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা সেবা প্রদান করা হয়। তদুপরি, সিপিএ হ'ল বন্দরে কলকারী জাহাজগুলির ক্রু / নাবিকদের স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি প্রসারিত করা।

১৯৮৪ এর আগে সিপিএ হাসপাতালে ৫০ টি শয্যা থাকার ব্যবস্থা ছিল যখন প্রায় ৬০-৮০ গৃহের রোগী এবং ১০০ জন বহিরাগত রোগী প্রতিদিন চিকিৎসা করছিলেন। পরবর্তীকালে, চিকিৎসার জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে হাসপাতালের সক্ষমতাটি ১০০ টি শয্যা পর্যন্ত ব্যয় করতে হয়েছিল। এর সাহায্যে ১১৫ জন রোগীকে অনাবৃত চিকিৎসার জন্য একসাথে অতিরিক্ত অতিরিক্ত শয্যা দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে, প্রায় ৫০০-৬০০ বহিরঙ্গন রোগীরা প্রতিদিন চিকিৎসার জন্য যান যেখানে প্রয়োজনীয়তা এখন পর্যন্ত উপলব্ধ সম্ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি। আবাসন এবং সম্পর্কিত সুবিধার জন্য ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে, বিদ্যমান বন্দর হাসপাতালটি বাড়ানো দরকার। তবে হাসপাতালের বিদ্যমান কাঠামোর শর্তটি প্রয়োজন অনুযায়ী প্রসারিত পরিবর্তন করার অনুমতি দেয় না। সুতরাং, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ) বিদ্যমান কাঠামোটি ভেঙে ছয় (০৬) তলা ভিত্তিক একটি ০৪ (চার) তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল কমপ্লেক্স নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নবনির্মিত হাসপাতালটিতে ১৫০টি শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৮.২ (ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অসুস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বন্দর সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানের অসুস্থ লোকজনের জন্য থাকার ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা
- সেবা মানের উন্নতি

(খ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমিতে পূর্ববর্তী সেমি পাকা ১ তল ও দ্বিতল ভবনের স্থানে একটি আধুনিক ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৪ তলা হাসপাতাল নির্মান করা।

মোদন পর্যায়ঃ

: নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

৯.২ ১ম সংশোধনী: নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

১০। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	লক্ষ্য (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ (±)
			আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
(এ)	**রেভিনিউ কম্পোনেন্ট**			-		-	
	দরপত্র আহবান, অফিস খরচ, অনারিয়াম ও অনান্য খরচ		**৫.৮৮**		**০.০০**	-	এই খাত থেকে কোন অর্থ ব্যয় করা হয় নাই ।
	মোট (এ)		**৫.৮৮**		**০.০০**		
(বি)	**ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট**					-	
	সিভিল কাজ		৪৪৬১.৮২		৪৪৫৬.৬৯	-	সম্পূর্ণ কাজ হয়েছে । চূড়ান্ত পরিমাপ অনুযায়ী হিসাব করা হয়েছে ।
	স্যানেটারী কাজ		১১৮.৬৭		১১৮.৬৭	-	
	বৈদ্যুতিক কাজ		৩৫৫.১৬		৩৫৫.১৬	-	
	লিফ্ট লাগানো		৮৬.৮৮		৮৬.৮৮	-	
	এসি লাগানো		৩২.৫৭		৩২.৫৭	-	
	গ্যাস লাগানো		০১.৭৪		০১.৭৪		
	মোট (বি)		**৫০৫৬.৮৪**	**১০০%**	**৫০৫১.৭২**	**১০০%**	
(সি)	**ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি**		০.০০		০.০০		
(ডি)	**প্রাইস কনটিনজেন্সি**		০.০০		০.০০		
	সর্বমোট		**৫০৬২.৭২**	**১০০%**	**৫০৫১.৭২**	**১০০%**	

১১। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন এর ওপর পর্যালোচনা: উপরে উল্লিখিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা হতে দেখা যায় যে, প্রকল্প সমাপ্তিতে (৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে) প্রকৃত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫০৫১.৭২ লক্ষ টাকা যা মোট আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৭৮% ।

প্রকল্প সমাপ্তিতে (৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে) বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অর্থাৎ প্রকল্পটি আরডিপিপি'র আর্থিক সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

১২। প্রকল্পের অনুকুলে বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ		ছাড়কৃত টাকা	খরচ		টাকা ফেরৎ	অগ্রগতি (%)	
	মোট	জিওবি		মোট	জিওবি		বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
৩								
৪	১০০০.০০	১০০০.০০		৪২৫.০০	৪২৫.০০			
৫	১০০০.০০	১০০০.০০		১৫৫০.০০	১৫৫০.০০			
৬	১২০০.০০	১২০০.০০		১২৫০.০০	১২৫০.০০			
৭	৮০০.০০	৮০০.০০		৮০০.০০	৮০০.০০			
৮	৫৫৬.৫২	৫৫৬.৫২		৫৫৬.৫২	৫৫৬.৫২			
৯	৪৮১.০০	৪৮১.০০		৪৭০.২০	৪৭০.২০			

১৩। **(ক) ডিপিপি/টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা:** ১টি ওয়ার্কস প্যাকেজ (Construction of CPA Hospital Complex in place of Existing Hospital)

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

নম্বর	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১	**Construction of CPA Hospital Complex in place of Existing Hospital**				
		৩০.০১.২০১৪ ইং ৪৪০০.৩২ লক্ষ টাকা	৩০/০৬/২০১৬	৩০/০৬/২০১৯	১। অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্পের সময়কাল ডিসেম্বর ২০১২ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ছিল। ডিপিপি ২৭ শে মার্চ, ২০১৩ এ অনুমোদিত হয়েছিল। মে ২০১৩ এ দরপত্র দেওয়া হয় এবং চুক্তিটি জানুয়ারী ২০১৪ এ ভূষিত করা হয়েছিল। সুতরাং দরপত্রের পুরষ্কারের পরে ব্যয় সহ সময় বাড়ানো হয়েছিল। সংশোধিত সময়রেখা ছিল ডিসেম্বর ২০১২ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। ২। জনশক্তি, ধর্মঘট, রাজনৈতিক অপ্রীতিকর সমস্যা, বৃষ্টিপাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির কারণে ঠিকাদারদের দ্বারা কাজ শেষ হওয়ার সঠিক তারিখ ২৬/০৮/২০১৬ এর মধ্যে ১২০ দিন নষ্ট হয়েছিল। ৩। বিদ্যমান সিপিএ হাসপাতালের স্থানেই নতুন সিপিএ হাসপাতাল নির্মিত হওয়ায় পুরানো হাসপাতালটি ধাপে ধাপে ভেঙে দেওয়ার পরে নতুন হাসপাতালের নির্মাণ কাজ অব্যাহত ধাপে ধাপে শুরু করা হয়। এইকারনে প্রকল্প শেষ করার সময় জুন ২০১৬ থেকে বাড়িয়ে ডিসেম্বর

					২০১৭ পর্যন্ত করা হয়। ৪। হাসপাতাল নির্মাণের শুরুর সময় পাইল লোড টেস্ট ফেইল হয়েছিল এবং পাইল আবার ডিজাইন করতে হয়েছিল। নতুন ডিজাইন করতে কিছুটা সময় ব্যয় হয়েছিল এবং পাইলগুলির দৈর্ঘ্যও বাড়ে। এই অতিরিক্ত পাইল করার জন্য ঠিকাদারকে অতিরিক্ত 90 দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া হাসপাতালের আধুনিকায়নের কারণে কিছু নতুন স্যানিটারি ফিটিং, বৈদ্যুতিক আইটেম পরিবর্তণ করা হয়েছিল। আধুনিক ওটিগুলির সুবিধার্থে কিছু আইটেম বাড়ানো হয়েছিল এবং মডিফাই করা হয়েছিল। এইভাবে প্রকল্পের শেষের সময় জানুয়ারী ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল

১৪। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	মূল দপ্তর	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
খান মোহাম্মদ ইউসুফ	**প্রধান প্রকৌশলী/সিভিল**	০৭/০৫/২০১৩ থেকে ২৯/১২/২০১৩	অতিরিক্ত
রাফিউল আলম	**নির্বাহী প্রকৌশলী/সিভিল**	৩০/১২/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০১৯	অতিরিক্ত

১৫। উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জনঃ

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য	বাস্তব অর্জন
(১)	(২)	(৩)
১।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বন্দর সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানের অসুস্থ লোকজনের জন্য স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বন্দর সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানের অসুস্থ লোকজনের জন্য স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটি ৬তলা বিশিষ্ট ভিতের উপর ৪তলা হাসপাতাল নির্মান হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো ২ তলা বর্ধনের জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে। নবনির্মিত হাসপাতাল ভবনে ১৫০টি শয্যায় রোগীদের চিকিৎসার সংস্থান করা হয়েছে।
২।	া মানের উন্নতি।	প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল “স্বাস্থ্য সেবার মানের উন্নতি”। এ উদ্দেশ্যটি অর্জনের জন্য শুধু হাসপাতাল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে স্পেস বা কলেবর বৃদ্ধিই যথেষ্ঠ নয়। একই সাথে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প পরবর্তী জনবল (চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান, নিরাপত্তা কর্মী ইত্যাদি)নিয়োগ, ইক্যুপমেন্ট ও আসবাবপত্র

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য	বাস্তব অর্জন
(১)	(২)	(৩)
		সরবরাহের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধির জন্য জনবল নিয়োগসহ অন্যান্য বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৬। প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১৭। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

- DPP পর্যালোচনা।
- PCR পর্যালোচনা।
- সরজমিনে পর্যবেক্ষণ ।
- সেবাগ্রহীতা এবং ব্যবহারকারীদের স্বাক্ষাতকার গ্রহণ।
- সেকেন্ডারী তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাইবাছাই (ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য, ল্যাব টেষ্ট রিপোর্ট, ডিপিপি সংশোধন, অর্থ ছাড় ইত্যাদি)।
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা।
- কাজের স্থিরচিত্র সংগ্রহ।

১৮। মনিটরিং: প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ মনিটরিং এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং যথাযথ বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ হতে তিনবার প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়েছে। কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রদত্ত মনিটরিং রিপোর্ট এর আলোকে প্রকল্প দপ্তর হতে যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা ১৯ ক্রমিকের ৪নং কলামে তুলে ধরা হয়েছে।

১৯। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে পরিদর্শনঃ

রিদর্শকের নাম ও পদবী	র্শনের তারিখ	রিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	বাস্তবায়নে প্রকল্প দপ্তর হতে গৃহীত কার্যক্রম
১	২	৩	৪
পরিমল চন্দ্র বসু ডাইরেক্টর আইএমইডি া মন্ত্রণালয়	২০১৭, সকাল ১০.০০-বেলা ২.০০	প্রকল্পের অবশিষ্ট নির্মান কাজের একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক সবচেয়ে কম সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা যেতে পারে এবং আইটেম ভিত্তিক/বাস্তব কাজের শতকরা হার অনুযায়ী বিলম্বে কজের কারণে টেন্ডারের শর্তানুযায়ী ঠিকাদারকে ১০% লিকুইডিটি ড্যামেজ আরোপ করতে হবে	এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের শুরুতে পাইল ফেইল করাতে পাইল ডিজাইন পরিবর্তন করা হয়। পাইলের দৈর্ঘ্য ডিজাইন অনুযায়ী ছিল ২৪৮৮৭ মিটার। পরবর্তীতে যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত পাইল দৈর্ঘ্যের জন্য ঠিকাদারকে ৯০ অতিরিক্ত দিন সময় প্রদান করা হয়। কিন্তু ঠিকাদার বাস্তবে উক্ত সময়ের মধ্যে কাজ করতে সমর্থ হয় নাই। ফলে তাকে শুধু মাত্র পাইলের কাজের জন্য ৯০ দিন সহ আরো প্রায় ২৭০ দিন সময় বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। ঠিকাদার আরো ৫১৯ দিন সময় বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। ঠিকাদারকে পাইলের জন্য নূন্যতম ২৭০ দিন বাড়িয়ে দিলে কাজ শেষের সময়সীমা দাড়ায় ডিসেম্বর-২০১৭ তারিখ। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প শেষ হওয়ার নির্ধারিত তারিখও সেটি। অতএব, আপাত দৃষ্টিতে ঠিকাদারের উপর ১০% লিকুইডিটি

			ড্যামেজ আরোপ করাটা সমিচীন নয় বলেই প্রতীয়মান। ঠিকাদার রিভাইজড কর্মপরিকল্পনা দাখিল করেছে। সেই অনুযায়ী কাজ চলমান আছে। ঠিকাদারের উপর ১০% লিকুইডিটি ড্যামেজ আরোপ করলে বিল কম পাওয়ার কারণে তার কাজের গতিও কমে যাবে।
		নিম্নমানের কাঠ দ্বারা নির্মিত দরজাগুলো ভালো ও উন্নত কাঠ দিয়ে নির্মিত দরজা দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় অতি নিম্নমানের কাঠ ব্যবহারের বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখতে পারে। আইএমইডি ৬ (ছয়) মাস পর প্রকল্পটি পুনরায় পরিদর্শন করবে	ঠিকাদার এ, বি ও ডি ব্লকের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ তলায় কাঠের দরজা লাগিয়েছিলেন। উক্ত দরজাসমূহের মধ্যে তিনি প্রায় ২০%-৩০% দরজা উন্নতমানের কাঠ দিয়ে মেরামত করে পুনঃস্থাপন করেছেন। বাকি ৬০%-৭০% দরজা তিনি নতুন এবং উন্নত মানের কাঠ দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছেন।
		টেন্ডার শিডিউলে বাথরুমের দরজাগুলো কাঠ দিয়ে নির্মানের সংস্থান ছিল। কিন্তু বাস্তবে প্ল্যাস্টিকের দরজা লাগানো হয়েছে। ঠিকাদারকে বিল পরিশোধের সময় এই দু'টি আইটেমের বাজার দর অনুযায়ী বিল সমন্বয় করতে হবে।	ঠিকাদার এ, বি ও ডি ব্লকের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ তলায় বাথরুমের প্রধান দরজা কাঠের দরজা লাগিয়েছেন। ভিতরের দরজাগুলো আরএফএল এর পিভিসি দরজা ব্যবহার করেছেন, সেগুলো পানির সংস্পর্শে বেশী টেকসই বিধায়। তাছাড়া এ, বি ও ডি ব্লকের ২য় তলায় বাথরুমের সকল দরজা কাঠের দরজা লাগিয়েছেন। ঠিকাদারকে আরএফএল এর পিভিসি দরজার এর বাজার দর অনুযায়ী বিল পেমেন্ট করা হবে/হচ্ছে। কাঠের দরজার চেয়ে তার মূল্যমানও কম।
		নির্মানকাজে উন্নতমানের ইট ব্যবহার করতে হবে। নিম্নমানের ইটগুলো নির্মানস্থল হতে সরিয়ে নিতে হবে।	নিম্নমানের বাতিলকৃত ইট সমূহ সাইট থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নির্মানকাজের জন্য উন্নতমানের ইট ব্যবহার করা হচ্ছে/হবে।
মো: মাহবুবুর রহমান ডাইরেক্টর আইএমইডি া মন্ত্রণালয়	২০১৮, সকাল ৯.০০-বেলা ৩.০০	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থ ব্যয় করতে হবে।	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থ ব্যায় করতে হবে।
		চট্টগ্রাম অধিক বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা হোয়ায় এস এস বক্স গ্রিল ব্যবহার করা না হলে আদ্রতাজনিতক কারণে সহজেই জং ধরে। অনেক জানালায় এস এস বক্স গ্রিল ব্যবহার করা হলে ও কিছূ কিছূ জানালায় তা হয়নি। প্রয়োজনীয় সকল জানালায় এস এস বক্স গ্রিল স্থাপন করে তা আইএমডি কে অবহিত করতে হবে।	এস এস বক্স গ্রিল ব্যবহার করে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলন করে আরডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে যা সহসাই অনুমোদনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হবে।

		অতি বৃষ্টিটপাতে ছাদে পানি জমা রোধের জন্য তথা ভবনটির ছাদ সুরক্ষার জন্য Lime Terracing at roof করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন আইএমইডি কে অবহিত করতে হবে।	ভবনটি আরো উচু করার পরিকল্পনা রয়েছে বিধায় Lime Terracing করলে সেখানে নতুন তলা সংযোজন করা সম্ভব হবে না। ফলে ছাদ সুরক্ষার জন্য Lime Terracing এর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
		সকল টয়লেট নিয়মিত পরিচ্ছন্ন্ রাখার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।	সকল টয়লেট নিয়মিত পরিচ্ছন্ন্ রাখার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে /হয়েছে ।
		রোগীদের ওয়ার্ডের পাশে খোলা গ্যাস বার্ণার থাকায় যে কো সময়ে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে ।দূর্ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্তা গ্রহন করতে হভে ।	রোগীদের ওয়ার্ডের পাশে বারান্দায় খোলা গ্যাস বার্নারটি সরানো হয়েছে ।
		হাসপাতাল ভবনটির নিরাপত্তার লক্ষে বাউন্ডিারী ওয়ালের প্রয়োজন থাকলেও তা প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত নেই। হাসপাতাল ভবনটির নিরাপত্তার জন্য লক্ষে বাউন্ডারী ওয়াল উচু করে নির্মানের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হেব ।	হাসপাতাল ভবনটির নিরাপত্তার জন্য লক্ষে বাউন্ডারী ওয়াল উচু করে নির্মানের লক্ষে প্রাক্কলন করে আরডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে যা সহসাই অনুমোদনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হবে।
		রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য ওয়ার্ডের মাঝখানে নার্সদের জন্য সার্ভিস স্টেশন নির্মান করা হয়েছে।	সার্ভিস স্টেশনটির সর্বোত্তম নিরাপত্তার ব্যবস্তা গ্রহন করা হচ্ছে/হয়েছে ।
		অনুমোদিত কাজের পরিমাণ ,চুক্তি এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেশণ করে দেখা যায় ক্রয় পরিকল্পনা ও প্রাক্কলন ত্রুটিপূর্ন ছিল । ভবিষ্যতে ত্রুটিপূর্ন ক্রয় পরিকল্পনা ও প্রাক্কলন প্রনণয়ে মন্ত্রণালয় আরো যত্নবান হবে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০১৭ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও বাস্তব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি । প্রকল্পটির বাস্তব কাজের কয়েকবার পরিবর্তন করায় সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে । ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রাক সমীক্ষা পরিচালনা করেন ড্রয়িং ও ডিজাইন প্রনণয় সহ যথাসময়ে প্রকল্পের সংশোধন অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে । সকল ক্রয় কার্যক্রম ইজিপিতে সম্পন্ন করতে হবে	পরামর্শকের দূরদর্শীতার অভাবেই কাজটির ডিজাইন/ড্রয়িং পরিবর্তন হয় ।এ বিষয়ে ভবিষ্যতে চবক আরো যত্নবান হবে।

		এবং সব ধরণের কাজে সর্বোচ্চ গুনগত মান নিশ্চিত করতে হবে।	
ম্মে মাহবুবুর রহমান ডাইরেক্টর আইএমইডি া মন্ত্রণালয়	২০১৯, সকাল ৯.০০-বেলা ৩.০০	হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ফিনিশিং কাজ সহ অনুমোদিত ডিজাইন এবং সময়ের মধ্যে সকল অংগের কাজ সমাপ্ত করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে ।	হাসপাতালের সব অংশ সময়মতো শেষ করার জন্য চবক যথাযথ উদ্যোগ নিয়েছে।
		ভবনের ব্যবহৃত পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা এমনভাবে রাথতে হবে যেন যেন নির্মিত ওয়াল ড্যামেজ না হয় এবং পানি যাতে অতি সহজে স্যুয়ারেজ লাইন দিয়ে নিস্কাশন করা সম্ভব হয় সেদিকে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	হাসপাতালের পৃথক ড্রেনেজ লাইন ধরে রাখতে সিপিএ যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
		অতি বৃষ্টিপাতে ছাদে পানি রোধের জন্য তথা ভবনটির ছাদ সুরক্ষার জন্য আরডিপিপির সঙস্থান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে আাইএমইডিকে অবহিত করেতে হবে ।	আরডিপিপিতে ছাদ সুরক্ষার জন্য নতুন এসপানশান জয়েন্ট এর সংস্থান রাখা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী কাজ করা হয়েছৈ।
		প্রকল্পটির অনুমাদিত অংগসমূহের মধ্যে যে সকল অংগের কাজ অসম্পূর্ন রয়েছে তার অগ্রগতি নির্নয় করে তার তলিকা প্রস্তুতসহ সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনৃযায়ী গুনগতমান বজায রেখে অনুমোদিত সময়ের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করেত হবে । প্রকল্পটির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সময় ও ব্যায় বৃদ্ধির বিষীট সম্পূর্নরূপে পরিহার করতে হবে এবং	চবক যথাযথ উদ্যোগ নিযয় যথাসময়ে হাসপাতালের সব অংশ সম্পন্ন করেছে।
		প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পাবীলক প্রসিকিউটর এ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবীলক প্রকিউরমেন্ট রুলস ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে ।	ভবিষ্যতে, চবক একটি প্রকল্প ডিজাইনের ক্ষেত্রে আরও যত্নবান হবে। সমস্ত দরপত্রগুলি পিপিআর -2008 এবং ই-জিপি সিস্টেম অনুসরণ করবে।

২০। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ

নিরীক্ষার সময়	নিরীক্ষার রিপোর্ট জমা দেওয়ার তারিখ	প্রধান ফলাফল/আপত্তি	আপত্তি সমাধান হয়েছে কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)
অভ্যন্তরীণ অডিট			
৫		প্রতি আর্থিক বছরে নিরীক্ষা করা হত এবং প্রতিবার প্রকৃত পরিশোধিত বিল কাজের পরিমাণের চেয়ে কম পাওয়া যায়। সমস্ত কাঠের উপকরণ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে পাস করা হয়েছিল।	বিল এবং কাজের গুণমান এবং পরিমাণের মধ্যে কোনও তফাৎ ছিল না।
৬			
৭			
৮			
৯			
সরকারী অডিট			
৬		দরপত্র পদ্ধতিতে সমস্যা	আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য জবাব প্রস্তুত করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে।
৮		-	-

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে প্রাপ্ত উল্লেখিত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। উক্ত নিরীক্ষায় কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। অন্য দিকে সরকারি নিরীক্ষায় দরপত্র আহ্বান সংক্রান্ত যে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য জবাব প্রস্তুত করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে।

২১। প্রকল্প পরিদর্শনঃ ৩১.০১.২০২০ এবং ০১.০২.২০২০ তারিখ Construction of CPA Hospital Complex in place of Existing Hospital (2nd Revised) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত Construction of CPA Hospital Complex পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব রাফিউল আলম, ডা: কাদিরুল ইসলাম, মেডিকেল সুপার (ওপিডি) এবং ডা: আহসান হাবিব, মেডিকেল সুপার (এমইউ) সাথে ছিলেন। এছাড়াও প্রকল্প দপ্তর এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অন্যান্য কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন।

২২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা পর্যালোচনাঃ

২২.১ **DPP** পর্যালোচনা: প্রকল্পের **DPP**'তে বর্নিত লগ ফ্রেম মেট্রিক্স হতে দেখা যায়, এ প্রকল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল Creation of sufficient health care facilities এবং Objectively verifiable indicator (O.V.I) তে বলা হয়েছে Upgraded hospital/ health care facilities. লগ ফ্রেম এর এই উদ্দেশ্যের বিপরীতে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ ব্যতীত কোন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়নি।অর্থাৎ স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য টেকনিশিয়ান নিয়োগ এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোন কম্পোনেন্ট যুক্ত করা হয়নি। ডিপিপিতে উল্লেখিত লজিকেল ফ্রেম যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

২২.২ **PCR** পর্যালোচনা: প্রকল্প দপ্তর হতে নির্ধারিত ফরমেটে প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন (Project Completion Report-PCR) প্রস্তুত করে সংস্থা এবং মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পিসিআর এর বিভিন্ন তথ্য এবং সারণী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তথ্য এবং বিবরণী মোটামুটি সঠিক রয়েছে । তবে ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট, অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ কমিটি কর্তৃক কাজ বুঝে নেয়ার প্রত্যয়ন, অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি বিষয়ক তথ্যের প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ অন্যান্য সহায়ক ডকুমেন্ট পিসিআর এর সাথে সংলগ্নী আকারে না থাকায় পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২২.২ **সরজমিনে পর্যবেক্ষণ:** সরজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ৬তলা ভিতের ওপর ৪ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটিতে বর্তমানে হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অর্থ্যাৎ পুরাতন হাসপাতাল ভবনের সকল কার্যক্রম নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে অনেক রোগীকে চিকিৎসাজনিত সেবা গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে। হাসপাতালটিতে মোট পাঁচটি ব্লক রয়েছে। ব্লকগুলো হলো: A,B,C,D ও E। এদের মধ্যে অনুমোদিত ড্রয়িং এবং ডিজাইন অনুযায়ী A,B,Cও D ব্লকসমূহ ৪তলা বিশিষ্ট এবং E ব্লকটি ৩তলা বিশিষ্টভাবে নির্মিত হয়েছে।১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনটির বিভিন্ন কক্ষ, করিডোর, ছাদ, লিফট, রান্নাঘর, লন্ড্রি, পাওয়ার স্টেশন ইত্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।পরিদর্শনকালে দেখা যায়, সবশেষে নির্মিত ব্লকের দেয়ালের রং এবং কিছু ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন হয়নি। এবিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান , প্রকল্প বর্হিভূত বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে হাসপাতাল ভবনের চারিদিকে কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। তাই চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের পরামর্শ অনুযায়ী রং ও ড্রেনের ফিনিশিং কাজ রাস্তা নির্মাণের পর সম্পন্ন করা হবে।

২২.৩ **সেবাগ্রহীতা এবং ব্যবহারকারীদের স্বাক্ষাতকার গ্রহণ:** নবনির্মিত হাসপাতালটির বিভিন্নকক্ষ পরিদর্শনকালে দেখা যায়, নিচ তলায় ইতোমধ্যে হাসপাতালের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফার্মেসী কক্ষে কর্মরত ফার্মাসীষ্ট শিপ্রা মজুমদার জানান যে, নতুন হাসপাতালটিতে স্পেস অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজ করতে অর্থ্যাৎ ঔষধ সংরক্ষণ এবং রোগীদের মধ্যে বিতরণ অনেক সহজতর হয়েছে। লন্ড্রি কক্ষে কর্মরত লন্ড্রি অপারেটর জনাব মোঃ মহসিন জানান যে, স্পেস অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজ করতে সুবিধা হচ্ছে, তবে ফ্লোরটি সমতল থাকায় কাপড় ধোয়ার সময় ফ্লোরে পানি জমে যায়। স্লোপ নির্মাণ করে পানি নিস্কাষনের ব্যবস্থা করা হলে ভালো হয়। রান্নাঘরে কর্মরত বাবুর্চি জনাব মোঃ আবুল হোসেন জানান যে, রান্নাঘর বড় হওয়ায় কাজ করতে সুবিধা হচ্ছে। এই ঘরটিতে এ্যাডজাস্ট ফ্যান এবং বড় বড় জানালা থাকায় আলো-বাতাসের সমস্যা নেই। হাসপাতালটির এসি কেবিন পরিদর্শনকালে কথা হয় জনাব মোঃ মাইনুল ইসলাম এর সাথে। তিনি জানান, তার বাবা জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম স্ট্রোক করে একমাস যাবৎ এ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি আরও জানান যে, একমাস যাবৎ এই কেবিনটি ব্যবহার করলেও পানি, এসি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সেবা পেতে সমস্যা হচ্ছে না। হাসপাতালের সাধারণ মেডিসিন ওয়ার্ড পরিদর্শনকালে রোগী কিশোর রবিন চৌধুরীর সাথে কথা হয়। সে জানায় যে, তার বাবা জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম বন্দরে খালাসী পদে চাকুরি করতেন। সেআরো জানায়, গত পাঁচ দিন যাবৎ জ্বর এবং কাঁশি নিয়ে উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।এখানে থাকা, টয়লেট ব্যবহার এবং অন্যান্য সেবা পেতে তেমন সমস্যা হচ্ছে না। ওয়ার্ডে কর্তব্যরত নার্স জান্নতুল ফেরদৌস এবং তাহমিনা আক্তার জানান, নতুন হাসপাতালের ওয়ার্ডটিতে কাজ করতে তেমন সমস্যা হচ্ছে না, তবে টয়লেটে এবং বারান্দায় পানি আটকে যায়। সে ক্ষেত্রে পানি ওভার ফ্লো হয়ে মেঝেতেও চলে আসে । এত করে চলাচল এবং টয়লেট ব্যবহারে সমস্যা দেখা দেয়। হাসপাতলটি পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, ডা: কাদিরুল ইসলাম, মেডিকেল সুপার (ওপিডি) এবং ডা: আহসান হাবিব, মেডিকেল সুপার (এমইউ) সাথে ছিলেন। এ'দুজন ডা: জানান যে, হাসপাতালটিতে স্পেস অনেক বৃদ্ধি পেলেও নতুন জনবল,মেডিকেল ইক্যুপমেন্ট এবং আসবাবপত্র সরবরাহ না হওয়ায় হাসপাতালের অবকাঠামোগত ব্যবহারে অপূর্ণতা রয়েছে।উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় মেডিকেল ইক্যুপমেন্ট, ফার্নিচার, এসি ইত্যাদি পণ্য সরবরাহ অর্ন্তভুক্ত ছিল না। পুরাতন হাসপাতালের ফার্নিচার, এসি এবং অন্যান্য ইক্যুপমেন্ট নতুন হাসপাতালে স্থানান্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে।ফলে হাসপাতালের দু'তলা তিনতলা এবং চারতলায় অধিকাংশ কক্ষই অব্যবহৃত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, জনবল ও ইক্যুইপমেন্ট স্বল্পতার জন্য দু'তলা থেকে চার তলা পর্যন্ত বেশির ভাগ কক্ষ এবং করিডোর অব্যহৃত থাকায় বেসিনের কলের মাথা এবং টয়লেট সমূহের কলসহ অন্যান্য ফিটিংস চুরি হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।ইতোমধ্যে দু'একটি চুরির ঘটনাও ঘটেছে বলে উপস্থিত ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ জানান। ডা: কাদিরুল ইসলাম, মেডিকেল সুপার জানান যে, বন্দরের নিজস্ব বাজেট হতে রোগীদের বেড এবং অন্যান্য ইক্যুপমেন্ট ক্রয় করে স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

২২.৪ **সেকেন্ডারী তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাইবাছাই (ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য, ল্যাব টেষ্ট রিপোর্ট, ডিপিপি সংশোধন, অর্থ ছাড় ইত্যাদি):** প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন এবং অর্থছাড় সংক্রান্ত ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই ডিপিপি সংশোধন এবং অর্থছাড় সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির ভৌত কাজ একটিমাত্র প্যাকেজে দরপত্র আহ্বান করা হয়। উক্ত দরপত্র মূল্যায়ন শেষে ৩০১৫ ই/৫-৩১২১ (লুজ)-২ তারিখ: ২১.১০.২০১৩ অনুযায়ী নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।মূল কাজের চুক্তিবদ্ধ মূল্য ছিল ৪৪,০০,৩১৫৮৭.৭৪ টাকা, কাজটির সংশোধিত চুক্তিমূল্য ছিল ৫০,৫৬,৮৪,৩০০.৫৭ টাকা এবং সম্পাদিত কাজের প্রকৃত মূল্য ৫০,৫৪,৮৪,৩০০.৫৭ টাকা। কাজ আরম্ভের তারিখ ০১.০২.২০১৪ এবং কাজ শেষ করার প্রকৃত তারিখ ৩০.০৬.২০১৯। প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ বিভিন্ন ধাপে ল্যাবটেষ্ট এর জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে । ল্যাবটেষ্ট রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, রিপোর্টসমূহে কোন বিরূপ মন্তব্য নেই। সবগুলো রিপোর্টেই উপকরণসমূহের বিভিন্ন সূচক গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে ছিল। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ল্যাবটেষ্ট এর মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান নিশ্চিত হয়ে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি ৩০.০৮.২০১৯ তারিখে কাজ পরিদর্শন করতঃ কাজটি গ্রহণের সুপারিশসহ একটি প্রত্যয়ন প্রদান করে। উক্ত প্রত্যয়ন পত্রে বলা হয় যে, "কাজটি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সন্তোষজনকভাবে সম্পদান করেছেন। অতএব কাজটি গ্রহণ করা যেতে পারে"। প্রত্যয়ন পত্রে স্বাক্ষর করেন (১) জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, উপ-সহঃ প্রকৌশলী (সিসিপি), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (২) জনাব মোঃ সুজাউল হক, উঃউপ-সহঃ প্রকৌশলী (সিসিপি), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (৩) জনাব মোঃ মোহাইমিনুল ইসলাম ,সহকারী প্রকৌশলী (সিসিপি), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (৪) জনাব রাফিউল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিসিপি), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (৫) জনাব মাহমুদুল হোসেন খান, উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর) ও প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং (৬) জনাব মোঃ রফিকুল আলম, প্রধান নিরীক্ষা কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। তাদের সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর জুলফিকার আজিজ, (ই) পিএসসি, বিএন কাজটি গ্রহণ করেন।

২২.৫ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা:** প্রকল্প পরিচালক জনাব রাফিউল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিসিপি), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সহ প্রকল্প দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পরিদর্শন কার্যক্রমে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেন এবং চাহিত সকল Document যথাসময়ে উপস্থাপন এবং সরবরাহ করেন। প্রকল্প পরিচালনা দপ্তরের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, পুরাতন হাসপাতাল ভবনটিতে চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রেখে নতুন হাসপাতাল ভবনের বিভিন্ন ইউনিটের কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। নতুন ভবনের এক একটি ইউনিটের কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ঐ ইউনিটে চিকিৎসা কাজ স্থানান্তর করতে হয়েছে। ফলে নতুন হাসপাতাল ভবনে একটি ইউনিটের চিকিৎসা সেবা চলার পাশাপাশি অণ্য ইউনিটের নির্মাণ কাজ চলমান ছিল। দু'টো কাজ সমান্তরালভাবে চলার ফলে রোগী, সেবা গ্রহীতা, ডাক্তার , নার্সসহ অন্যান্যদের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে সাময়িক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তেমনিভাবে নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু সমস্যা সম্মুখীন হতে হয়েছে। একারণে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে কিছুটা অতিরিক্ত সময় লেগেছে। যেসকল ইউনিট চালু হয়েছিল সেসকল ইউনিট ব্যবহারকারীদের তাৎক্ষনিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকর্প দপ্তর হতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে নব নির্মিত হাসপাতালটির কাজ সম্পূর্ণরূপে (দু'একটি ফিনিশিং কাজ ব্যতীত) সমাপ্ত হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

২২.৬ **কাজের স্থিরচিত্র:**

চিত্র














২৩। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

২৩.১ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত করতে দু'বার ডিপিপি সংশোধন করতে হয়েছে। সবশেষে Time Over Run হয়েছে ১৬০% এবং Cost Over Run হয়েছে ১৭.৭৯%। এছাড়াও প্রকল্পের ডিপিপিতে বর্ণিত লগ ফ্রেম ম্যাট্রিক্সটিও সুবিন্যস্ত এবং Well Defined ছিল না।

২৩.২ প্রকল্পটির সকল অংগের কাজ শতভাগ সমাপ্ত হলেও সবশেষে নির্মিত ব্লকের দেয়ালের রং এবং দু'একটি ফিনিশিং কাজ বন্দর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে সমাপ্ত হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান;

২৩.৩ নবনির্মিত হাসপাতাল ভবন এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবার ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পেলেও জনবল (চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান, নিরাপত্তা কর্মী ইত্যাদি) বৃদ্ধি না পাওয়ায় চিকিৎসা সেবার মান এবং পরিধি কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে না মর্মে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনায় জানা যায়;

২৩.৪ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান;

২৩.৫ বর্তামানে বহুতল বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মিত হলেও পুরাতন হাসপাতাল ভবন অপসারণের ফলে হাসপাতাল চত্বরে অনেক খালি জায়গা অব্যবহৃত রয়েছে। খালি জায়গা বিউটিফিকেশনের মাধ্যমে গড়ে তোলা যেতে পারে;

২৩.৬ হাসপাতালটির গেইট নির্মিত না হওয়ায় দূর থেকে হাসপাতালটি চিনতে সমস্যা হচ্ছে এবং হাসপাতাল ভবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গেইট নির্মাণ কার্যক্রমটি DPP'তে অন্তর্ভুক্ত ছিল না;

২৩.৭ হাসপাতাল ভবনটিতে বিকল্প বিদ্যুতায়নের উৎস হিসেবে Renewable Energy (সৌর বিদ্যুৎ) ব্যবস্থা রাখা সমীচীন ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এবিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমগ্র বন্দর এবং অন্যান্য বন্দর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে "Green Port" গড়ে তোলার অংশ হিসেবে Renewable Energy (সৌর বিদ্যুৎ) এর আওতায় আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে;

২৪। **সুপারিশঃ**

২৪.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে আরও যত্নবান হতে হবে। বিশেষ করে প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে Critical Path Method (CPM) এবং Project Evaluation and Review Technique (PERT) কৌশল অবলম্বন করতে হবে। একই সাথে সুবিন্যস্ত লগফ্রেম তৈরির ক্ষেত্রেও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে যেন লগফ্রেম ব্যবহার করেই প্রকল্পটি মনিটরিং এবং মূল্যায়ন সম্ভব হয়;

২৪.২ সবশেষে নির্মিত ব্লকের দেয়ালের রং এবং দু'একটি ফিনিশিং কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে নব নির্মিত হাসপাতাল ভবনটির যথাযথ ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২৪.৩ প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল "স্বাস্থ্য সেবার মানের উন্নতি"। এ উদ্দেশ্যটি অর্জনের জন্য শুধু হাসপাতাল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে স্পেস বা কলেবর বৃদ্ধিই যথেষ্ঠ নয়। একই সাথে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প পরবর্তী জনবল (চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান, নিরাপত্তা কর্মী ইত্যাদি)নিয়োগ, ইক্যুপমেন্ট ও আসবাবপত্র সরবরাহের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধির জন্য জনবল নিয়োগসহ অন্যান্য বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২৪.৪ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

২৪.৫ বর্তমানে বহুতল বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মিত হলেও পুরাতন হাসপাতাল ভবন অপসারণের ফলে হাসপাতাল চত্বরে অনেক খালি জায়গা অব্যবহৃত রয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে অব্যবহৃত খালি জায়গাকে বিউটিফিকেশনের মাধ্যমে গড়ে তুলে সেবা গ্রহীতার জন্য নান্দনিক পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২৪.৬ প্রকল্পে সংস্থান না থাকায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে হাসপাতালটির গেইট নির্মাণ করা প্রয়োজন;

২৫.৭ "Green Port" গড়ে তোলার অংশ হিসেবে Renewable Energy (সৌর বিদ্যুৎ) এর আওতায় CPA হাসপাতালকেও অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে;

বিআইডব্লিউটিসি'র ডক-৩ এ মেরিন ওয়ার্কশপ স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯)

০১. **প্রকল্পের নাম** : বিআইডব্লিউটিসি'র ডক-৩ এ মেরিন ওয়ার্কশপ স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বিআইডব্লিউটিসি ।

০৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা	মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৯৯০.০০ ৯৯০.০০ --	--	৮২০.৯৯ ৮২০.৯৯ --	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮	--	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৯	--	১ বছর (৫০%)

০৫. **প্রকল্প এলাকা :**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	বন্দর উপজেলা।

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

* বিআইডব্লিটিসি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন নৌযানসমূহের মেরামতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাদির সৃষ্টি;
* কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি;
* ডকইয়ার্ডটিকে আর্থিক ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত করা; এবং
* বিআইডব্লিউটিসি'র ডকইয়ার্ড-৩ কে একটি কর্মক্ষম পরিবেশে রুপান্তর করা।

০৮. **প্রকল্পের পটভূমি :**

৮.১. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশনের ৪টি ডকইয়ার্ড/ওয়ার্কশপ রয়েছে। ৪টি ডকইয়ার্ডের মধ্যে ডক-৩ এক যুগেরও বেশী সময় বন্ধ রয়েছে। সে জন্য বিআইডব্লিটিসি'র ছোট ছোট নৌযানগুলো এখন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান থেকে মেরামত করে আসছে। ডক-৩ চালু করা হলে এখানে ওয়াটার বাসসহ ছোট ছোট ফেরিগুলো মেরামত করা সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষাপটে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদন :** প্রকল্পটি বিআইডব্লিউটিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে ৯৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৩১/০৫/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে । পরবর্তীতেনৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় হয়।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;
- সেমিপাকা ছাউনী নির্মাণ
- মেরামত ও সংস্কার; এবং
- যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ।

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	জ্বালানী, সম্মানী ও বিবিধ	থোক	৪০.৬৪	থোক	৯.৩৮	থোক
২.	মেরামত ও সংস্কার	থোক	৯২.৭৪	থোক	৯১.৯৬	থোক
৩.	বর্তমান যন্ত্রপাতি ওভারহলিং ও সার্ভিসিং	থোক	১৭.২৮	থোক	১৬.০২	থোক
৪.	১টি মিনিবাস, ১টি পিক-আপ ক্রয়	সংখ্যা	১২০.০০	২টি	১১৯.৮৫	২টি (১০০%)
৫.	ইঞ্জিন বোট ক্রয়	সংখ্যা	১৫.৩৪	১টি	১৪.৭৮	১টি (১০০%)
৬.	ডিজিটাল ক্যামেরা, ফটোকপিয়ার ও কম্পিউটার ক্রয়	সেট	৩.৩০	৩	৩.২৫	৩সেট (১০০%)
৭.	শ্লিপওয়ে মেশিনারিজ ও কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	লট	৫৭৬.৫০	১	৪৮৪.১০	১লট (১০০%)
৮.	অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	২.৫০	৩টি	২.৪৫	৩টি (১০০%)
৯.	অফিস আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	৫.০৪	থোক	৪.৭৪	থোক
১০.	সীমানা প্রাচীর, সেমিপাকা ছাউনী নির্মাণ ও শ্লিপওয়ে থেকে মাটি অপসারণ	থোক	৬৫.৬৮	থোক	৭৪.৪৬	থোক
১১.	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	--	২৮.০০	--	--	--
১২.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	--	২২.৯৮	--	--	--
	সর্বমোট :	**--**	**৯৯০.০০**	**--**	**৮২০.৯৯**	**১০০%**

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **প্রকল্প পরিদর্শন : গত** ২১/০৩/২০২০ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বিআইডব্লিউটিসি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকোশলী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৫. **পর্যবেক্ষণ :**

১৫.১ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের মধ্যে একটি হলো বিআইডব্লিউটিসি'র ডক-৩ এর বিদ্যমান অফিস ভবন মেরামত ও সংস্কার । এ খাতে বরাদ্দ রয়েছে ৯২.৭৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯১.৯৬ লক্ষ টাকা । পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায় যে, ডক অফিসে বিদ্যমান অফিস ভবনসহ অন্যান্য ভবন যেমন-কারখানা, পাওয়ার হাউজ, মেশিন রুম, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, ওয়েল্ডিং শপ, উইঞ্চ শেড-এর মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।



ছবি : ডক ইয়ার্ড-৩


ছবি : বিদ্যমান অফিসের মেরামত ও সংস্কার

১৫.২ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ডক ইয়ার্ডের পুরাতন বিভিন্ন মেশিন ও যন্ত্রপাতির মেরামত বাবদ ১৭.২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৬.০২ লক্ষ টাকা। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা ০২টি প্লেট কাটিং মেশিন, ০৩টি লেদ মেশিন, ০১টি সেপার মেশিন, ০১টি প্যাডাস্টাল ড্রিল মেশিন, ০২টি হাইড্রোলিক প্রেস মেশিন, ০২টি কাটিং ও ০২টি প্লানার মেশিন ওভারহোলিং ও রং-য়ের কাজ করা হয়েছে। মেরামতকৃত যন্ত্রপাতিগুলো বর্তমানে অপারেশনে রয়েছে বলে পরিদর্শনে জানা যায়।




ছবি : মেরামত ও সংস্কারকৃত পুরাতন যন্ত্রপাতিসমূহ

১৫.৩ প্রকল্পটিতে ১টি মিনিবাস ও ১টি পিক-আপ ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে এবং এর জন্য বরাদ্দ রয়েছে ১২০.০০ লক্ষ টাকা। ২টি যানবাহনই ক্রয় করা হয়েছে এবং এগুলো সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহার করা হচ্ছে ।

১৫.৪ প্রকল্পের আওতায় ৩৫০ফুট দৈর্ঘ্য সীমানা প্রাচীর, ২১০০ বঃ ফুট আয়তন বিশিষ্ট সেমিপাকা ছাউনী নির্মাণ এবং শ্লিপওয়ে হতে মাটি অপসারণ বাবদ মোট ৭৪.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শনে জানা যায় যে, বিদ্যমান শ্লিপওয়েটি নদীর বালি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়ায় এটি ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল। প্রকল্পের আওতায় শ্লিপওয়ে হতে মাটি অপসারণ করার ফলে বর্তমানে এটি ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে।


ছবি : শ্লিপওয়ে হতে মাটি অপসারণ করার পর বর্তমান অবস্থা।


ছবি : সেমিপাকা সেড নির্মাণ

১৫.৫ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হচ্ছে ডক-৩ এর ওয়ার্কশপ ও শ্লিপওয়ের জন্য বিভিন্ন ধরণের মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা এবং এর জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৫৭৬.৫০ লক্ষ টাকা। এখাতে ব্যয় হয়েছে ৪৮৪.১০ লক্ষ টাকা। ব্যয়িত অর্থ দ্বারা ২৭টি যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ সরবরাহ করা হয়। এর মধ্যে প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতি হচ্ছে- ০২টি লেদ মেশিন, ০১টি বেন্ড স-মেশিন, ০২টি ডিজিটাল জেনারেটর, ০১টি ইলেকট্রিক প্ল্যানার মেশিন, ০১টি প্লেট থিকনেস গেজ মেশিন, ০১টি

ফর্ক লিফট, ০১টি ইলেকট্রিক হিটার বক্স, ০২টি পাইপ বেন্ডিং মেশিন, ০১টি সার্ফেস গ্রিন্ডার ও ০২টি অটো-ইলেকট্রিক গ্যাস কাটার মেশিন ইত্যাদি। ডিপিপি মোতাবেক ডক ইয়ার্ডটি পরিচালনার জন্য ৩২টি নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও এ ক্ষেত্রে ২৭টি নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। ০৫টি যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন টেন্ডার মোতাবেক না হওয়ায় এগুলো ফেরত প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে এ খাতে ব্যয় কম হয়েছে বলে পরিদর্শনে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। এ ০৫টি যন্ত্রপাতি হচ্ছে-সাপ্লাই ইনস্টলেশন এন্ড কমিশনিং অব ফিক্সট ক্রেন, হাইড্রোলিক প্রেস মেশিন, পোর্টেবল ব্লোয়ার কমপ্লিট উইথ মোটর, সাপ্লাই ইনস্টলেশন এন্ড কমিশনিং অব হাইড্রোলিক শেয়ারিং মেশিন ও সাব মার্সিবল পাম্প।



ছবি : প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত বেন্ডিংস মেশিন



ছবি : প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত ফর্ক লিফট



ছবি : প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত জেনারেটর



ছবি : প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত লেদ মেশিন

১৫.৬ প্রকল্পের আওতায় ৪.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অফিসের বিভিন্ন আসবাবপত্র এবং ৩.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিসিটিভি, ডিজিটাল ক্যামেরা, ০১টি ফটোকপিয়ার ও ০২টি কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে এগুলো দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।



ছবি : অফিস আসবাবপত্র

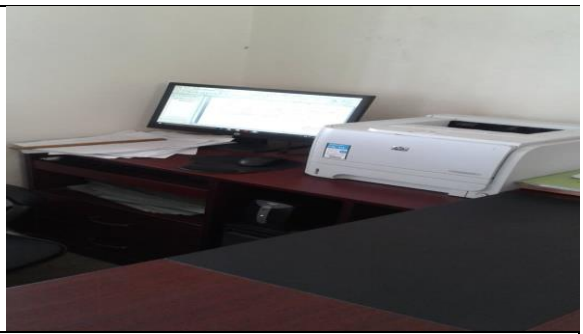

ছবি : অফিস যন্ত্রপাতি

১৬. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** প্রকল্পের ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনায় Goods-এর ০৭ টি প্যাকেজ এবং works-এর ০৩ টি প্যাকেজ রয়েছে। Goods-এর ০১টি প্যাকেজ DPM পদ্ধতি, ০১টি প্যাকেজ OTM (NCT) পদ্ধতি এবং ০৫টি প্যাকেজ RFQ পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। works-এর ০৩টি প্যাকেজেই OTM (NCT) পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। নিম্নে প্রধান ০৩টি প্যাকেজের ক্রয়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো :

ক্রয়কার্য (Works) এর নাম	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
Procurement of Slipway & workshop Machineries	৪৮৪.১০ লক্ষ টাকা	১২/১২/২০১৭	২৮/০৩/২০১৮	৩০/০৯/২০১৮	২৬/০৬/২০১৯
Procurement of No 1 AC Minibus, 1 No Double Cabin Pickup	১১৯.৮৫ লক্ষ টাকা	০৩/০৮/২০১৭	০৫/০৯/২০১৭	০৬/১১/২০১৭	০৬/১১/২০১৭
Repair of the existing Office Building, workshop, Power house, Machine Room, watch Tower, Renovation work of welding shop, winch shed etc.	৯১.৯৬ লক্ষ টাকা	২০/১১/২০১৬	১৯/০৬/২০১৭	২৫/০৪/২০১৮	২৫/০৪/২০১৮

১৭. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের Goods ও works-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, বিভিন্ন প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA), চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নমুনায়ন হিসেবে ০১টি প্যাকেজ (Goods)-এর তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে । এতে দেখা যায় যে, উক্ত প্যাকেজের মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে e-GPতে টেন্ডার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এতে পিপিআর ২০০৮বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	মঞ্জুস কান্তি দেবনাথ	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	২৭-০৬-২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব :

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিসি'র নিজস্ব বহরে নৌযান মেরামতের সুবিধাদি তৈরী হয়েছে ;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযান মেরামত করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ;
- নৌযানসমূহের সঠিক ও সময়মত মেরামতের সুযোগ তৈরী হওয়ায় সময়, অর্থ সাশ্রয়পূর্বক রাজস্ব অর্জনের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।

২০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
*বিআইডব্লিটিসি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন নৌযানসমূহের মেরামতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাদির সৃষ্টি। * ডকইয়ার্ডটিকে আর্থিক ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত করা।	* বিআইডব্লিটিসি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন নৌযানসমূহের মেরামতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাদির সৃষ্টি হয়েছে। * প্রকল্পটির মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি নৌযানসমূহের মেরামতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুবিধাদির সৃষ্টি হওয়ায় এর মাধ্যমে রাজস্ব আয় করা যাবে এবং এটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হবে।

* বিআইডব্লিউটিসি'র ডকইয়ার্ড-৩ কে একটি কর্মক্ষম পরিবেশে রুপান্তর করা।	*বিআইডব্লিউটিসি'র ডকইয়ার্ড-৩ কে একটি কর্মক্ষম পরিবেশে রুপান্তর করা হয়েছে।

২১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে ডক ইয়ার্ডের জন্য বিভিন্ন মালামাল/যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা। যন্ত্রপাতিগুলো ইতোমধ্যে সরবরাহপূর্বক ডক ইয়ার্ডে স্থাপন করা হয়েছে। মালামাল/যন্ত্রপাতি পরিদর্শনের সার্টিফিকেট প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া, Acceptance কমিটির সুপারিশ মোতাবেক মালামাল/যন্ত্রপাতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। সে দিক থেকে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২২. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২২.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে গুরুতর কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। তবে ৫০% Time over run হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ে নেচিবাচক প্রভাব পড়েনি।

২৩. **সুপারিশসমূহঃ**

২৩. ১ প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি মেরামত/সংস্কার এবং নতুন সরবরাহ করা হয়েছে তা কোন প্রকল্প হতে, ব্যয় এবং সাল ইত্যাদির তথ্য যন্ত্রপাতির গায়ে লিখতে হবে;

২৩.২ যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির বিষয়ে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে আরাও তৎপর হতে হবে;

২৩.৩ অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ডক ইয়ার্ডটির অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ২৩৯ জন। বর্তমানে ডক ইয়ার্ডটিতে ৩৮ জন জনবল রয়েছে। কাজেই প্রয়োজনীয়তার নিরিখে ডক ইয়ার্ডটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন/নিয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক; এবং

২৩.৪ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ডক ইয়ার্ডটি একটি কর্মক্ষম পরিবেশে রূপান্তর হয়েছে। তাই এটি সচল রাখার ব্যাপারে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

Feasibility Study for Modernization of Port facilities for Khulna, Narsingdi, Barguna and development of Galachipa, Mongla, Meghna,Sunamganj,Sirajgonj-Jagannathganj-Ghorashal, Kanchpur, Moju Chowdhuryhat Daudkandi-Bausia River Port (1st Revised).

শীর্ষক **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত জুন, ২০১৯)

০১. **প্রকল্পের নাম** : Feasibility Study for Modernization of Port facilities for Khulna, Narsingdi, Barguna and development of Galachipa, Mongla, Meghna,Sunamganj,Sirajgonj-Jagannathganj-Ghorashal, Kanchpur, Moju Chowdhuryhat Daudkandi-Bausia River Port (১st Revised).

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বিআইডব্লিউটিএ ।

০৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ।

০৪. **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা প্রঃ সাঃ	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৮৯.৬৭ ৪৮৯.৬৭	৪৮৯.৬৭ ৪৮৯.৬৭	৪৮৮.০০ ৪৮৮.০০	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯	--	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯	--	৬ মাস ৫০%

০৫. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	কাঁচপুর	-	-
	নরসিংদী	ঘোড়াশাল		
	চাঁদপুর	মজুচৌধুরী হাট		
	কুমিল্লা	দাউদকান্দি, বাউশিয়া		
খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর		

	বাগেরহাট	মোংলা		
বরিশাল	পটুয়াখালী	গলাচিপা	-	-
	বরগুনা	বরগুনা সদর		
সিলেট	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	-	-
রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	জগন্নাথপুর		

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** জিওবি।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

খুলনা, নরসিংদী, বরগুনার বন্দর সুবিধাদি আধুনিকায়ন এবং গলাচিপা, মংলা, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথপুর, টেকেরহাট, ঘোড়াশাল, কাঁচপুর পোর্ট, মজু চৌধুরী হাট ও দাউদকান্দি-বাউশিয়া নদী বন্দর উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা।

০৮. প্রকল্পের পটভূমি :

৮.১ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) সমগ্র দেশে বিভিন্ন নৌ-পথে এ পর্যন্ত ২৯টি নৌ-বন্দর স্থাপন করেছে। এর মধ্যে কিছু নদী বন্দরের সুবিধাসমূহের ঘাটতি রয়েছে, যেগুলোর অবকাঠামোগত সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী বন্দরগুলোর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। নৌ-বন্দরসমূহের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে বিআইডব্লিউটিএ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ২৫.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করতে হবে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী নৌ-বন্দরগুলোর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের জন্য কয়েকটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে একত্র করে আলোচ্য সমীক্ষা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদনঃ** মূল সমীক্ষা প্রকল্পটি সরকারের জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৪৮৯.৬৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ মেয়াদে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় । পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় কিছু এলাকা পরিবর্তন হওয়ায় এবং মেয়াদ ০৬ মাস অর্থাৎ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সুপারিশক্রমে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয়।

১০. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
১.	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	২.০০	থোক	১.৯	থোক
২.	স্টেশনারি, সিল, স্ট্যাম্প	থোক	১.০০	থোক	০.৮৯	থোক
৩.	পরামর্শক ফার্ম	জনমাস	৪৮৫.৬৭	১১৪	৪৮৪.৭৫	১১৪ জনমাস

						১০০%
৪.	সম্মানী	থোক	১.০০	থোক	০.৪৬	থোক
	মোট :	**--**	**৪৮৯.৬৭**		**৪৮৮.০০**	**১০০%**

১১. **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২. **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ০৮/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প কার্যালয়ে সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়।

১৩. **পর্যবেক্ষণ :**

১৩.১ পরিদর্শনে জানা যে, প্রকল্পের সমীক্ষা কার্যক্রমটি পরিচালনার লক্ষ্যে Institute of Water Modeling (IWM)-কে নিয়োগ করা হয়। IWM গত মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন নৌরুট ও বন্দরসমূহে সমীক্ষা পরিচালনা করে। সমীক্ষাটি পরিচালনার লক্ষ্যে যে Methodology ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে-নদীর মরফোলজিক্যাল সার্ভে, প্রকল্প এলাকার বেজলাইন সার্ভে, ট্রাফিক ডাটা সার্ভে, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন, স্থানীয় জনগণের সরাসরি সাক্ষাৎকার ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এবং কর্মশালা। সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় Inception Report এবং Final draft Report এর ওপর জাতীয় পর্যায়ে ২টি কর্মশালা বিআইডব্লিউটিএ অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত ও পরবর্তীতে টেকনিক্যাল কমিটির বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে সমীক্ষাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদন ইতোমধ্যে বিআইডব্লিউটিএ অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে এবং এ প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প হাতে নেয়া হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়।

১৩.২ সমীক্ষাটির আওতায় পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে। সমীক্ষাটি পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজ চলাকালীন পরিবেশের ওপর কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এগুলো হচ্ছে-

- নির্মাণ কাজের কারণে শব্দ দূষণ বাড়বে;
- পানির গুণগত মান প্রকল্পের কাজ চলাকালীন খারাপ হবার সম্ভাবনা রয়েছে;
- ড্রেজিং কাজ চলাকালীন মাছের আবাসস্থলের জন্য সাময়িক সমস্যা তৈরি হবে;
- ড্রেজিংকৃত মাটি উপযুক্ত স্থানে না ফেললে নদী ও নদী তীরবর্তী জমির ফসলের ক্ষতি হবে;
- এ সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রয়োজনে Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পাদন করতে হবে।

১৩.৩ সমীক্ষাটির আওতায় ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পের মূলধন ব্যয় এবং অপারেশন ও মেনটেইন্যান্স ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের Net Present Value (NPV) হচ্ছে ১১৪৬৫৩.৪৪ লক্ষ টাকা, Benefit Cost Ratio (BCR) ২.৩৭ এবং Internal Rate of Return (IRR) ২৬%। এ ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট রেট বিবেচনা করা হয়েছে ১২%।

১৩.৪ সমীক্ষা রিপোর্টটি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় নদী বন্দরসমূহের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ :

(ক) **খুলনা নদী বন্দর :**

- শিরোমনি ঘাটে একটি আরসিসি জেটি নির্মাণ করতে হবে;
- বিদ্যমান টার্মিনাল ভবনটি আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ এবং পরিদর্শন বাংলোটির সংস্কার করতে হবে;
- পোর্ট বেসিন এলাকায় নাব্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রায় ৩.৩৪ ল:ঘ:মি: ড্রেজিং-এর প্রয়োজন হবে;
- ভবিষ্যত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্ভাব্য) ২৬৫০২.৩০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল হবে ৩ বছর ।

(খ) নরসিংদী নদী বন্দর :

- বিদ্যমান টার্মিনাল ভবনটি সম্প্রসারণ এবং যাত্রী সাধারণের সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য টয়লেট কমপ্লেক্স ও অপেক্ষাগার নির্মাণ করা প্রয়োজন;
- থানা ঘাট এলাকায় যাত্রী ছাউনি ও পাইলিংসহ নদী তীর সংরক্ষণ করা প্রয়োজন;
- ভবিষ্যত প্রকল্পে প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্ভাব্য) ১৪০৬.৪৩ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল হবে ৩ বছর ।

(গ) বরগুনা নদী বন্দর :

- বন্দর ব্যবহাকারী এবং যাত্রী সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী বরগুনা নদী বন্দরের টার্মিনাল সুবিধাদি আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পাকা রাস্তা, টয়লেট কমপ্লেক্স, যাত্রী ছাউনি, নদী তীর সংরক্ষণ, সীমানা প্রাচীর ও অফিস ভবন নির্মাণ করতে হবে;
- নদী বন্দরে নৌ-যান সহজে প্রবেশের লক্ষ্যে বেসিন এলাকা ও এ্যাপ্রোচ চ্যানেলে ৪.৩৫ ল:ঘ:মি: ড্রেজিং করতে হবে;
- ভবিষ্যত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্ভাব্য) ১৬৩৪০.৮০ লক্ষ টাকা ।

(ঘ) গলাচিপা নদী বন্দর :

- গলাচিপা নদী বন্দর উন্নয়নের লক্ষ্যে বন্দরে ২ তলা ভিত বিশিষ্ট টার্মিনাল ভবন, স্টিল শেডেড পন্টুন, স্পাড, স্টিল জেটি, আরসিসি রোড, শেডেড ওয়াকওয়ে, স্লোপ প্রটেকশন, টয়লেট কমপ্লেক্স, ফিসঘাট ও কার্গো ঘাটে আরসিসি র‍্যাম্প ও সিড়ি নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে;
- পোর্ট বেসিন এলাকায় নাব্যতা উন্নয়নের জন্য ১.২৭ ল:ঘ:মি: ড্রেজিং-এর প্রয়োজন হবে;
- ভবিষ্যত প্রকল্পে প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্ভাব্য) ৫১১১.৯৫ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল ৩ বছর।

(ঙ) মোংলা-ঘসিয়াখালী টোল পয়েন্ট :

- মোংলা-ঘসিয়াখালী টোল পয়েন্টে ২ তলা মাল্টি পারপাস ভবন, সেমি পাকা যাত্রী ছাউনি, সিকিউরিটি বক্স, পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, স্টিল শেডেড পন্টুন এবং আরসিসি জেটি নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে;
- ভবিষ্যত প্রকল্পে প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্ভাব্য) ৮২২.২৩ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল ৩ বছর।

(চ) সুনামগঞ্জ নদী বন্দর :

- সুনামগঞ্জ নদী বন্দর উন্নয়নের জন্য যাত্রী ছাউনি, টয়লেট কমপ্লেক্স, নদী তীর সংরক্ষণ বাঁধ, লোডিং-আনলোডিং ফ্যাসিলিটিজ অব কার্গো এবং আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ করা প্রয়োজন;
- ভবিষ্যত প্রকল্পে প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্ভাব্য) ৪৭৮৭.৮৫ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল ৩ বছর।

(ছ) সিরাজগঞ্জ -জগন্নাথপুর ল্যান্ডিং স্টেশন :

- এ স্টেশনে স্টিল শেডেড পন্টুন, টোল বুথ, ৬ মিটার প্রশস্ত এ্যাকসেস রোড এবং স্পাড নির্মাণ করার প্রয়োজন রয়েছে;
- যমুনা নদীর গতিপথ পরিবর্তন হওয়ার প্রবণতা থাকায় এ স্থানে স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণের পরিবের্তে ভাসমান পন্টুন স্থাপনের সুপারিশ করা হয়, যাতে বন্যা হলে পন্টুন সহজে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নেয়া যায়।

(জ) ঘোড়াশাল নদী বন্দর :

- এ বন্দরের উন্নয়নের জন্য যাত্রী ছাউনি, ওপেন ইয়ার্ড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, আরসিসি সিড়ি ও র‍্যাম্প, আরসিসি স্লোপ, প্রোটেকশন, শেডেড স্টিল পন্টুন, স্পাড, স্টিল গ্যাংওয়ে, শেডেড ওয়াকওয়ে এবং পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ করা প্রয়োজন;
- ভবিষ্যত প্রকল্পে প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্ভাব্য) ৭৯২৩.২৯লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল ৩ বছর।

(ঝ) কাঁচপুর ল্যান্ডিং স্টেশন :

- কাঁচপুর বন্দরের উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান ২ তলা টার্মিনাল ভবনের মেরামত ও সংস্কার, ওয়্যারহাউজ, পার্কিং ইয়ার্ড এবং ৯ মিটার চওড়া এ্যাকসেস রাস্তা নির্মাণ করার প্রয়োজন রয়েছে;
- ভবিষ্যত প্রকল্পে প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্ভাব্য) ৮৮২০.৪৫ টাকা এবং মেয়াদকাল ৩ বছর।

(ঞ) মজু চৌধুরীহাট ফেরীঘাট :

- মজু চৌধুরীহাট ফেরীঘাট উন্নয়নের জন্য ফেরি পন্টুন, আরসিসি পার্কিং ইয়ার্ড, এ্যাকসেস রোড, স্লোপ প্রোটেকশন, অফিস ভবন, স্টাফ ডরমিটরি, যাত্রী ছাউনি, পাইলট হাউজ, টয়লেট কমপ্লেক্স, পুলিশ ও আনসার ব্যারাক, টিকেট কাউন্টার, সাব-স্টেশন ও জেনারেটর রুম, পাম্প হাউজ নির্মাণ করা দরকার;
- ফেরি চলাচলের সুবিধার্থে ফেরিঘাট বেসিন এলাকায় ০.৯২ ল:ঘ:মি: ড্রেজিং প্রয়োজন;
- ভবিষ্যত প্রকল্পে প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্ভাব্য) ৮২৫৪.১০ টাকা এবং মেয়াদকাল ৩ বছর।

(ট) দাউদকান্দি -বাউশিয়া নদী বন্দর :

- নদী বন্দর উন্নয়নের জন্য যাত্রী ছাউনি, গার্ডরুম, আরসিসি পার্কিং ইয়ার্ড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, শেডেড স্টিল পন্টুন, স্পাড, স্টিল জেটি, আরসিসি র‍্যাম্প ও সিড়ি, তীর সংরক্ষণ বাঁধ, এ্যাকসেস রোড, টয়লেটের সুবিধাসহ অপারেশন শেড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড ও স্টিল গ্যাংওয়ে নির্মাণ করতে হবে;
- নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়নের জন্য ৬.৭৩ ল:ঘ:মি: ড্রেজি-এর প্রয়োজন হবে;
- ভবিষ্যত প্রকল্পে প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্ভাব্য) ২০০১৫.৬১ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল হবে ৩ বছর।

১৩.৫ সমীক্ষাটির ওপর ভিত্তি করে কোন প্রকল্প গৃহীত হলে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে বেশ কিছু সুবিধা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে সমীক্ষায় উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ;

- অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বাড়বে;
- বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী যেমন : সিমেন্ট, কয়লা, ফ্লাইএ্যাস, সার, লোহা, পাথর ও অন্যান্য কাঁচামাল নদী বন্দর দিয়ে বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করা সহজতর হবে;
- অভ্যন্তরীণ জলপথে যাত্রী ও কার্গো চলাচলের সুবিধাদি বৃদ্ধি পাবে;
- সার্বিকভাবে প্রকল্প এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে।

১৩.৬ উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা খুলনা নদী বন্দরের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার ডিপিপি প্রণয়নাধীন রয়েছে মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়।

১৪. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে-পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ। এ বিষয়টি Single Source Selection (SSS) পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে, যার তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রয়কার্য (Service)-এর নাম	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
পরামর্শক সেবা ক্রয়:	৪৮৫.৬৭	১৪/০১/২০১৮	১২/০৩/২০১৮	৩১/১২/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯

১৫. **চুক্তিসমূহ যাচাই :** প্রকল্পের ডিপিপিতে বর্ণিত সেবা কাজটি একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি (SSS)-এর মাধ্যমে সরকারি মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বর্ণিত সেবা কাজটি Institute of Water Modeling (IWM))-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। পিপিআর ২০০৮ বিধিমালার ১০৪(২)(ঈ) অনুযায়ী সরকারি মালিকানাধীন বা বিশেষায়িত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ ধরণের কাজ সম্পন্ন করা যায় মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। তাই উপর্যুক্ত সেবা কাজটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৬. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালক-এর নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
জনাব মো: সাজেদুর রহমান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিআইডব্লিউটিএ	০১/০৩/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০১৯	অতিরিক্ত	না	--

১৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্যে	অর্জন
খুলনা, নরসিংদী, বরগুনার বন্দর সুবিধাদি আধুনিকায়ন এবং গলাচিপা, মংলা, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথপুর, টেকেরহাট, ঘোড়াশাল, কাঁচপুর পোর্ট, মজু চৌধুরী হাট ও দাউদকান্দি-বাউশিয়া নদী বন্দর উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা।	প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত নদী বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে।

১৮. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে উপর্যুক্ত নদী বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আলোচ্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক এর প্রতিবেদন গত মে, ২০১৯ তারিখে বিআইডব্লিউটিএ কার্যালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে "খুলনা, নরসিংদী, বরগুনার বন্দর সুবিধাদি আধুনিকায়ন এবং গলাচিপা, মংলা, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথপুর, টেকেরহাট, ঘোড়াশাল, কাঁচপুর পোর্ট, মজু চৌধুরী হাট ও দাউদকান্দি-বাউশিয়া নদী বন্দরসমূহের বন্দর সুবিধাদি নির্মাণ ও আধুনিকায়ন" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে দিক থেকে সমীক্ষা প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৯. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১৯.১ সমীক্ষা প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৫০% টাইম ওভার রান হয়েছে।

১৯.২ প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এর সাথে Lum-Sum based চুক্তি করা হয়েছে। চুক্তিটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মোট চুক্তিমূল্য ৪৮৫.৬৭ লক্ষ টাকার বিভাজন (break-up) রাখা হয়নি। অর্থাৎ আর্থিক প্রস্তাবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সম্মানি এবং অন্যান্য ব্যয় বা Reimbursable ব্যয় আলাদাভাবে দেখা হয়নি। যার ফলে চুক্তিমূল্যের সমুদয় অর্থই পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে হয়েছে। চুক্তিতে পরামর্শকের সম্মানি ও Reimbursable অর্থ আলাদাভাবে দেখানো হলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতাসহ সরকারি অর্থের সাশ্রয় ঘটতে পারতো।

১৯.৩ আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপিতে একটি কর্মশালা স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও ২টি কর্মশালা-ই বিআইডব্লিউটিএ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১টি কর্মশালা স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হলে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী তথা স্টেক হোল্ডারগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এতে সমীক্ষায় বিভিন্ন ডাটা সংগ্রহপূর্বক সমীক্ষাটি আরো সমৃদ্ধ হতো। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ ধরণের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

১৯.৪ প্রকল্পটি গত ২৩/১১/২০১৮ তারিখে এ বিভাগের প্রতিনিধি কর্তৃক সরজমিনে পরিদর্শন করা হলেও পরিদর্শন প্রতিবেদনের ফিড-ব্যাক পাওয়া যায়নি। পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছিল :

পর্যবেক্ষণ :

(ক) পরিদর্শিত প্রকল্প এলাকায় সমীক্ষার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি বলে জানা যায়। সমীক্ষাটি শেষ হবে জুন, ২০১৯ মাসে। সমীক্ষার আওতায় ২টি কর্মশালা রয়েছে, যা এখনও অনুষ্ঠিত হয়নি।

সুপারিশ/মতামত:

(ক) সমীক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম জুন, ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্নপূর্বক সমীক্ষার প্রতিবেদন এবং পিসিআর এ বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) সমীক্ষার কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে সমীক্ষার আওতায় অনুষ্ঠিতব্য কর্মশালায় আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(গ) সমীক্ষার চলমান কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যেতে পারে; এবং

(ঘ) প্রকল্পের অগ্রগতির মাসিক তথ্য আইএমইডির নির্ধারিত ০৫ ফরমেটে এ বিভাগে নিয়মিত পাঠাতে হবে।

২০. সুপারিশসমূহ :

২০.১ প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের যথাযথ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন/পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে প্রকল্পের Time Over Run না ঘটিয়ে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়;

২০.২ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প হাতে নেয়া হলে ক্রয় পদ্ধতির আর্থিক প্রস্তাবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সম্মানি এবং Reimbursable অর্থ আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে। এর ফলে ক্রয় ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সরকারি অর্থের সাশ্রয় ঘটবে;

২০.৩ সমাপ্ত প্রকল্পটির ওপর একটি External Audit সম্পাদন করা যেতে পারে;

২০.৪ ভবিষ্যতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পে জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/স্টেক হোল্ডার/বিভিন্ন পেশাজীবীরা সরাসরি অংশগ্রহণপূর্বক তাদের মতামত পেশ করতে পারেন; এবং

২০.৫ আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলি এ বিভাগকে না জানানোর বিষয়টি মোটেই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আরো তৎপর হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

মোংলা বন্দরের জেটিতে ১ টি গিয়ারলেস জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ শীর্ষক

সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত জুন, ২০১৯)

০১. প্রকল্পের নাম : মোংলা বন্দরের জেটিতে ১ টি গিয়ারলেস জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ।

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

০৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।

০৪. **প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৪৬৮১.৫০	--	৪৩৮৮.৬১	জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯	--	জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯	০%	০%

০৫. **প্রকল্প এলাকা :**

বিভাগ	**জেলা**	**উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন**/পৌরসভা
খুলনা	বাগেরহাট	মোংলা

০৬. **প্রকল্প অর্থায়ন :** প্রকল্পটি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** মোংলা বন্দরের বিদ্যমান জেটিতে ১২ সারির গিয়ারলেস কন্টেইনার জাহাজ হ্যান্ডলিং করা।

০৮. **প্রকল্পের পটভূমি :** মোংলা বন্দরে বিদ্যমান ৫টি জেটি মূলতঃ সাধারণ পণ্য হ্যান্ডলিং-এর জন্য নির্মিত। মোংলা বন্দরে কোন ডেডিকেটেড কন্টেইনার টার্মিনাল না থাকায় জাহাজের নিজস্ব ডেরিক এর মাধ্যমে সীমিত পরিসরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কার্গো পরিবহনের ধরণ পরিবর্তন/উন্নয়ন হওয়ায় প্রায় সকল প্রকার পণ্যই কন্টেইনারের মাধ্যমে পরিবাহিত হচ্ছে। আধুনিক বন্দরসমূহে কন্টেইনার সাধারণত Shore to Ship ক্রেন-এর মাধ্যমে হ্যান্ডেল করা হয়। মোংলা বন্দরে গিয়ারলেস জাহাজে কন্টেইনার পরিবহণের চাহিদা থাকলেও Shore to Ship ক্রেন এর অভাবে কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া, জাহাজের বিদ্যমান ডেরিক-এর মাধ্যমে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হলে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং-এর উৎপাদনশীলতা খুব কম থাকে। ফলে জাহাজের টার্ন এরাউন্ড টাইম বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, বিভিন্ন বন্দর ব্যবহারকারী ঢাকাস্থ পানগাঁও এ অবস্থিত আইসিডি হতে ছোট আকারের জাহাজ এবং বার্জের সাহায্যে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং-এর আগ্রহ দেখালেও মোবাইল হারবার ক্রেন-এর অভাবে পানগাঁও আইসিডি-এর কন্টেইনার মোংলা বন্দর হ্যান্ডেল করতে পারছে না। এতে মোংলা বন্দর ও পাঁনগাও উভয়ই অর্থ উপার্জন হতে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মোংলা বন্দর ও পানগাঁও আইসিডি এর স্বার্থে মোংলা বন্দরের জন্য অন্ততঃ ১টি মোবাইল হারবার ক্রেন (১২ সারি) সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ৪৬৮১.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ''মোংলা বন্দরের জেটিতে গিয়ারলেস জাহাজ হ্যান্ডলিং-এর জন্য মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ'' শীর্ষক ১টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত মোবাইল হারবার ক্রেন দ্বারা কন্টেইনার হ্যান্ডলিং-এর পাশাপাশি সাধারণ পণ্যও দক্ষতার সাথে হ্যান্ডেল করা সম্ভব হবে।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদনঃ** ৪৬৮১.৫০ লক্ষ টাকা প্রক্কলিত ব্যয়ের "মোংলা বন্দর জেটিতে গিয়ারলেস জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২/০৬/২০১৮ তারিখে জারি হয়।

১০. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :** ১২ সারির কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি মোবাইল হারবার ক্রেণ সংগ্রহ করা।

১১. **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কাজের অঙ্গ (ডিপিপি অনুসারে)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুসারে)		প্রকৃত অগ্রগতি		চ্যুতির কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ%)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	**(ক) রাজস্ব :**						
২.	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৪.০০	--	৩.৬৭		
৩.	মুদ্রণ	থোক	১.০০		০.৩১		
৪.	স্টেশনারী	থোক	১.০০		০.৭৪		
৫.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০		১.৬০		
৬.	প্রশিক্ষন (বিদেশে ১৫ দিন)-৫ জন	থোক	২০.০০		২০.০০		
৭.	টিওসি, টিইসি, পিআইসি এবং পিএসসি কমিটির সম্মানী ভাতা	থোক	২.০০		১.৬৮		
৮.	এলসি চার্জ	থোক	১০০.০০		৩১.৫৮		
৯.	বীমা, শিপিং এজেন্ট এবং অন্যান্য চার্জ	থোক	১০০.০০		১০৬.৫৭		
১০.	**উপ-মোট (রাজস্ব)=**		**২৩০.০০**		**১৬৬.১৫**		
১১.	**(খ) মূলধন :**						
১২.	১ টি মোবাইল হারবার ক্রেণ (১২ সারি)	সংখ্যা	৪৩০০.০০	০১	৪১৮৫.৭৮		
১৩.	অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র	সংখ্যা	১.৫০		০.০০		
১৪.	মূলধন খাতে সিডি ভ্যাট	থোক	১০০.০০		৩৬.৬৮		
১৫.	**উপ মোট (মূলধন)=**		**৪৪০১.০০**		**৪২২২.৪৬**		
১৬.	**মোট (রাজস্ব + মূলধন)=**		৪৬৩১.৫০		৪৩৮৮.৬১		
১৭.	গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		০.০০		০.০০		
১৮.	ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৫০.০০		০.০০		
১৯.	**সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):**		**৪৬৮১.৫০**		**৪৩৮৮.৬১**		

১২. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১৩. **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে :

- ✧ প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- ✧ পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- ✧ কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন;
- ✧ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪. **প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:** ডিপিপি'র ক্রয় পরিকল্পনা Goods-এর ০১টি প্যাকেজের সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে ০১টি প্যাকেজে ০১টি মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ OTM পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। নিম্নে প্রধান প্যাকেজ মোবাইল হারবার ক্রেন ক্রয়ের তথ্যাদি তুলে ধরা হলো :

ক্রয় পরিকল্পনা Goods-এর ০১টি প্যাকেজে ০১টি মোবাইল হারবার ক্রেন OTM পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান ছিল। ক্রেনটি একধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির (আন্তর্জাতিক দরপত্র) মাধ্যমে ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে।
এর তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রয়কার্য (Goods) এর নাম	ডিপিপি মূল্য	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি সই/এলসি খোলার তারিখ	কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২ সারির কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ হয়েছে।	৪৬৮১.৫০	৩৫০৭৯৫৫.৬০ ইউরো এবং ৮১১৫০০০০.০০ টাকা	১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮	২৯/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯

১৫. **চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্যাদি :** প্রকল্পের আওতায় ০১টি মোবাইল হারবার ক্রেন (Goods)-ক্রয়ের চুক্তিসমূহের মধ্যে বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা অনুমোদন, দরপত্র আহ্বান, প্রচার, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য নোটিশ প্রদান (NOA), চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য উক্ত প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শনকালে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ক্রয় পরিকল্পনা Goods-এর ০১টি প্যাকেজে ০১টি মোবাইল হারবার ক্রেন OTM পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান ছিল। ক্রেনটি একধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির (আন্তর্জাতিক দরপত্র) মাধ্যমে ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৬. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবি	প্রকল্প পরিচালক হিসাবে যোগদানের তারিখ	দায়িত্বের ধরণ (পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন)	প্রকল্পে দায়িত্ব পালনকালীন একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা		মূল দপ্তরের ঠিকানা, ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স ও ইমেইল
			হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা	
মোঃ মাহবুবুর রহমান মিনা, উপ-প্রধান প্রকৌশলী যান্ত্রিক ও তড়িৎ বিভাগ	১৩-৮-২০১৮	পূর্ণকালীন	না	১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ মোংলা, বাগেরহাট টেলিফোনঃ ০৪৬৬২-৭৫২৩৮ ফ্যাক্সঃ ০৪৬৬২-৭৫২২৪ ই-মেইলঃ dceme@mpa.gov.bd

১৭. **প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব :**

(ক) প্রত্যক্ষ প্রভাবঃ এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের আগে গিয়ারলেস শিপ হ্যান্ডলিং করার জন্য মোংলা বন্দরের কোন কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সরঞ্জাম ছিল না। প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরে ১২ (বার) সারি পর্যন্ত গিয়ারলেস কন্টেইনার জাহাজ মোবাইল হারবার ক্রেন দ্বারা হ্যান্ডলিং করা যাচ্ছে। ফলে, জাহাজের আগমন বৃদ্ধি পাবে, কন্টেইনার হ্যান্ডলিং-এর পরিমাণ বাড়বে এবং রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

(খ) পরোক্ষ প্রভাবঃ প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক শিপিং লাইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি যেমনঃ শিপিং এজেন্ট, রফতানিকারক, আমদানিকারক এবং অন্যান্য বন্দর ব্যবহারকারীদের সেবা প্রদান করে পরোক্ষভাবে অনেক সুযোগ-সুবিধা বয়ে আনবে। প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক ও দেশি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

১৮. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

ডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন (কী অর্জিত হয়েছে এবং কতটুকু)
মোংলা বন্দরের জেটিতে গিয়ারলেস জাহাজ হ্যান্ডলিং করা।	প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরে ১২ (বার) সারি পর্যন্ত গিয়ারলেস কন্টেইনার জাহাজ মোবাইল হারবার ক্রেন দ্বারা হ্যান্ডলিং করা যাচ্ছে। ফলে, জাহাজের আগমন বৃদ্ধি পাবে, কন্টেইনার হ্যান্ডলিং-এর পরিমাণ বাড়বে এবং রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য, মহামারী করোনার প্রভাবে বন্দরে জাহাজের আগমন প্রত্যাশিত না হওয়ায় প্রকৃত উদ্দ্যেশ্য অর্জন কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে।

১৯. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ :** প্রযোজ্য নয়।

২০. **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

২০.১ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিষদ সরকারের কাছ থেকে প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের জন্য অত্যন্ত তৎপর ছিলেন এবং প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তাদের পরামর্শ, তদারকি অব্যহত ছিল।

২০.২ **প্রকল্প পরিচালকঃ** প্রকল্পটি সফল করতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও তদারকিতে প্রকল্প পরিচালক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই প্রকল্প পরিচালক চাকুরী হতে পিআরএল-এ চলে যাওয়ায় সমাপ্ত প্রকল্পের প্রতিবেদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তিতে সমস্যা হয়।

২০.৩ **ক্রয়/ সংগ্রহঃ** ক্রয় পরিকল্পনায় Goods-এর ০১টি প্যাকেজে ০১টি মোবাইল হারবার ক্রেন OTM পদ্ধতিতে ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও ক্রেনটি একধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির (আন্তর্জাতিক দরপত্র) মাধ্যমে ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে।

২০.৪ **ঠিকাদারঃ** মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য একটি মোবাইল হারবার ক্রেন সরবরাহ,সংযোজন, টেস্টি, কমিশনিং সম্পূর্ণ করার জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে যথানিয়মে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের সমস্ত কাজ সময়মত সম্পন্ন করা হয় ।

২০.৫ **জনবলঃ** প্রকল্পটি বাবায়নের জন্য কোন নতুন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। মবক'র বিদ্যমান জনবল দ্বারা প্রকল্পের সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

২০.৬ **প্রকল্পের অর্থয়ান, বরাদ্দ এবং ব্যয়ঃ** মোংলা বন্দর কতৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে জমা না করে মোংলা বন্দর কতৃপক্ষের মূল হিসাবে অর্থ রাখায় সকল ব্যয়ের জন্য মূল হিসাব পরিচালনাকারী অর্থ্যাত সংস্থার চেয়ারম্যান এর অনুমোদন স্বাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। এতে ডিপিপি এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ এর বিধান লংঘিত হয়েছে ও প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক হিসেব প্রকল্প পরিচালক দেখাতে সক্ষম হননি।

২১. **প্রকল্প পরিদর্শন :** ০২/১০/২০২২ তারিখে মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক, আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

২২. **পর্যবেক্ষণ :**

২২.১ প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে মোংলা বন্দরের বিদ্যমান জেটিতে ১২ সারির গিয়ারলেস কন্টেইনার জাহাজ হ্যান্ডলিং করার জন্য ১২ সারির কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি মোবাইল হারবার ক্রেণ সংগ্রহ করা। ডিপিপতে বর্ণিত মোবাইল হারবার ক্রেনটির General Specification মোতাবেক ক্রয় করা হয়েছে এবং ক্রয়কৃত ক্রেনটির PSI সম্পাদনপূর্বক Acceptance কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। ক্রেনটি অপারেশন শুরু করার পর ০২/১০/২০২২ পর্যন্ত সময়ে কোন গোলযোগ দেখা দেয়নি। এছাড়া, ক্রেনটির ১ বৎসর ওয়ারেন্টি পিরিয়ড

রয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে ক্রেনটি পরিচালনার জন্য মোংলা বন্দরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এসব জনবল দ্বারা নৌযানটি পরিচালনা করা হচ্ছে।

২২.২ প্রকল্পের আওতায় এলসি চার্জ বাবদ ১ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছিল যার মধ্যে ৩১.৫৮ টাকা ব্যয় হয়েছে। সিএন্ডএফ এবং অন্যান্য চার্জ বাবদ থোক ১ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। DPPএর সংস্থানের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে অনুমোদন নিয়েছেন মর্মে জানা যায়। প্রধান প্রধান ক্রয় হলো ০১টি মোবাইল হারবার ক্রেন যার জন্য DPPতে ৪৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও মোট ৪১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাতে থোক ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে এবং মূলধন খাতে সিডি, ভ্যাট বাবদ ১ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে মোট ৩৬ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা।

২২.৩ প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর এখনও পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের অর্থ ব্যয় যথাযথ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নিরীক্ষা শাখা থেকে সকল বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

২৩। **প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র :**





২৪. **সুপারিশসমূহ :**

২৪.১ ডিপিপিতে সুনির্দিষ্ট অঙ্গভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণের চেয়ে কোন কোন খাতে বেশি খরচ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয় যা মোটেই সমীচীন হয়নি। ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে আরো সতর্ক ও তৎপর হতে হবে (অনুচ্ছেদ: ২২.১)।

২৪.২ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত টাগবোট এর warranty period উত্তীর্ণ হওয়ার পর এর মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২৪.৩ প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর এখনও অডিট সম্পন্ন না হওয়ায় অর্থ ব্যয়ের সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। আহামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে আইএমইডি কে অবহিত করতে হবে;

২৪.৪ প্রকল্পের সকল ধরণের ক্রয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ডিপিপি এবং পিপিআর এর বিধান অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে;

২৪.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গিয়ারলেস ক্রেন চালনার জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ প্রদান করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

২৪.৬ মোংলা বন্দর কতৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে জমা না করে মোংলা বন্দর কতৃপক্ষের মূল হিসাবে অর্থ রাখায় সকল ব্যয়ের জন্য মূল হিসাব পরিচালনাকারী অর্থাৎ সংস্থার চেয়ারম্যান-এর অনুমোদন স্বাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। এতে ডিপিপি এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ এর বিধান লংঘিত হয়েছে ও প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক হিসেব প্রকল্প পরিচালক দেখাতে সক্ষম হননি। ভবিষ্যতে গৃহীত সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের শিরোনামের ব্যাংক হিসাবে অর্থ জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং ডিপিপি এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-এর বিধান মোতাবেক অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

২৪.৭ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে যাদের পর্যাপ্ত চাকুরীর মেয়াদ রয়েছে তাদের মধ্য হতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করতে হবে।